মাসিক

আত-তাহরীক

জিব্রীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলেন, হে মুহাম্মাদ! জেনে রাখুন, মুমিনের মর্যাদা হ'ল (ইবাদতে) রাত্রি জাগরণে এবং তার সম্মান হ'ল মানুষের মুখাপেক্ষী না হওয়ার মধ্যে' *(হাকেম, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৩১)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web : www.at-tahreek.com
২৫তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০২১

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية
جلد : ٢٥، عدد : ٢، ربيع الأول و ربيع الآخر ١٤٤٣هـ/ نوفمبر ٢٠٢١م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : বাদশাহী মসজিদ, লাহোর, পাকিস্তান। পাকিস্তান ও দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম এই মসজিদটি ১৬৭৩ সালে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক নির্মিত হয়। এখানে ১ লক্ষ ১০ হাযার মুছল্লী একত্রে ছালাত আদায় করতে পারেন।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-
٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-
٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهرية ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Aam Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154,
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK has been running since September 1997 from Rajshahi, Bangladesh. It is a reputed Islamic research Journal of Bangladesh, preaches true features of Islam based on the way pious predecessors (Salaf Saleheen). This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh based upon the pure Tawheed and Sunnah.

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন- ০১৭৮২ ৪৬৪০৯৮

লাইসেন্স নং : রাজশাহী-৫৫১৮

মৌচাক মধু

বি.এস.টি.আই অনুমোদিত

১০০% খাঁটি মৌচাক মধু, কালোজিরা তেল এবং ভাল মানের বিদেশী জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

যোগাযোগ

লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ।
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৫তম বর্ষ ২য় সংখ্যা

রবীঃ আউয়াল-রবীঃ আখের ১৪৪৩ হিঃ
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বাং
নভেম্বর ২০২১ খৃঃ

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(আছর থেকে মাগরিব)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা — সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক

বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - পেরেনিয়ালিজম এবং ইসলাম ০৩
    -প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া
  - তাহরীকে জিহাদ : আহলেহাদীছ ও আহনাফ *(৬ষ্ঠ কিস্তি)* ০৯
    -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - চুল ও দাড়িতে কালো খেযাব ব্যবহারের বিধান ১৪
    -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
  - আল্লাহ যার কল্যাণ চান ২০
    -আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - প্রাক-মাদ্রাসা যুগে ইসলামী শিক্ষা *(২য় কিস্তি)* ২৪
    -অনুবাদ : আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **মনীষী চরিত :**
  - যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) *(২য় কিস্তি)* ৩০
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
- **সাময়িক প্রসঙ্গ :**
  - নিঃস্ব হচ্ছে মানুষ : বিচার হয় না আর্থিক প্রতারণার ৩৭
    -সাঈদ আহমাদ
- **চিকিৎসা জগৎ :**
  - ধনে পাতার স্বাস্থ্য উপকারিতা ৩৯
- **কবিতা :** ৪০
  - প্রশংসা
  - পথহারা পথিক
  - শেষ বিকেলে পেলাম
  - সূরা লাহাব
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১
- **মুসলিম জাহান** ৪৩
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৪
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

ব্যবসার নামে প্রতারণার ফাঁদ

প্রকাশিত খবর অনুযায়ী এমএলএম নামক বহুস্তর বিপণন কোম্পানী ও সমবায় সমিতি সমূহ মিলিয়ে গত ১৫ বছরে ২৮০টি প্রতিষ্ঠান দেশবাসীর অন্ততঃ ২১ হাযার ১৭ কোটি টাকা লোপাট করেছে। সবক্ষেত্রেই মূল উৎস ছিল লোভ। অর্থাৎ ১০০ টাকার পণ্য কিনলে তার চেয়ে দ্বিগুণ অর্থ ফেরত পাওয়ার লোভনীয় প্রস্তাব। প্রথমদিকে কোন কোন কোম্পানী ওয়াদা অনুযায়ী টাকা দিয়েছে। কিন্তু পরে টাকা নিয়ে সটকে পড়েছে। লোভে পড়ে গ্রাহকরা ধান গাছে তক্তা বানানোর আশা করেছিল। ফলে এখন কেবল বিক্ষোভ করাই সার। এভাবে ই-ভ্যালির প্রায় ৯৫ শতাংশ গ্রাহক প্রতারিত হয়েছে। প্রকাশিত খবর মোতাবেক ২০০৬ সালে 'যুবক' ২ হাযার ৬০০ কোটি টাকা, ২০১১ সালে 'ইউনিপে টু ইউ' ৬ হাযার কোটি, ২০১২ সালে 'ডেসটিনি' ৫ হাযার ১২১ কোটি এবং ২০০৮ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময়ে ২৬৬টি সমবায় সমিতি তাদের গ্রাহকদের ৪ হাযার ১শ কোটি টাকা লোপাট করেছে। এছাড়া ২০২১ সালে ১১টি প্রতিষ্ঠান তাদের গ্রাহকদের টাকা ফেরৎ দিচ্ছেনা বলে খবরে প্রকাশ। এসবের মধ্যে 'ই-ভ্যালি' ১ হাযার কোটি, 'ই-অরেঞ্জ' ১ হাযার ১শ' কোটি, 'ধামাকা' ৮০৩ কোটি, 'এসপিসি ওয়ার্ল্ড' ১৫০ কোটি, 'নিরাপদ ডট কম' ৮ কোটি, 'চলন্তিকা' ৩১ কোটি, 'সুপম প্রোডাক্ট' ৫০ কোটি, 'রূপসা মাল্টিপারপাস সোসাইটি' ২০ কোটি, 'নিউ নাভানা' ৩০ কোটি এবং 'কিউ ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং'-এর ১৫ কোটি টাকা লোপাট করার ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। এদের অনেকে ধর্মের মুখোশে এই অপকর্ম করেছে। যেমন এহসান গ্রুপের চেয়ারম্যান জনৈক মুফতী তার জ্বালাময়ী বক্তব্যের মাধ্যমে এবং কুয়াকাটার জনৈক পরিচিত বক্তা এহসান গ্রুপের পক্ষে বলেছেন, 'এহসান গ্রুপের সাথে ব্যবসা করা হালাল। এটি শুধু পিরোজপুরের জন্য নয়, বরং গোটা জগতের জন্য রহমত'। অথচ সূদ বিহীন বিনিয়োগের লোভ দেখিয়ে তাদের নামে ইতিমধ্যে গ্রাহকদের ১৭ হাযার কোটি টাকা আত্মসাতের খবর প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রুপের চেয়ারম্যান জনৈক মুফতী ও তার কয়েকজন সাথী মুফতী ও মাওলানা প্রতারণার ৫টি মামলায় গ্রেফতার হয়ে এখন কারাগারে আছেন। ইতিপূর্বে নিউওয়ে, জিজিএন ও ডেসটিনির মাথায় ডজন খানেক আলেমকে দেখা গেছে। এমনকি বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের শরী'আহ কাউন্সিলে আলেমদের ব্যবহার করা হয়। ব্যাংকের চাকুরীতেও তাদের কদর বেশী। অথচ কোন ইসলামী ব্যাংকই শতভাগ সূদমুক্ত নয়। এখানে উদ্দেশ্য কেবল মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে পুঁজি সংগ্রহ করা।

উপরের কোম্পানীগুলি ছাড়াও এ্যাপটেক, ডিএক্সএন সহ আরও অসংখ্য নাম না জানা কোম্পানী ও সমিতি দৈনন্দিন তাদের প্রতারণার জাল বিস্তার করে চলেছে। মানুষ শোষিত ও নিঃস্ব হওয়ার পর হতাশ হয়ে যখন কেউ আত্মহত্যা করে বা কেউ প্রশাসনের কাছে গিয়ে ধরনা দেয়, তখনই প্রশাসনের টনক নড়ে। যে জন্য হাইকোর্ট সরকারী পিপিকে প্রশ্ন করেছেন, আপনারা আগে টের পান না কেন? অথচ প্রশাসন হুঁশিয়ার থাকলে এদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধির কোন সুযোগ ছিলনা *(এ বিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'প্রতারণার অপর নাম জিজিএন' আত-তাহরীক অক্টোবর ২০০০; ডেসটিনি বিষয়ক প্রশ্নোত্তর ২/৮২, ডিসেম্বর ২০০৮ সংখ্যা; হাফাবা প্রকাশিত 'বায়'এ মুআজ্জাল' বই)*।

কিন্তু এযাবৎ প্রতারণার ফাঁদে পড়া ব্যক্তিদের কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং প্রতারিতরা তাদের সব টাকা ফেরৎ পেয়েছে ও প্রতারকরা যথাযোগ্য শাস্তি পেয়েছে, এমন কোন নযীর নেই। ফলে দিন দিন বাড়ছে প্রতারণার অভিনব কৌশল। কাউকে বলা হচ্ছে অমুক একাউন্টে ১০ হাযার টাকা জমা দিন, ২ সপ্তাহ পরেই আপনার একাউন্টে ১ লাখ টাকা জমা হয়ে যাবে। কাউকে বলা হচ্ছে, অমুক একাউন্টে ১ লাখ টাকা জমা দিন, ২ সপ্তাহ পরেই আপনার বাসায় ভারত-বাংলাদেশ সীমানা চিহ্নিতকরণ ম্যাগনেট সংযুক্ত পিলার পৌঁছে যাবে। যার মূল্য কয়েক কোটি টাকা। দেখা গেল, ঐ কোম্পানীর নামে কয়েকজন লোক গাড়ীতে করে একটা আরসিসি পাইপ কাপড়ে ঢেকে নিয়ে আপনার বাড়ীতে এল। অতঃপর খুশী মনে আপনি তাদের রিসিভ করলেন। হঠাৎ লোকগুলি বলে উঠল, পালা পালা! ঐ পুলিশ আসছে'। অতঃপর গাড়ী ছুটল। আপনি হা করে তাকিয়ে থাকলেন। পরে মোবাইলে আপনাকে জানানো হ'ল, আপনি পুলিশকে জানাবেন না। তাহ'লে আর কখনোই এটা পাবেন না'। এরপর থেকে আবারও চলে তাদের একাউন্টে টাকা জমা দেওয়ার খেলা এবং চলে প্রতারণার নিত্য-নতুন প্রতিশ্রুতির ফাঁদ। এভাবেই প্রতারিত হচ্ছে দৈনিক শত শত মানুষ। দেশে প্রশাসনিক দেউলিয়াত্ব এবং ক্রমবর্ধমান বিচারহীনতার সুযোগে এসব প্রতারক চক্র বর্তমানে প্রায় প্রকাশ্যভাবেই তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করে চলেছে। এমনকি নিষিদ্ধ ঘোষিত ডেসটিনিও 'মিস্টার এ' নামে সম্প্রতি আত্মপ্রকাশ করেছে। যাদের এমডি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের রোগী হিসাবে শাহবাগের বিএসএম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় তথা পিজি হাসপাতালের প্রিজন সেলে বসে তার এজেন্টদের সাথে সম্প্রতি ভার্চুয়াল মিটিং করেছে।

ডিজিটাল প্রতারণার আরেকটি ফাঁদ হ'ল 'বিটকয়েন' লেনদেন পদ্ধতি। এটি একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বা গুপ্ত মুদ্রার নাম। সারা পৃথিবীতে প্রায় হাযারেরও উপরে গুপ্তমুদ্রা রয়েছে। যেমন বিটকয়েন, ইথেরিয়াম, লাইটকয়েন, রিপ্‌ল, মোনেরো, ড্যাশ, বাইটকয়েন, ডোজকয়েন ইত্যাদি। তবে এগুলোর মধ্যে বিটকয়েন সবার পূর্বসূরী ও সবচেয়ে পরিচিত। এটি একটি বিকল্প ডিজিটাল মুদ্রা। সরকার বা ব্যাংকগুলি বিটকয়েন ছাপেনা বা নিয়ন্ত্রণ করেনা। কিন্তু কে বা কারা করে, সেটাও অস্পষ্ট। এই মুদ্রার লেনদেনে জালিয়াতি ও প্রতারণার প্রচুর সুযোগ রয়েছে *(দ্র. আত-তাহরীক প্রশ্নোত্তর ১/৪০১, আগস্ট ২০২০)*। ফলে ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে মিসর ও ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে চীন এই লেনদেন নিষিদ্ধ করেছে।

বস্তুতঃ সবকিছুর মূলে রয়েছে লোভ। একদল চতুর মানুষের পাতানো লোভের ফাঁদে পড়ে মানুষ প্রতিনিয়ত সর্বস্ব হারাচ্ছে। লোভ এমনই পাপ যে, লোভীর পতন দেখেও অন্য লোভীরা সাবধান হয়না। আর এজন্যেই বলা হয় 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ষড়রিপু আছে। প্রতিটি রিপুই মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্ট এবং প্রতিটির দক্ষ ব্যবহার কাম্য। যেমন টক-ঝাল-মিষ্টি-লবণ প্রতিটিই প্রয়োজন। কিন্তু অপরিমিত ব্যবহারে প্রতিটিই ক্ষতিকর। ষড়রিপুগুলি ইঞ্জীনে রাখা আগুনের বাক্সের মত। যাকে সর্বদা পাখা দিয়ে বাতাস করতে হয় এবং ড্রাইভার সর্বদা গিয়ার পরিবর্তনের মাধ্যমে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে গাড়ী চালিয়ে থাকেন। দেহের মধ্যে লুক্কায়িত ষড়রিপুর আগুন সমূহের মধ্যে 'লোভ' হ'ল অত্যন্ত মারাত্মক। যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলে যেকোন সময়

[বাকী অংশ ৮ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

পেরেনিয়ালিজম এবং ইসলাম

-প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া*

ভূমিকা :

পেরেনিয়ালিজম (perennialism) বা সর্বধর্ম সমন্বয় মতবাদটি পশ্চিমা একাডেমিয়ার 'ইসলামিক স্টাডিজ'-এর মুসলিম স্কলারদের লেখনী ও বক্তব্যে ক্রমবর্ধমানভাবে প্রকাশ পাচ্ছে এবং তার দ্বারা মুসলিম জনসাধারণ প্রভাবিত হচ্ছে। পেরেনিয়ালিজমের মূল কথা হ'ল পৃথিবীর সব প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর অন্তর্নিহিত সার্বজনীন সত্য (Universal truth) একই এবং প্রতিটি ধর্মের ধর্মীয় জ্ঞান ও মতবাদের ভিত্তি হচ্ছে সেই একক সার্বজনীন সত্য। এছাড়াও প্রতিটি বিশ্বধর্ম এই সার্বজনীন সত্যের এক একটি ব্যাখ্যা। ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রদত্ত সংস্কৃতির মনস্তাত্ত্বিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য ব্যাখ্যাগুলো আবির্ভূত হয়েছে। সরল কথায়, সকল প্রধান বিশ্বধর্মই পবিত্র এবং সব ধর্মই সঠিক পথ-নির্দেশনার দ্বারা চূড়ান্ত পরিত্রাণের দিকে মানুষকে পরিচালিত করে। এই মতবাদের স্বপক্ষে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে এমনকি ইসলামের ধর্মীয় গ্রন্থ পবিত্র কুরআন থেকেও প্রমাণ দেয়া হয়ে থাকে।

পেরেনিয়ালিস্টরা বিভিন্ন বিশ্বধর্মের অতীন্দ্রিয়বাদ বা মরমীবাদ (mysticism)-এর মধ্যেও পেরেনিয়ালিজমের শিক্ষা খুঁজে পান। এমনকি তারা পেরেনিয়ালিজমকে ইসলামের প্রকৃত ঐতিহ্য বলে প্রচার করে থাকেন। এই মতবাদকে ধর্মীয় বিভিন্নতার কারণে উদ্ভূত সহিংসতা, শত্রুতা, ঈর্ষা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্তরিতকরণ প্রচেষ্টাজনিত দ্বন্দ্ব, বর্ণবাদ, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ, পারস্পরিক ঘৃণা, নিজ ধর্মের বাইরের সকলকে জাহান্নামী সাব্যস্ত করার প্রবণতা, মানবজাতিকে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী দুইভাগে বিভক্ত করা জনিত অনৈক্য ইত্যাদির একটি ফলপ্রসূ সমাধান হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়। উপরন্তু এটা মানবতা, বহুত্ববাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সহনশীলতা, ভিন্ন মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, পারস্পরিক সম্মানবোধ, সহাবস্থান, শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য সহায়ক বলে ধারণা করা হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে পেরেনিয়ালিজম মতবাদ এবং এই মতবাদ যে কুরআনী শিক্ষা ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিক্ষার সাথে তথা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।-

পেরেনিয়ালিজম-এর উৎপত্তি :

যতদূর জানা যায় পেরেনিয়ালিজম শব্দটি প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল বিশিষ্ট ইংরেজ লেখক এবং দার্শনিক অল্ডাস হ্যাক্সলি (Aldous Hexley, 1864-1963)-এর লেখা 'দ্যা পেরেনিয়াল ফিলোসফী' (The Perennial Philosophy) বইটিতে (১৯৪৫)। সেখানে হ্যাক্সলি পূর্ব ও পশ্চিমের বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ থেকে নেওয়া বিভিন্ন স্টেটমেন্ট এবং একশ্রেণীর মরমী (mystic) দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন যে, এইসব ধর্মতত্ত্ব এসেছে একটি একক সাধারণ নির্ধারক থেকে। তাই সব ধর্মতত্ত্ব একই পথে মানুষকে আহ্বান করে, যাকে তিনি 'পেরেনিয়াল ফিলোসফী' বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদিও হ্যাক্সলি আনুষ্ঠানিকভাবে পেরেনিয়ালিজম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছেন, তবে এর ধারণাটি ইউরোপীয় রেনেসাঁস বা নবজাগরণ বা আলোকিত (১৪-১৭ শতাব্দী) সময়কালের কিছু কিছু রেনেসাঁস স্কলারদের লেখায় প্রকাশ পেয়েছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মার্সিলিও ফিসিনো (Marsilio Ficino, 1433-1499) এবং জিওভান্নি পিকো ডেলা মিরান্ডোলা (Giovanni Pico della Mirandola, 1463-1494)। এরা প্রিস্কা থিওলজিয়া বা প্রাচীন ধর্মতত্ত্ব নামে একটি ধর্মতত্ত্ব উপস্থাপন করেন এবং সেটিকে ঐতিহ্যবাহী (traditional) ধর্মতত্ত্ব হিসাবে সাব্যস্ত করেন। যার সারকথা হ'ল, একটি একক সত্য ধর্মতত্ত্ব বিদ্যমান, যা সমস্ত ধর্মের অন্তর্নিহিত কথা এবং যা প্রাচীনভাবে ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, আলোকিত (enlightened) যুগ সকল ধর্মকে একটি সাধারণ নৃতাত্ত্বিক থিমের উপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য হিসাবে দেখেছে। যদিও আলোকিত দৃষ্টিভঙ্গি মূলতঃ ঈশ্বরের প্রাসঙ্গিকতাকে অস্বীকার করে সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকেছে। কেননা আলোকিত দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মতত্ত্বসমূহকে মানবতাবাদ ও বাস্তববাদের পরিপন্থী মনে করেছে।

উপরন্তু প্রিস্কা থিওলজিয়ার প্রবর্তকরা মূলতঃ আরও পূর্বেকার দার্শনিক মতামত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। যেমন নিও প্লেটোনিজম (Neoplatonism, ৩য়-৬ষ্ঠ শতাব্দী)-এর 'একক' ধারণা। এই ধারণা মতে, একটি একক থেকে সমস্ত অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে। অনুরূপভাবে হেলেনিসটিক পিরিয়ডের হারমেটিসিজম (Hermeticism, ৩২৩-৩১ খ্রিষ্টপূর্ব) দর্শন যা হার্মিস ট্রিসমেগিস্টাস (Hermes Trismegistus) একটি দার্শনিক ব্যবস্থা হিসাবে উপস্থাপন করেছিলেন। এই দর্শনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হচ্ছে- (১) সবই মন এবং সকল বাস্তবতা হচ্ছে মনের বহিঃপ্রকাশ, (২) আমরা আমাদের চিন্তা ও মনের মধ্যে যা ধারণ করি তা আমাদের বাস্তবতায় পরিণত হয়, (৩) ঈশ্বর হচ্ছে চেতনা এবং মহাবিশ্ব ঈশ্বরের মনের উদ্ভাস এবং (৪) আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত জিনিসগুলি আসলে এক এবং একই রকম, বিভিন্ন মাত্রায়। এছাড়াও রয়েছে ক্যালডিয়ান ওরাকলস (Chaldean Oracles, ৩য়-৬ষ্ঠ শতাব্দী), যা নিওপ্লাটোনিস্ট দার্শনিকদের লেখা আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক গ্রন্থসামগ্রী। এর আধ্যাত্ম তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে, একেবারে অতীত এক দেবতার ক্ষমতা থেকে বুদ্ধি নির্গত হয়। এই বুদ্ধি একদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা করে, অন্যদিকে বস্তুগত সকল অস্তিত্ব সৃষ্টি ও পরিচালনা করে এবং এই দ্বিতীয় ক্ষমতাবলে বুদ্ধি হচ্ছে স্রষ্টা। এই সমস্ত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে ও এগুলিকে সমন্বয় করে

* *প্রফেসর (অবঃ), লুইজিয়ানা টেক ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা; কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি অফ পেট্রোলিয়াম এ্যাণ্ড মিনারেলস্, সঊদীআরব; সুলতান ক্বাবূস ইউনিভার্সিটি, ওমান।*

রেনেসাঁস স্কলাররা উপরোক্ত প্রিস্কা থিওলজিয়া বা প্রাচীন ধর্মতত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন।

আধুনিক কালের পেরেনিয়ালিজম :

বর্তমান সময়ে প্রধানত ওয়েস্টার্ন একাডেমিয়ার 'ইসলামিক স্টাডিজ'-এর অধিকাংশ স্কলার আধুনিক সংস্কারক হিসাবে আবির্ভূত হয়ে পেরেনিয়ালিজম মতবাদকে শুধুমাত্র নতুনভাবে প্রমোট করছেন তা নয়, তারা পবিত্র কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীরকে ব্যবহার করে পেরেনিয়ালিজমকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা বা ইসলামের সাধারণ শিক্ষা হিসাবে দেখাতে চেষ্টা করছেন। এজন্য তারা প্রবন্ধ, বই-পুস্তক, সভা-সম্মেলন, লেকচার সহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে তারা বেশ কিছু যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা করে থাকেন। যেমন :

(১) তারা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোথাও কোথাও ইহূদী ও নাছারাদের তিরস্কার করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 'হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই বহু (ইহূদী) আলেম ও (নাছারা) দরবেশ মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে এবং লোকদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিরত রাখে। বস্তুতঃ যারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে, অথচ তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে তুমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিভোগের সুসংবাদ দাও' *(তওবা ৯/৩৪)*।

আবার তাদের প্রশংসায় বলেন, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ 'তুমি লোকদের মধ্যে মুসলমানদের জন্য সর্বাধিক শত্রু পাবে ইহূদী ও মুশরিকদের। পক্ষান্তরে বন্ধুত্বের সর্বাধিক নিকটবর্তী পাবে ঐ লোকদের যারা নিজেদেরকে বলে নাছারা। কারণ তাদের মধ্যে অনেকে রয়েছে পণ্ডিত ও সংসার বিরাগী এবং তারা নিরহংকার' *(মায়েদাহ ৫/৮২)*।

এমনকি কোন কোন আয়াতে তিনি ইহূদী-নাছারাদেরকে বৈধতা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 'নিশ্চয়ই মুমিন, ইহূদী, নাছারা ও ছাবেঈদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকটে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/৬২)*।

(২) বিশ্বাস ও আমলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইসলামী দলের মধ্যকার ব্যাপক বৈপরীত্য নির্দেশ করে যে, খাঁটি বিশ্বাস এবং আমলে উপনীত হওয়াটা চ্যালেঞ্জিং এবং কম-বেশি ত্রুটিসম্পন্ন বিশ্বাস ও আমল নিয়েই সবাই চলছে। আর সেটা মানুষের সীমাবদ্ধতা। যদি মানুষ আন্তরিকভাবে আল্লাহ্র আনুগত্য অর্জনের চেষ্টায় থাকে তবে আল্লাহ্র কাছে বিশ্বাস ও আমলের ত্রুটিগুলি মার্জনীয় হবে। একই ধারায় ইসলাম বহির্ভূত অন্যান্য ধর্মের বিশ্বাস ও আমলেও যে ত্রুটি আছে, হয়তো সেসব ত্রুটি আরও বড় ত্রুটি যেগুলি তাদের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটের আলোকে উদ্ভূত হয়েছে। তাই তারাও যদি তাদের নিজ নিজ ধর্মের পথ অবলম্বন করে আন্তরিকভাবে আল্লাহ্র আনুগত্য করার চেষ্টায় থাকে তবে তারাও আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় হবে।

(৩) তারা নিজেদেরকে ইসলামের প্রকৃত মধ্যপন্থী দল হিসাবে মনে করে, যারা সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহ্র আনুগত্যের পথে নিয়ে যেতে চায় এবং এটাকেই তারা ইসলামের মূল শিক্ষা বা সূচনাকালের অবস্থান বলে মনে করে। যারা শুধু নিজেদের বিশ্বাসের ধরণ ও আমলকেই চূড়ান্ত ও সঠিক মনে করে এবং অন্য সবাইকে অবিশ্বাসী, বিভ্রান্ত বা পথচ্যুত মনে করে। পেরেনিয়ালিস্টরা তাদেরকে খারেজী বা বর্জনকারী (exclusivists) বলে থাকে এবং এদেরকে প্রান্তিক বা চরমপন্থী মনে করে। আর যারা প্রধান বিশ্ব ধর্মের বাইরেও অন্য সব ধরনের মতবাদকে গ্রহণযোগ্য মনে করে, কোন মতবাদকেই পরিত্যাগ করে না, তাদেরকে পেরেনিয়ালিস্টরা অন্তর্ভুক্তিবাদী (inclusivists) বলে এবং তাদেরকেও চরমপন্থী মনে করে। (৪) পেরেনিয়ালিস্টরা অতীতের বিভিন্ন মুসলিম চিন্তাবিদদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলে থাকেন যে, তারাও পেরেনিয়ালিজমের প্রবক্তা ছিলেন। যেমন ইমাম মুহাম্মাদ আল-গাযালী (১০৫৮-১১১১ খৃ., ইরান), ইবনু 'আরাবী (১১৬৫-১২৪০ খৃ., স্পেন), এবং জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ রূমী (১২০৭-১২৭৩ খৃ., ইরান)।

(৫) পেরেনিয়ালিস্টদের বক্তব্য, ইসলাম হ'ল আনুগত্য বা নতি স্বীকার (submission)। যেকোন প্রধান বিশ্বধর্মের পথ ধরে আল্লাহ্র আনুগত্য বা নতি স্বীকার অর্জনের চেষ্টা করলে তা আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

(৬) তারা মনে করে পেরেনিয়ালিজম ইসলামের মূল ধারায় ফিরে আসলে ইসলামোফোবিয়ার (ইসলামের প্রতি আতঙ্ক) যে জোয়ার পৃথিবীতে বইছে সেটা দূরীভূত হবে।

(৭) নিওকনজারভেটিভস (Neoconservatives), জায়নিস্ট (Zionist) ইহূদী, খ্রিস্টান মৌলবাদী বা অন্যান্য ধর্মের মৌলবাদী, উগ্র বর্ণবাদী গ্রুপ প্রমুখ যেভাবে ইসলামকে আধুনিকতা বিরোধী, ধর্মান্ধতা, জঙ্গীবাদ, বর্ণবাদ, মৌলবাদ,

শান্তির প্রতি হুমকি ইত্যাদি অভিযোগের সাথে সম্পৃক্ত করছে, তা থেকে পেরেনিয়ালিজম ইসলামকে মুক্ত করবে এবং আধুনিক মানুষের চিন্তা-চেতনার সাথে (যা প্রধানত ইউরোপিয়ান আলোকিত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত এবং যেখানে ধর্মকে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করা হয়েছে) ইসলাম অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। অল্প কথায় পেরেনিয়ালিজম মতবাদের প্রবক্তাদের প্রচেষ্টা কেবলমাত্র ইউনিভার্সিটির ছাত্র, শিক্ষক এবং সুশীল সমাজকে নয়, বরং সাধারণ মুসলমান ও অমুসলিমদেরকেও প্রভাবিত করছে। এক্ষণে পেরেনিয়ালিজম কেন ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সে বিষয়ে আলোচিত হ'ল।-

পেরেনিয়ালিজম বনাম ইসলাম :

পেরেনিয়ালিস্টরা পবিত্র কুরআনের যে আয়াতটিকে পেরেনিয়ালিজমের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করে সেটি হচ্ছে, 'নিশ্চয়ই যারা মুমিন হয়েছে এবং ইহূদী, নাছারা ও ছাবেঈদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রভুর নিকটে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/৬২)*।

এছাড়াও পেরেনিয়ালিস্টরা আরও কিছু আয়াত প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করে। যেমন আল্লাহর বাণী, 'যারা তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কৃত হয়েছে এজন্য যে, তারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। বস্তুতঃ আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহ'লে (খৃষ্টানদের) উপাসনা কক্ষ, বড় গীর্জা সমূহ, (ইহূদীদের) উপাসনালয় ও (মুসলমানদের) মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত; যেখানে আল্লাহর নাম অধিকহারে স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহা পরাক্রান্ত' *(হজ্জ ২২/৪০)*।

এই আয়াতগুলিকে একক বা বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ করে এর ব্যাখ্যায় বলা হয় যে-

(১) প্রত্যেক প্রধান বিশ্বধর্ম এক একটি সত্য ধর্ম এবং প্রতিটি বিশ্বধর্ম তার অনুসারীদের সৎপথে পরিচালিত করে।

(২) কেবলমাত্র মুসলিমরা নয়, প্রতিটি প্রধান ধর্মের অনুসারীরা বিচার দিবসে পরিত্রাণ পাবে।

(৩) প্রতিটি প্রধান ধর্মের অনুসারীরা বিশ্বাসী (believers)।

(৪) বিশ্বাসগত এবং আমলগত ত্রুটি কম-বেশী সব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই আছে এবং সেসব ত্রুটি আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন।

(৫) আল্লাহই বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি বিশ্বের অধিকাংশ মানুষকে অনন্তকালের জন্য জাহান্নামে দিতে পারেন না। আর সেটা আল্লাহর মর্যাদার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

(৬) প্রতিটি প্রধান ধর্মের অনুসারীরা একই সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করে।

পেরেনিয়ালিস্টরা কুরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহ এককভাবে ব্যাখ্যা করে তাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাই আয়াতগুলির সঠিক অর্থ তারা করতে পারেননি। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, কুরআনের একটি আয়াতকে ব্যাখ্যা করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে সেই আয়াতের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আয়াত দ্বারা ব্যাখ্যা করা। তা না হলে, আয়াতটির সাথে সংশ্লিষ্ট ছহীহ হাদীছ দ্বারা ব্যাখ্যা করা। সাথে সাথে আয়াতটি কোন প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছিল, সে বিষয়ে ছাহাবীগণের বক্তব্য বিবেচনায় নেওয়া *(ঐ, মুক্বাদ্দামা)*। বিদ্বানদের অভিমত হ'ল, কুরআনের মূল বিষয়বস্তু একটি এবং তা হ'ল মানবজাতিকে আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে পরিচালিত করা। কেননা আল্লাহ বলেন, 'আর আমি জিন ও ইনসানকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*।

এই মূল বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন হুকুম-আহকাম, সুসংবাদ, শাস্তি ও বিভিন্ন কাহিনী ইত্যাদির অবতারণা করা হয়েছে। তাই কুরআনের আয়াতসমূহ পরস্পর সম্পর্কিত। কোন একটি আয়াতকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে তার সঠিক অর্থ বোধগম্য নাও হ'তে পারে বা বিভ্রান্তিকর অর্থ উঠে আসতে পারে। উদাহরণস্বরূপ নিওকনজারভেটিভস, জায়নিস্ট ইহূদী, খ্রিস্টান মৌলবাদী প্রমুখরা ইসলামকে জঙ্গীবাদী, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি প্রমাণ করার জন্য কুরআনের বিভিন্ন আয়াতকে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করে। যেমন আল্লাহ্র বাণী, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহূদী-নাছারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা তাদের মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(মায়েদাহ ৫/৫১)*। এছাড়াও আল্লাহর বলেন, 'হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। আর ওটা হ'ল নিকৃষ্ট ঠিকানা' *(তওবা ৯/৭৩)*।

একজন সাধারণ নিরপেক্ষ ও মানবতাবাদী মানুষ যদি উপরের দু'টি আয়াত এককভাবে পড়ে, তবে তার মনে হ'তেই পারে যে, সমালোচকদের কথা সঠিক। অর্থাৎ কুরআন জঙ্গীবাদ, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির পৃষ্ঠপোষকতা করে। কিন্তু যখন কুরআনের তাফসীর করার মূলনীতি অনুসরণ করে এই আয়াতগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য আয়াতের আলোকে উপরের দু'টি আয়াতকে বিশ্লেষণ করা হবে, তখন নিন্দুকদের অভিযোগগুলি ভুল প্রমাণিত হবে। যেমন এর সংশ্লিষ্ট একটি আয়াত হচ্ছে 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের কারণে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে ও

তোমাদের বহিষ্কারে সাহায্য করেছে। বস্তুতঃ তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে, তারাই যালেম' *(মুমতাহিনা ৬০/৮-৯)*।

এখন এই আয়াতের আলোকে যখন উপরের দু'টি আয়াত (*মায়েদাহ ৫/৫১; তওবা ৯/৭৩*) ব্যাখ্যা করা হবে, তখন সেগুলিকে আর জঙ্গীবাদ, মৌলবাদ বা সাম্প্রদায়িকতার সমর্থক বলার কোন সুযোগ থাকবে না। পেরেনিয়ালিস্টরা কুরআনের যেসব আয়াতকে পেরেনিয়ালিজমের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করে তা সব বিচ্ছিন্নভাবে নেওয়া এবং কুরআনের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যাকৃত নয়, নিম্নের আলোচনায় তা বুঝা যাবে ইনশাআল্লাহ।-

প্রথমতঃ পেরেনিয়ালিস্টদের উত্থাপিত সূরা বাক্বারাহ্র ৬২ আয়াতের বিভিন্ন তাফসীর থেকে জানা যায়, নাজাত পাওয়ার কারণ মুসলমান, ইহূদী, নাছারা বা ছাবেঈ হওয়া নয়। মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনা এবং সৎকর্ম করা। এখন প্রশ্ন হ'ল, আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান এবং সৎকাজের ধরণ বা স্বরূপ কেমন হবে?

ব্যাপারটা কি এমন যে, যে যার ইচ্ছামত ঠিক করে নিবে- কিভাবে সে আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনবে এবং কোনটি সৎকর্ম সেটা ঠিক করে নিবে? তাহ'লে তো ব্যাপারটা হবে নৈরাজ্যকর। আল্লাহ মানবজাতিকে এরকম অরাজক অবস্থায় ফেলে দিতে পারেন না। তাই আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তাঁদের মাধ্যমে আসমানী কিতাব পাঠিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ তাঁদের কিতাবের মাধ্যমে ও তাঁদের সুন্নাতের মাধ্যমে নিজ নিজ উম্মতকে দেখিয়েছেন বা শিখিয়েছেন যে, কিভাবে আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং কোন কাজ সৎ কাজ হিসাবে গণ্য হবে। যেহেতু রাসূল (ছাঃ) হ'লেন শেষ নবী এবং কুরআন হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে প্রেরিত আল্লাহ্র শেষ কিতাব, তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উম্মত অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আগমন করবে তারা সবাই কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনবে এবং সৎ কর্ম করবে, যার আর কোন বিকল্প আল্লাহ দেননি।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তাঁর প্রতি এবং ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে তা বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে বলে দিয়েছেন, কোন কোন কাজ সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্র পরিচয়, সত্তা, নাম ও গুণাবলী কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ও সূরায় বিবৃত হয়েছে। যেমন সূরা ইখলাছ, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি। একইভাবে ক্বিয়ামত দিবস ও সৎকাজের বর্ণনা পুরো কুরআনব্যাপী ছড়িয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস। কারণ আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান এবং যাবতীয় সৎকাজের বিবরণ মানবজাতির কাছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাধ্যমেই এসেছে। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনার বিষয়টাকে আল্লাহ বিভিন্ন আয়াতে ব্যাখ্যা করেছেন যেমন- 'তোমরা বল যে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহ্র উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি তার উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের বংশধরগণের প্রতি এবং যা দেওয়া হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা দেওয়া হয়েছে নবীগণকে তাদের পালনকর্তার পক্ষ হ'তে, সে সবের উপর। আমরা তাদের কারু মধ্যে পার্থক্য করি না। আর আমরা সকলে তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী'। 'অতএব যদি তারা বিশ্বাস স্থাপন করে যেরূপ তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তাহ'লে তারা সুপথপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা নিশ্চয়ই যিদের মধ্যে রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ'। 'তোমরা আল্লাহ্র রং (অর্থাৎ আল্লাহ্র দ্বীন) কবুল কর। আর আল্লাহ্র রং-য়ের চাইতে উত্তম রং কার হ'তে পারে? আর আমরা তাঁরই ইবাদতকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৩৬-১৩৮)*।

এই আয়াতগুলি থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার জন্য রাসূল (ছাঃ) ও তার প্রতি প্রেরিত অহী এবং অন্যান্য সকল নবী-রাসূল ও তাদের কাছে প্রেরিত সকল অহীর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব এবং আবশ্যকতা আল্লাহ বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন- وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ- فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 'আর যখন আল্লাহ নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিলেন এই মর্মে যে, আমি তোমাদের কিতাব ও হিকমত যা দান করেছি, এরপরে যদি কোন রাসূল আসেন, যিনি তোমাদেরকে প্রদত্ত কিতাবের সত্যায়ন করবেন, তাহ'লে অবশ্যই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি এতে স্বীকৃতি দিচ্ছ এবং তোমাদের স্বীকৃতির উপর আমার অঙ্গীকার নিচ্ছ? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তাহ'লে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে অন্যতম সাক্ষী রইলাম। অতঃপর যারা উক্ত অঙ্গীকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা হ'ল নাফরমান' *(আলে-ইমরান ৩/৮১-৮২)*।

এই আয়াতে দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী নবীদের নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনার ও তাকে সাহায্য করার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং যারা তা করবে না তাদেরকে নাফরমান বলেছেন। কুরআনের বিভিন্ন তাফসীর অনুযায়ী এই অঙ্গীকারের ঘটনা রূহের জগতে সংঘটিত হয়েছিল। এই অঙ্গীকার রক্ষার্থে পূর্ববর্তী নবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন, স্ব স্ব উম্মতকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খবর জানিয়েছিলেন এবং

তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছিলেন। অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাব বা অহীর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খবর জানিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ্র বাণী, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ '(স্মরণ কর,) যখন মারিয়াম-পুত্র ঈসা বলেছিল, হে ইস্রাঈল বংশীয়গণ! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল। আমার পূর্বে প্রেরিত তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং এমন একজন রাসূলের সুসংবাদ দানকারী, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, যার নাম 'আহমাদ'। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল, এটি প্রকাশ্য জাদু' *(ছফ ৬১/৬)*।

এই আয়াতে দেখা যাচ্ছে ঈসা (আঃ) তাঁর উম্মতকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খবর জানিয়ে ছিলেন এবং ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত অনুসারীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীগণ তাদের স্ব স্ব নবীদের কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খবর জেনেছেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সূরা বাক্বারাহর ৬২ আয়াতে যেসব ইহূদী, নাছারা ও ছাবেঈদের কথা বলা হয়েছে, তারা তাদের স্ব স্ব নবীদের প্রতি এবং নবীদের কাছে প্রেরিত অহীর প্রতি ঈমান এনেছিল এবং সেই সূত্র ধরে আল্লাহ্র প্রতি ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং সৎকর্ম করেছিল। এমনকি তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিও ঈমান এনেছিল। কেননা প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা জানিয়েছিলেন। সেজন্য তারা নাজাতপ্রাপ্ত হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। তারা ইহূদী, নাছারা বা ছাবেঈ নামে পরিচিত ছিল বলে নাজাতপ্রাপ্ত হয়েছে, সেটা নয়। অর্থাৎ উক্ত আয়াত দ্বারা ইহূদী, নাছারা, ছাবেঈ বা এ জাতীয় অন্য কোন বিশ্বধর্মকে বৈধতা দেওয়া সঠিক নয়।

দ্বিতীয়তঃ কুরআনের কোন আয়াতের তাফসীর করার আরেকটি মূলনীতি হচ্ছে, আয়াতটি কোন প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছিল সে বিষয়ে ছাহাবীগণের বক্তব্য বিবেচনায় নেওয়া। সূরা বাক্বারাহর উক্ত আয়াত সম্পর্কে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (মৃ. ১৫০৫ খৃ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আদ-দুর্রুল মানছূর ফিত তাফসীর বিল-মা'ছূর-এ উল্লেখ করেন যে, উক্ত আয়াতটি সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে সালমান ফারেসী (রাঃ) বিভিন্ন ধর্মীয় যেমন ইহূদী, নাছারা ও ছাবেঈ আলেমদের সান্নিধ্যে থেকেছেন এবং তারা সালমান (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন তাদের স্ব স্ব গ্রন্থ অনুযায়ী। বুঝা গেল যে, ঐ সমস্ত ইহূদী, নাছারা ও ছাবেঈগণ যাদের কথা সালমান (রাঃ) উল্লেখ করেছেন, তারা তাদের স্ব স্ব নবীদের প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং সেই সূত্রে রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন ও তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। ফলশ্রুতিতে তারা আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতিও ঈমান এনেছিলেন এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছিলেন। তাই সালমান (রাঃ) যখন রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে ঐ সমস্ত ইহূদী, নাছারা ও ছাবেঈদের বিশ্বাস ও উপাসনার ধরণ সম্বন্ধে জানালেন এবং জানতে চাইলেন তাদের পরিণতি সম্পর্কে, তখন আল্লাহ সূরা বাক্বারাহ্র ৬২ আয়াতটি নাযিল করলেন'।

সুতরাং উক্ত আয়াতটিকে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে পেরেনিয়ালিস্টরা যে ইহূদী, নাছারা, ছাবেঈ বা অন্যান্য বিশ্বধর্মকে বৈধতা দিয়ে থাকে তা বিভ্রান্তিকর। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, নাজাত পাওয়ার কারণ ইহূদী, নাছারা বা ছাবেঈ হওয়া নয়, বরং সঠিক বিশ্বাসে উপনীত হওয়া যথা নবীগণ ও তাঁদের কাছে প্রেরিত অহীর প্রতি বিশ্বাস, রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস এবং তদনুযায়ী আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন এবং সৎকাজ করা।

তৃতীয়তঃ উপরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমনের পূর্বে ইহূদী, নাছারা, ছাবেঈ বা অন্যান্য বিশ্বধর্মের অনুসারীদের মধ্য থেকে কারা বিশ্বাসী বলে পরিগণিত হবে সে ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। এবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমনের পর হ'তে অদ্যাবধি বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে কারা বিশ্বাসী বলে গণ্য হবে তা খতিয়ে দেখা হবে। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় আলেম মাওলানা বুলন্দশাহরীর (১৯২৫-২০০২ খৃ.) লিখিত বই 'মরণ কে বাদ কিয়া হো গা'-তে বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ঘটনাটি হল, ভারতের এক মুসলিম আলেম বলতেন যে, ইসলামের সব বিধি-বিধান যৌক্তিক। কেবলমাত্র স্ত্রী মিলনের পর গোসল করার বিধান ছাড়া। কেননা বাথরুম করার পর যেভাবে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অঙ্গ ধৌত করলেই হয়, অনুরূপভাবে স্ত্রী মিলনের পর কেবলমাত্র ব্যবহৃত অঙ্গ ধৌত করতে পারলেই উত্তম হ'ত। সেই আলেম মারা যাওয়ার পর তাঁকে দাফন করা হ'ল। ভুলবশতঃ কোন মূল্যবান বস্তু কবরে রেখে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। তাই কবরটা আবার খুঁড়তে হ'ল। কবর খুঁড়ে সকলেই বিস্মিত। কেননা সেখানে সেই আলেমের লাশের পরিবর্তে এক খ্রিষ্টান মহিলার লাশ। অতঃপর সেই মহিলাকে যে খ্রিষ্টান কবরে দাফন করা হয়েছিল, সেই কবরটি খোঁড়া হ'ল এবং সেখানে উক্ত আলেমের লাশ পাওয়া গেল। অনুসন্ধান করে জানা গেল যে, সেই খৃষ্টান মহিলাটি বলতেন যে, কুরআন সত্য এবং ইসলামের সব বিধি-বিধান যৌক্তিক'।

এই ঘটনাটি ইঙ্গিত করে যে মহিলাটি বাহ্যিকভাবে খ্রিষ্টান হ'লেও কুরআন এবং ইসলামের বিধি-বিধানের প্রতি বিশ্বাসী ছিল, তাই হয়ত সে বিশ্বাসী হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছে। অন্যদিকে মুসলিম আলেমটি বাহ্যিকভাবে ঈমানদার হ'লেও ইসলামের একটি বিধানকে (যা কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত) অস্বীকার করার কারণে হয়ত অবিশ্বাসী হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছে। *(চলবে)*

সেলস ম্যানেজার আবশ্যক

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক গবেষণা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর বই বিক্রয় বিভাগের জন্য একজন অভিজ্ঞ সেলস ম্যানেজার আবশ্যক।

যোগ্যতা : (১) স্নাতক/ফাযিল/দাওরায়ে হাদীছ পাস। (২) বই বিপনন ও মার্কেটিং-এ অভিজ্ঞতা (৩) কম্পিউটার-ইন্টারনেট সম্পর্কে ধারণা (৪) দ্বীনী মানসিকতা ও আমানতদারিতা।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সচিব বরাবরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আগামী ৩০শে নভেম্বর ২০২১-এর মধ্যে আবেদন করার অনুরোধ রইল।

যোগাযোগ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, পো. সপুরা, রাজশাহী।

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১। মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২, ই-মেইল : tahreek@ymail.com

দারুল হাদীছ আস-সালাফী মাদরাসা

গুটিরডাঙ্গার হাট, পোঃ কালুপাড়া, বদরগঞ্জ, রংপুর

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী-এর অধিভুক্ত একটি আদর্শ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

শিশু শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত এবং হিফয ও কিতাব বিভাগে ভর্তি চলছে

আবাসিক/অনাবাসিক/ডে-কেয়ার

ফরম বিতরণ

১লা ডিসেম্বর-২৯শে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত

ভর্তি পরীক্ষা : ৩০শে ডিসেম্বর ২০২১ইং

ক্লাস শুরু : ৫ই জানুয়ারী ২০২২ইং

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন :

০১৭২১-৪৫৮২২৮, ০১৩১০-১৫৫১৮৭।

বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিয়া তাহফীযুল কুরআন মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা

২০২২ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে

আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষাদান ও তদনুযায়ী আমল পূর্বক ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি অর্জন।

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য

১. **ভর্তি ফরম বিতরণ :** ১লা ডিসেম্বর হ'তে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২১ইং পর্যন্ত।
২. **ভর্তি পরীক্ষা :** ২রা জানুয়ারী ২০২২ইং
৩. **ক্লাস শুরু** : ০৯ জানুয়ারী ২০২২ইং

শর্তাবলী

১. প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণবিধি পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
২. নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভর্তি হ'তে হবে।
৩. প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত বোর্ডিং ও ব্যবস্থাপনা ফি পরিশোধ করতে হবে।

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক / অনাবাসিক)

বালক শাখা : নূরানী (মক্তব), হেফয ও কিতাব বিভাগে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত
বালিকা শাখা : নূরানী (মক্তব), হেফয ও কিতাব বিভাগে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান।
২. শিক্ষার্থীদের ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
৩. বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
৪ উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
৫. আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা তত্ত্বাবধান।
৬. স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থা।
৭. নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।
৮. মাদ্রাসার গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়নের সুব্যবস্থা।
৯. মক্তব বিভাগে অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা সুন্দর লেখা শিখানো হয়।
১০. ছাত্রদের মেধা বিকাশের জন্য সাপ্তাহিক 'সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক' অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।
১১. প্রত্যহ মাগরিব ছালাতের পর থেকে এশা পর্যন্ত নৈশ কোচিং-এর ব্যবস্থা।

যোগাযোগ : বৃ-কুষ্টিয়া, শাজাহানপুর, বগুড়া। বি-ব্লক ক্যান্টনমেন্ট হ'তে অর্ধ কিলোমিটার পূর্ব দিকে করতোয়া নদীর পূর্বপার্শ্বে

মোবাইল : অফিস ০১৭৬৭-৩৩৫৫৮৯, মুহতামিম : ০১৭৩৬-৭৫৩৭৪০।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

মানুষ খাদে পড়ে ধ্বংস হবে। মুমিন বান্দারা আল্লাহ্র ভয়ে নিজেকে সংযত রাখেন। কিন্তু ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ভয় যখন থাকেনা, তখন মানুষ বেপরোয়া হয়ে যায়। দ্রুত মাল ও মর্যাদার লোভে সে যা খুশী তাই করে।

আল্লাহ বলেন, (১) 'তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা মাত্র। আর আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে মহা পুরস্কার' *(তাগাবুন ৬৪/১৫)*। তিনি বলেন, (২) 'তারা কি ধারণা করে যে, আমরা তাদেরকে সাহায্য করছি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে'। 'এবং (এর দ্বারা) তাদেরকে দ্রুত কল্যাণের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? বরং ওরা (আসল তত্ত্ব) বুঝে না' *(মুমিনূন ২৩/৫৫-৫৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, (১) 'প্রত্যেক উম্মতের জন্য ফিৎনা রয়েছে। আর আমার উম্মতের ফিৎনা হ'ল মাল' *(তিরমিযী হা/২৩৩৬)*। তিনি বলেন, (২) দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগপালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া অত বেশী ধ্বংসকর নয়, যত না বেশী ধ্বংসকর মাল ও মর্যাদার লোভ মানুষের দ্বীনের জন্য *(তিরমিযী হা/২৩৭৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, (৩) 'আমি তোমাদের দরিদ্রতাকে ভয় পাই না। বরং তোমাদের স্বচ্ছলতাকে অধিক ভয় পাই। তোমরা দুনিয়া অর্জনে মেতে উঠবে, অতঃপর দুনিয়া তোমাদের ধ্বংস করে দিবে। যেমন তা বিগত যুগের উম্মতকে ধ্বংস করেছে' *(বুখারী মুসলিম মিশকাত হা/৫১৬৩)*। তিনি বলেন, (৪) এমন একটি যামানা আসছে, যখন মানুষ তোয়াক্কাই করবে না যে, বস্তুটি হারাম না হালাল *(বুখারী হা/২০৮৩)*। তিনি বলেন, (৫) 'অভাবগ্রস্ত মুসলমানরা ধনীদের পাঁচশ' বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(তিরমিযী হা/২৩৫৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, (৬) 'ঐ ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম কবুল করেছে এবং তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ তাকে যে রিযিক দিয়েছেন, তাতেই তিনি তাকে সন্তুষ্ট রেখেছেন' *(মুসলিম হা/১০৫৪; মিশকাত হা/৫১৬৫)*। আল্লাহ আমাদেরকে লোভ দমন করে অধিকহারে পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ের তাওফীক দান করুন- আমীন! *(স.স.)*।

তাহরীকে জিহাদ : আহলেহাদীছ ও আহনাফ

*মূল (উর্দূ): হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ**

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

রেশমী রুমাল আন্দোলন

কিছুক্ষণের জন্য যদি মেনে নেওয়া হয় যে, শামেলীর প্রকৃত ঘটনা তাই যা বর্তমান কালের দেওবন্দী লেখকরা প্রমাণের চেষ্টা করছেন, তাহলেও এ প্রশ্ন থেকে যায় যে, শামেলীর সীমিত পরিসরের ঘটনার পর দেওবন্দের মুরব্বীরা এই জিহাদ আন্দোলনকে কিভাবে জীবিত রেখেছিলেন? এ পথের কোন কোন কষ্টই বা দেওবন্দবাসীদের সইতে হয়েছে? কোন সে কর্মকাণ্ড যা থেকে জানা যাবে যে, বাস্তবিকই দেওবন্দের উল্লেখিত বুযর্গগণ জিহাদের এ পতাকাকে ঠিক সেভাবেই ধরে রেখেছিলেন, যেভাবে তারা ১৮৫৭ সালের জিহাদে তা উঁচিয়ে ধরেছিলেন? বাস্তবতা তো এই যে, সব রকম মনগড়া ইতিহাস রচনা করা সত্ত্বেও দেওবন্দী লেখকরা তার বিবরণ দিতে সক্ষম হননি।[১] وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا 'যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৮৮)*।

অবশ্য অর্ধ শতাব্দীর বেশী সময় (১৮৫৭-১৯১৪) পেরিয়ে যাওয়ার পর 'রেশমী রুমাল' নামে একটি আন্দোলনের খোঁজ পাওয়া যায়, ১৯১৪ সালের পর যা শায়খুল হিন্দ শুরু করেছিলেন। এর ভিত্তিতে এ কথা বলা হয় যে, মাওলানা মাহমূদ হাসান, মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী ও অন্য ৮ জন গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং প্রায় চার বছর মাল্টায় বন্দী থাকেন। এর বিবরণ মাওলানা মাদানী মরহূম 'আসীরে মাল্টা' বা 'মাল্টার বন্দী' নামক বইয়ে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বলা হয় যে, হিন্দুস্থানে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তুরস্কের ওছমানী খিলাফত ও অন্যদের সাহায্য নিয়ে ইংরেজদের এ দেশ থেকে বিতাড়িত করা ছিল এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে মাওলানা মাহমূদ হাসান মরহূম রেশমী রুমালে কিছু যরূরী নির্দেশনা দিয়ে কতিপয় ব্যক্তিকে তুরস্ক, হেজায প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করেন। কিন্তু গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়ায় গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যায় এবং সে রেশমী রুমাল গভর্ণমেন্টের হাতে চলে যায়। ফলে মাওলানা মাহমূদ হাসান, মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী ও অন্যদের গ্রেফতার করা হয়।

সত্য এই যে, এ আন্দোলনের আসল রহস্য এখন পর্যন্ত উন্মোচিত হয়নি। ফলে তার প্রকৃত রূপরেখা এখন জানা প্রায় অসম্ভব। তবে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত তার মূল ডকুমেন্টস্-এর উর্দূ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত সকল তথ্য-উপাত্ত 'তাহরীকে শায়খুল হিন্দ' নামক বইয়ে সংকলন করা হয়েছে। বইটি লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা ঐ বইয়ের আলোকে আমাদের অধ্যয়নের ফলাফল নীচে তুলে ধরছি।-

১. এ আন্দোলনও ছিল কয়েকজন ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনার ফসল মাত্র। যার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদকে বলা হয়েছে। আর শায়খুল হিন্দকে তাদের দ্বারা প্রভাবিত ও তাদের একজন কর্মী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২] কিন্তু দেওবন্দী লেখকগণ শায়খুল হিন্দকেই এর প্রতিষ্ঠাতা বলে সাব্যস্ত করেন। প্রতিষ্ঠাতা যেই হৌন না কেন, তাতে সকল দেওবন্দী আলেমের সমর্থন ছিল না। এজন্যই ইংরেজ ডকুমেন্টস্-এ শায়খুল হিন্দ, মাওলানা মাদানী, মাওলানা আযীয গুল ও মাওলানা সিন্ধী ছাড়া দেওবন্দী মুরব্বীদের অন্য কারো নাম পাওয়া যায় না।

২. এ আন্দোলনের পূর্বে দেওবন্দ মাদ্রাসায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনের প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'তাহরীকে শায়খুল হিন্দ' বইয়ের নিম্নের বর্ণনায় এ কথার সমর্থন মেলে।-

'দারুল উলূম দেওবন্দ'-এর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানূতুভী ও মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার পিছনে যে আসল উদ্দেশ্য ও মূল লক্ষ্য ছিল তা বাস্তবায়নে দেওবন্দের তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যে কেবল শায়খুল হিন্দই তৎপর হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের প্রদর্শিত ও রেখে যাওয়া রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করায় চাহিদা মতো দ্রুত ফল লাভের আশা করা সম্ভব নয়'।[৩]

এ কথায় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে যে, দেওবন্দ ঘরানার মধ্যে শায়খুল হিন্দই এক্ষেত্রে প্রথম কর্মতৎপর হয়েছিলেন। এজন্যই কাঙ্খিত ফল লাভের আশা ছিল না।

এছাড়া উক্ত গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে, 'এই আন্দোলন চলাকালে মাদ্রাসার মুহতামিম (অধ্যক্ষ) ছাহেব রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। এমনকি তিনি ইউপির গভর্ণরকে দাওয়াত করে দারুল উলূম দেওবন্দে এনে তাকে মানপত্র প্রদান করেন। এই যোগাযোগের ফলশ্রুতিতে হাফেয ছাহেবকে (হাফেয মুহাম্মাদ আহমাদ, মুহতামিম, দারুল উলূম দেওবন্দ) 'শামসুল ওলামা' উপাধি প্রদান করা হয়'।[৪]

যেন আন্দোলন চলাকালীন সময়েও দেওবন্দের অন্যান্য মুরব্বীগণ এ আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিপরীতে ইংরেজ সরকারের

---

* *পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শারঈ আদালতের আজীবন উপদেষ্টা, প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম, লেখক ও গবেষক; সাবেক সম্পাদক, সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম, লাহোর, পাকিস্তান।*

** *ঝিনাইদহ।*

১. *বরং তার বিপরীতে ইংরেজ সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্যের প্রমাণ ১৮৭৫ সালে মিস্টার পামার প্রদত্ত রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়, যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এছাড়া শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান কর্তৃক ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত পার্টি 'জমঈয়াতুল আনছার'-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসাবে যেসব প্রস্তাব মঞ্জুর করা হয়েছিল, তন্মধ্যে একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে, 'বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য এমন ছোট ছোট পুস্তিকা বেশী বেশী প্রকাশ করতে হবে যাতে ইসলামী আক্বায়েদ শিক্ষাদান, আর্য সম্প্রদায়ের প্রশ্নের উত্তরদান এবং সরকারের প্রতি আনুগত্যের বার্তা মেলে' (মুফতী আযীযুর রহমান, তাযকেরায়ে শায়খুল হিন্দ, পৃ. ১৭২, ইদারায়ে মাদানী দারুত তালীফ, বিজনৌর, ভারত)।*

২. *তাহরীকে শায়খুল হিন্দ, পৃ. ১৮।*

৩. *প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।*

৪. *প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।*

আনুগত্যের নীতিতে অটল ছিলেন। মাওলানা মাহমূদ হাসানের নিকট আন্দোলনের এক সদস্যের লেখা পত্রে এ বিষয়ে অভিযোগও লক্ষণীয়। যেখানে তিনি লিখেছেন,

مالکانِ مدرسہ سرکار کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. نمائش کے دربار میں شرکت کا فخر بھی نصیب ہونے لگا-

'মাদ্রাসার কর্তা ব্যক্তিগণ সরকারের খেদমতে ব্যস্ত। প্রদর্শনীর দরবারে চেহারা প্রদর্শনের গৌরবও জুটছে'।[৫]

ডকুমেন্টস্-এ নিম্নোক্ত ভাষায় দেওবন্দ মাদ্রাসা ও তার তৎকালীন মুহতামিম সম্পর্কে বলা হয়েছে,

'মাদ্রাসা' দ্বারা এখানে দেওবন্দের আরবী মাদ্রাসার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেটি সাহারানপুর যেলার দেওবন্দে অবস্থিত। ... মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হলেন শামসুল ওলামা মৌলভী হাফেয মুহাম্মাদ আহমাদ, যিনি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা (মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানূতুভী)-এর পুত্র। তিনি একজন অনুগত ও ভদ্রলোক'।[৬]

৩. মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী মরহূম 'নক্বশে হায়াত' (জীবনচিত্র) বইয়ে উল্লেখিত বাস্তবতার এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যৌক্তিক ও কৌশলগত কারণে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ইংরেজ সরকারের সাথে এহেন ভক্তিপূর্ণ ও আনুগত্যশীল আচরণ করতেন, যাতে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মাদ্রাসার কোন ক্ষতি সাধন করা না হয়। কিন্তু এ ব্যাখ্যা প্রথমত বাস্তবের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। বাস্তব তো এই যে, দেওবন্দের মুরব্বীদের বেশীর ভাগই শিক্ষাদানের সাথে জড়িত ছিলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তৎপর জামা'আত ও গোষ্ঠীগুলির সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তার প্রমাণ 'তাহরীকে শায়খুল হিন্দ' বইয়ের নিম্নের ডকুমেন্টস্ থেকেও পাওয়া যায় :

'মাদ্রাসা দারুল উলূম দেওবন্দে বিদ্রোহের সূচনা হয় ওবায়দুল্লাহ থেকে। ইনি ছিলেন শিখ সম্প্রদায় থেকে আগত নওমুসলিম। তিনি ১৮৮১-১৮৮৯ সাল পর্যন্ত মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করেন। ইংরেজ বিরোধী জোশ সৃষ্টির মানসে ১৯০৯ সালে তিনি মাদ্রাসার শিক্ষক হয়ে আসেন। ১৯১৩ সালে 'বিদেশী পণ্য বর্জন' আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার কারণে তাকে মাদ্রাসা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিন্তু এ সময়কালের মধ্যেই তিনি প্রধান শিক্ষক মাহমূদ হাসানকে তার সমমতাদর্শী বানিয়ে ফেলেন'।[৭]

মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানীও স্বীকার করেছেন যে, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে বের করে দেওয়ার মূল কারণ ইউপির গভর্ণর মেস্টিনের দারুল উলূম দেওবন্দে আগমন এবং মুহতামিম ছাহেবের 'শামসুল ওলামা' উপাধি লাভ'।[৮]

যেন ইংরেজ সরকারের প্রতি মাদ্রাসার আনুগত্য প্রমাণের জন্য মাওলানা সিন্ধী মরহূমকে দারুল উলূম দেওবন্দের অধ্যাপনার পদ থেকে অপসারণ করা হয়। কেননা তিনিই সেখানে এসে সবার আগে সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য ছড়িয়ে দিতে শুরু করেন। অনন্তর 'তাহরীকে শায়খুল হিন্দ'-এ আছে যে, এ ধরনের আপত্তিকর বক্তব্যের কারণে মাদ্রাসার পরিচালক সুযোগ বুঝে মৌলভী ওবায়দুল্লাহকে তলব করেন এবং কঠোর ভাষায় তাকে তিরস্কার করেন।[৯]

রাজনীতি থেকে দেওবন্দ মাদ্রাসার সম্পর্কহীনতার আরো বিবরণ লক্ষ্য করুন :

'মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেমের পুত্র শামসুল ওলামা হাফেয মুহাম্মাদ আহমাদের সতর্ক তত্ত্বাবধানে দেওবন্দ মাদ্রাসা বিগত বহু বছর ধরে রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্রগণ আধুনিক রাজনীতি ও বাইরের বিষয়াদি নিয়ে খুব অল্পই মাথা ঘামাতেন অথবা মোটেও মাথা ঘামাতেন না। ওবায়দুল্লাহ্র আগমনের পর এবং তার প্রভাবে মাদ্রাসার রং পাল্টে যেতে শুরু করে'।[১০]

এসব উদ্ধৃতি থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীই প্রথম ব্যক্তি যিনি দারুল উলূম দেওবন্দে ইংরেজ সরকারের বিরোধিতার পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করেন। নতুবা তার আগে দারুল উলূম রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। সেকারণ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে তাকে মাদ্রাসা থেকে বের করে দিতে হয়। যাতে ইংরেজ সরকারের প্রতি মাদ্রাসার আনুগত্য ব্যাহত না হয়।

৪. এ আন্দোলন নির্ভেজাল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল না; বরং তাদের লক্ষ্য ছিল ইংরেজ সরকারের স্থলে একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা। এ কারণেই তাতে শিখ ও বিপ্লবী হিন্দুরাও শামিল ছিল।[১১]

এর অর্থ দাঁড়াল যে, এটি একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আন্দোলন, যা জিহাদ আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা জিহাদ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল নির্ভেজাল ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করা। অবশ্য এ আন্দোলনের উদ্যোক্তারা জিহাদ আন্দোলনে সক্রিয় মুজাহিদদের সাহায্য-সহযোগিতাও লাভ করেছিলেন। সেটি একটি স্বতন্ত্র বিষয়। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন বলে মুজাহিদরা তাদের সহযোগিতা করেছিলেন। সত্য বলতে কি রেশমী রুমাল আন্দোলনের যতটুকু চর্চা হয়েছিল তার মূল প্রেরণা ছিল প্রায় পৌনে এক শতাব্দী যাবৎ দেশব্যাপী চলমান ইংরেজদের বিরুদ্ধে ওহাবীদের জিহাদ আন্দোলন। ইংরেজ বিরোধিতার এই পরিবেশ ও জাযবা রেশমী রুমাল আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছিল এবং এর প্রতিষ্ঠাতারাও তা থেকে পুরো ফায়েদা হাছিল করেছিলেন। নতুবা শুধু দেওবন্দী ঘরানা ও দেওবন্দ মাদ্রাসার সাথে জড়িতরা যে এ আন্দোলনে বেশী কিছু তৎপরতা দেখাবে তেমন কোন আশা ছিল না।

---

৫. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮।*
৬. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০।*
৭. *প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।*
৮. *নক্বশে হায়াত ২/২৪০ পৃ., টীকা দ্র.।*
৯. *তাহরীকে শায়খুল হিন্দ, পৃ. ২৬১-২৬২।*
১০. *প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২ দ্রষ্টব্য।*
১১. *বিস্তারিত জানতে নক্বশে হায়াত ২/২৩৮-২৪০ পৃ.।*

প্রসঙ্গত ইংরেজ ডকুমেন্টস্-এ মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী ও তার কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তিনি তার ষড়যন্ত্রে ওহাবী আন্দোলনের কার্যকর মেশিনারী মৌলভী শ্রেণীর উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং ইসলামী ঐক্যের হেফাযতকারীদের রাজনৈতিক সামর্থ্য ও মর্মবেদনা একীভূত করেছিলেন'।[১২]

৫. এ আন্দোলনে ওহাবী মুজাহিদীন তথা আহলেহাদীছ আলেমগণও পুরোমাত্রায় শরীক ছিলেন। ডকুমেন্টস্-এ এ কথার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। উদাহরণস্বরূপ নীচের ব্যক্তিবর্গের নাম ডকুমেন্টস্-এ পাওয়া যায়।

(১) মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী। ডকুমেন্টস্-এ তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'বিখ্যাত ও অত্যন্ত প্রভাবশালী গোঁড়া ওহাবী মুবাল্লেগ। হিন্দুস্থানে সফর করেন এবং ওহাবীদের জালসা সমূহে বিভিন্ন ফিরকার সাথে বিতর্কে অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য রাখেন। যাফর আলীর কট্টর সহযোগী, ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর সাথী এবং মৌলভী আব্দুর রহীম ওরফে বশীরের সঙ্গী। ত্রিপলী যুদ্ধ, বলকান যুদ্ধ ও কানপুর মসজিদের ঘটনায় শিয়ালকোটে তিনি রীতিমত অশান্তি সৃষ্টি ও শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন'।

(২) মাওলানা আব্দুল আযীয রহীমাবাদী (হুসনুল বায়ান ফীমা ফী সীরাতিন নু'মান গ্রন্থের লেখক)।

(৩) মৌলভী আব্দুল হক, মৌলভী মুহাম্মাদ গাওছ (লাহোর)-এর পুত্র। ডকুমেন্টস্-এ বলা হয়েছে, ইনি মৌলভী আব্দুর রহীম ওরফে মৌলভী বশীরের শ্যালক ও কট্টর ওহাবী ছিলেন।

(৪) মুজাহিদ বাহিনীর উপপ্রধান মাওলানা আব্দুল করীম।

(৫) আব্দুল খালেক, সরদার বাহাদুর মুহাম্মাদ আমীন খাঁর পুত্র, নিবাস আযীমাবাদ।

(৬) হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী। ডকুমেন্টস্-এ তাকে 'প্রসিদ্ধ ওহাবী মৌলভী' বলা হয়েছে।

(৭) আব্দুল্লাহ শেখ (শিয়ালকোট)। তাকে মৌলভী আব্দুর রহীম ওরফে মৌলভী বশীর ও মাওলানা ফযলে এলাহী ওয়াযীরাবাদীর নিকটতম সাথী বলা হয়েছে।

(৮ ও ৯) আব্দুল লতীফ ও আব্দুল মজীদ। এ দু'জনকে জিহাদী দলের নেতা বলা হয়েছে।

(১০) মাওলানা আব্দুল ক্বাদের ক্বাছূরী (মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ক্বাছূরীর পিতা)।

(১১) মাওলানা সাইয়িদ আব্দুস সালাম ফারূকী। প্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ, দিল্লীর ফারূকী প্রেসের মালিক।

(১২) মাওলানা আব্দুর রহীম (শহীদ) ওরফে মৌলভী মুহাম্মাদ বশীর ওরফে মুহাম্মাদ নাযীর। লাহোরের চীনাওয়ালী মসজিদের সাবেক ইমাম মৌলভী রহীম বখশের পুত্র। তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'ওহাবীদের বই-পুস্তক বিক্রেতা, অত্যন্ত গোঁড়া ও আবেগী, জিহাদ আন্দোলনের অত্যন্ত সক্রিয় একজন সদস্য'।

(১৩) মৌলভী আব্দুর রহীম আযীমাবাদী। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ইনি বিহার ও উড়িষ্যার একজন বিশিষ্ট ওহাবী। তার পূর্বসূরী নেতা আহমাদুল্লাহ যাকে ১৮৬৫ সালে ওহাবীদের মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। জানা যায়, আহমাদুল্লাহ ছাহেব যে বংশের লোক তিনিও সেই বংশের লোক।

(১৪) আমীরুল মুজাহিদীন মাওলানা ফযলে এলাহী ওয়াযীরাবাদী। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ওহাবী মৌলভী, অত্যন্ত গোঁড়া এবং এ প্রদেশে জিহাদ আন্দোলনের একজন ভয়ংকর নেতা। যেই তার সাথে মিলিত হ'ত তার মধ্যেই তিনি জিহাদের চেতনা জাগ্রত করতেন। তিনি ওয়াযীরাবাদের এক মসজিদে মাযহাবী তরীকায় দরস প্রদানকারী হাফেয আব্দুল মান্নানের শিষ্যদের বিপদগামী করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন'।

(১৫) মাওলানা মুহিউদ্দীন ক্বাছূরী ওরফে বরকত আলী বি.এ। মাওলানা আব্দুল ক্বাদের ক্বাছূরীর ছেলে এবং মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ক্বাছূরীর ভাই।

(১৬) মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ক্বাছূরী। তাকে এই ষড়যন্ত্রের সক্রিয় নেতা বলা হয়েছে।

(১৭) মুহাম্মাদ আসলাম। ইনি পেশাওয়ারের কিস্সাখানী বাজারের একজন আতর ব্যবসায়ী এবং সীমান্ত এলাকার মৌলভী আব্দুর রহীম ওরফে বশীর, ফযল মাহমূদ ও অন্যান্য মুজাহিদদের সহযোদ্ধা।

(১৮) মুহাম্মাদ এলাহী (মাওলানা ফযলে এলাহী ওয়াযীরাবাদীর ভাই)। ডকুমেন্টস্-এ তাকে 'আহমাদী' অর্থাৎ মির্যায়ী বা কাদিয়ানী বলা হয়েছে। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। তিনি আহলেহাদীছ পরিবারের সন্তান এবং আহলেহাদীছ ছিলেন।

(১৯) নাযীর আহমাদ কাতেব। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ইনি ওয়াযীরাবাদের বিখ্যাত ওহাবী মৌলভী হাফেয আব্দুল মান্নানের ছাত্র। তারই মাধ্যমে মৌলভী ফযলে এলাহী খিরাদী (ওয়াযীরাবাদী)-র সাথে তার পরিচয় হয়, যিনি তার মধ্যে জিহাদের জায্বা সৃষ্টি করেন। পরবর্তীতে সে ওহাবী হয়ে যায়'।

(২০) রশীদুল্লাহ, পীর ঝাণ্ডাওয়ালা। বিখ্যাত সিন্ধী পীর। সাং গোঠ, তহশীল (থানা) হালা।

(২১) মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী। তার সম্পর্কে ডকুমেন্টস্-এ বলা হয়েছে, 'আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ, পাঞ্জাবের সভাপতি। হিন্দুস্থানে সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ ওহাবী'।

(২২) মৌলভী ওলী মুহাম্মাদ ফতূহীওয়ালা ওরফে মৌলভী মূসা। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'অত্যন্ত গোঁড়া ওহাবী মৌলভী, যিনি জোর তৎপরতার সাথে জিহাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রচারে এবং এতদুদ্দেশ্যে অর্থ ও লোক যোগাড়ে ব্যস্ত থাকেন'।

(২৩) নওয়াব যমীরুদ্দীন আহমাদ। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ইনিই সম্ভবত ওহাবী মৌলভী নওয়াব যমীরুদ্দীন আহমাদ, যিনি দিল্লীতে যমীর মির্যা নামে পরিচিত। তিনি নওয়াব লোহারুর ভাই। ১৯১৬ সাল পর্যন্ত তিনি

১২. *তাহরীকে শায়খুল হিন্দ, পৃ. ২৩৯।*

আহলেহাদীছ কনফারেন্স-এর সভাপতি ছিলেন। পরে অসুস্থতাজনিত কারণে ইস্তফা দেন'।[১৩]

নামের এই বিবরণী থেকে পরিষ্কার যে, রেশমী রুমাল আন্দোলনে আহলেহাদীছ মনীষীগণ সমানভাবে শরীক ছিলেন। তাই এ আন্দোলনকে নির্ভেজাল দেওবন্দী আন্দোলন প্রমাণের চেষ্টা ভুল। অথচ দেওবন্দী লেখকগণের নীতি এটাই চলে আসছে। এমনকি মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী পর্যন্ত তার স্বরচিত আত্মজীবনী গ্রন্থ 'নক্বশে হায়াত'-এ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের যে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছেন তাতে উল্লেখিত আহলেহাদীছ মনীষীদের একজনের নামও উল্লেখ করেননি। শুধু নিজের ঘরানার লোকদের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উক্ত মূল ডকুমেন্টস্ প্রকাশিত হওয়ার পর এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, এ আন্দোলনেও আহলেহাদীছ আলেমগণ পুরোপুরি শামিল ছিলেন। শুধু তাই নয়, তারা এতটাই খাঁটি ও দৃঢ় মন নিয়ে আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন যে, আন্দোলনের কোন পর্যায়েই তারা গোপনীয়তা ফাঁস করেননি, যেখানে দেওবন্দী মনীষীগণের অনেকেই দৃঢ়তা ও অবিচলতার প্রমাণ দিতে পারেননি। উদাহরণস্বরূপ ডকুমেন্টস্-এ ১৩ জন লক্ষ্যচ্যুত ব্যক্তির নাম আছে যারা আন্দোলনের ক্ষতি করেছেন এবং ইংরেজ সিআইডি-কে তথ্য সরবরাহ করেছেন। এমনকি শায়খুল হিন্দের অত্যন্ত আস্থাভাজন ও হেজায সফরকালীন সময়ে তার স্থলাভিষিক্ত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরীর মতো ব্যক্তিও শেষ পর্যন্ত অবিচল থাকতে পারেননি। তিনি ইংরেজের সামনে আন্দোলন সংক্রান্ত দায়ের করা সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং কিছু অভিযোগ সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।[১৪]

গোলাম রসূল মেহেরও ঐসব কথা স্বীকার করেছেন যা আমরা বর্ণনা করেছি। মেহের লিখেছেন, 'শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী স্বাধীনতার জন্য যে আন্দোলন দাঁড় করিয়েছিলেন যদিও জামা'আতে মুজাহিদীনের সাথে সরাসরি তার যোগাযোগ ছিল না, তবুও দু'টি আন্দোলনের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ছিল। উভয়ের সংকল্পধারা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) ও সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহঃ)-তে এসে মিলিত হয়েছিল। উভয়ের লক্ষ্যে বিশেষ ধরণের ঐক্য ছিল। উভয় দলই মুসলমানদের মাথা উঁচু করা এবং হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা অর্জনে সচেষ্ট ছিল। ...তারপরও প্রকাশ যে, শায়খুল হিন্দের নিযুক্ত কর্মীরা প্রয়োজন মুহূর্তে জামা'আতে মুজাহিদীন-এর নিকট থেকে সাহায্য নিতেন। দুই জামা'আতের কর্মীদের যেখানে এক পরিমণ্ডলে কাজ করার সুযোগ মিলেছে সেখানে তারা এক সাথে মিলেমিশে কাজ করেছেন'।[১৫]

যাহোক, এ আন্দোলন নিরেট দেওবন্দী আন্দোলন ছিল না; বরং তার আগে ওহাবী আলেমদের নেতৃত্বে ইংরেজ বিরোধী যে আন্দোলন চলছিল তার লোকজনও এতে শরীক ছিলেন এবং ওহাবী আলেম ও মুজাহিদগণও এই আন্দোলনে পুরো সহযোগিতা করেছিলেন।

৬. এ আন্দোলন দেওবন্দীদের নিজেদেরই দুর্বলতার কারণে কার্যকর কোন ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি। কয়েকজন তো প্রথম থেকেই আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। এরূপ লক্ষ্যচ্যুত ১৩ জনের নাম 'তাহরীকে শায়খুল হিন্দ' গ্রন্থেও উল্লেখ করা হয়েছে। কোন আন্দোলন সফল করতে হ'লে যে ধরনের দৃঢ়তা ও অবিচলতা দেখানো দরকার দেওবন্দী আলেমগণ তা দেখাতে আগাগোড়াই ব্যর্থ ছিলেন। খোদ মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী যেসব পরস্পর বিরোধী বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তা অবিচল ও দৃঢ়চিত্তদের মান থেকে অনেক নীচে। 'আসীরে মাল্টা' গ্রন্থে তিনি পুরো নিশ্চয়তা ও নির্ভরতার সঙ্গে বলেছেন যে, হযরত শায়খুল হিন্দ না গালিব পাশা, আনোয়ার পাশা ও জামাল পাশার সাথে দেখা করেছেন, না তার পক্ষে এমন কোন সুযোগ ছিল। কিন্তু তার 'নক্বশে হায়াত' গ্রন্থে তিনি এক একটি নকশার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এবং সেই সাথে তার এরূপ গা বাঁচানো কর্মপদ্ধতির বৈধতার দু'টি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।

এক. সাংকেতিক উত্তর প্রদান- যার দু'টো অর্থ হবে, বক্তা নিবেন দ্বিতীয় অর্থ আর শ্রোতা বুঝবেন প্রথম অর্থ। তিনি বলেছেন, এরূপভাবে কথা বলা মিথ্যা নয় এবং এমন ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তা জায়েয।

গোলাম রসূল মেহের মাওলানা মাদানীর এই ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'সাংকেতিক উত্তর' প্রসঙ্গে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ সম্পর্কে যখন মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানীর মতো একজন সম্মানিত আলেম বৈধতার ফৎওয়া দেন তখন আমার মতো অল্প-স্বল্প জানা মানুষের বলার আর কি থাকতে পারে? তারপরেও পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই যে, তার উক্ত কথায় মন তৃপ্ত নয়। আত্মরক্ষার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বনের কথা তিনি বলেছেন, তা-ই যদি কবুল করা হয় তাহ'লে মুজাহিদসুলভ কর্মকাণ্ড ও সেজন্য ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে বলে বুঝতে হবে। একই সঙ্গে এ কথাও মেনে নিতে হবে যে, শরী'আতে আযীমত বা অনড় ও অবিচল বিষয় বলে কিছু নেই। যা আছে তা শুধু ছাড় আর ছাড়। মূল লক্ষ্য পূরণে এমনভাবে কাজ করব যে, গায়ে একটু আঘাতও লাগবে না, আঘাত লাগার সম্ভাবনা দেখা দিলে লক্ষ্যের কপালে যা হয় হোক, আমি আগে জান বাঁচাব। লক্ষ্য পূরণের এমন ধ্যান-ধারণা যতক্ষণ পর্যন্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠাসমূহ থেকে অনড় ও অবিচলতার সকল ঘটনা ধুয়ে-মুছে ফেলা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মন কিভাবে তা মেনে নিতে পারে? যা মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী বলেছেন'।[১৬]

---

১৩. *তাহরীকে শায়খুল হিন্দ, উদ্ধৃতির ক্রমানুযায়ী পৃষ্ঠা নং ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৯৬, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪১৯, ৪৪৭, ৪৫০, ৪৫২, ৪৬৫, ৪৭০, ৪৭৫, ৪৮২, ৪৮৫।*

১৪. *নক্বশে হায়াত ২/২০৪ পৃ.।*

১৫. *সারগুযাশ্‌তে মুজাহিদীন, ৯ম অধ্যায়, পৃ. ৫৫২।*

১৬. *সারগুযাশ্‌তে মুজাহিদীন, পৃ. ৫৬২।*

কিন্তু এ লেখকের মতে, বিষয় শুধু আযীমত ও রুখছত কেন্দ্রিক নয়, বরং তাতে ইতিহাস বিকৃতিরও কিছু বিষয় আছে। দেওবন্দের ছোট-বড় সবাই দেশের মুক্তির জন্য ভুল-শুদ্ধ সব রকম আন্দোলনের সমস্ত কৃতিত্ব যেভাবে দেওবন্দী মুরব্বীদের দেওয়ার চেষ্টা শুরু করছেন, তাতে এ ধরনের পরস্পর বিরোধী কথা শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিতে তারা প্রকৃত অবস্থা থেকে দূরের নানা ব্যাখ্যার সাহায্য নিতে বাধ্য, যা ইতিহাস বিকৃতি ছাড়া সম্ভব নয়।

যাহোক, কথা হচ্ছিল যে, আন্দোলনে শামিল দেওবন্দী বুযর্গদের কর্মপদ্ধতির দরুন আন্দোলন ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়। যদিও দ্বীনী আন্দোলনে বাহ্যিক সফলতা-অসফলতার কোন গুরুত্ব নেই। দ্বীনী আন্দোলনের কাজের ভিত্তি খালেছ নিয়ত এবং সঠিক কর্মপদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। যদি কোন আন্দোলনে এগুলি মওজুদ থাকে তাহ'লে বাহ্যিক অসফলতা সত্ত্বেও তা সফল। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে বাহ্যিক সফলতা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার নিকট তা সফল বিবেচিত হবে না।

হযরত শায়খুল হিন্দ ও অন্যদের নিয়ত নিশ্চয়ই সঠিক হবে, কিন্তু আন্দোলনের সফলতার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন এবং যে ধরনের কর্মীর দরকার ছিল তা এই আন্দোলনে জোটেনি। দেওবন্দী মুরব্বীদের অধিকাংশই এ আন্দোলন থেকে বিমুখ ছিলেন। অল্পকিছু যারা শরীক হয়েছিলেন তারা (রাজনীতির ময়দানের) বিদ্যা-বুদ্ধি ও কর্মকাণ্ডে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে গোলাম রসূল মেহের মরহূম লিখছেন, 'হযরত মরহূম শায়খুল হিন্দ যে উদ্দীপনা, সততা, সাহসিকতা ও ভক্তি সহকারে কাজ করেছেন সে বিষয়ে এ অধম যার কিনা এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেই সে কি-ইবা বলতে পারে। তবে এটা সুস্পষ্ট যে, মূল পরিকল্পনা যে অবস্থার ভিতর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত প্রতিকূল। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিন্তা-ভাবনার সুযোগ তাতে মোটেও মেলেনি। যেহেতু পুরো পরিকল্পনা একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে তৈরি হয়েছিল এজন্য তার কোন দিকই স্থায়ী হয়নি। হযরতের কর্মীবাহিনীও কাজকর্মে, বিদ্যায়-মাহাত্ম্যে, তাক্বওয়া-পরহেযগারিতায়, পরার্থপরতায়-আত্মত্যাগে এবং সাহসিকতা ও নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দানে নিজের তুলনা নিজেই ছিলেন। এদের কারো ইসলামী উদ্দীপনা ও আযাদীর স্পৃহা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যও নিস্তেজ হয়নি। কিন্তু আমি শত আদব সহকারে এ কথা বলার অনুমতি চাইছি যে, যে সকল কাজে এই মনীষীরা নিজেদের নিযুক্ত করেছিলেন তা সব দিক দিয়ে তাদের উপযোগী ছিল না। যে জেনারেল বিপদসংকুল স্থানে সৈনিকদের নেতৃত্ব দানের হিম্মত রাখেন, রাজনৈতিক ময়দানেও তিনি যে একই রকম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন তা যরূরী নয়'।[১৭]

৭. আন্দোলনের দিনগুলিতেও দারুল উলূম দেওবন্দ সমষ্টিগতভাবে আন্দোলন থেকে শুধু আলাদাই ছিল না; বরং আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিপরীতে ইংরেজ সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রমাণে ব্যস্ত ছিল। যার বিবরণ ইতিপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। যার পরিষ্কার অর্থ দেওবন্দের মুরব্বীগণ এ আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এ কারণেই শায়খুল হিন্দ, মাওলানা মাদানী ও আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অন্যদের যখন গ্রেফতার করা হয় তখনও দারুল উলূম দেওবন্দে তার কোন আঁচড় পড়েনি এবং সেখানে ধর-পাকড়ের কোন বালাই দেখা যায়নি। এ আন্দোলনকে বরং কিছু লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে করা হয়। এমন যদি না হ'ত তাহ'লে নিশ্চিতরূপে দারুল উলূমের দায়িত্বশীলদের ইংরেজ সরকারের নৃশংসতার হাত থেকে বাঁচা কস্মিনকালেও সম্ভব ছিল না।

তাছাড়া শায়খুল হিন্দ ও অন্যদের গ্রেফতারের পর দেওবন্দের আলেমগণ যে পথ-পন্থা অবলম্বন করেন তাতে তো একথা পরিষ্কারভাবে সামনে এসে যায় যে, সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির সাথে দেওবন্দের আলেমদের কোন সম্পর্ক ছিল না এবং রাজনীতি থেকে তারা সম্পূর্ণ আলাদা ছিলেন। গ্রেফতারের পর দেওবন্দের আলেমগণ শায়খুল হিন্দ ও অন্যদের মুক্তির জন্য যে প্রচেষ্টা চালান তাতে তারা তিনটি বিষয় বিশেষভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পান।

এক. শায়খুল হিন্দকে ভুল তথ্যের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দুই. দেওবন্দী আলেমদের মতো তিনিও রাজনৈতিক জটিলতা থেকে দূরে ছিলেন।

তিন. দেওবন্দী আলেমদের জামা'আত সম্পূর্ণ নীরব জামা'আত এবং রাজনীতির সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন। এ ধরনের আন্দোলন সমূহের সাথে তাদের মোটেও কোন সংযোগ নেই।

১৯১৭ সালের নভেম্বরে দেওবন্দের আলেমগণ এ প্রসঙ্গে ইংরেজ গভর্ণরের নিকট সম্মিলিতভাবে যে দরখাস্ত পেশ করেন তাতে উক্ত তিনটি বিষয় গুরুত্বের সাথে এবং বার বার বলা হয়েছে।

আমরা পুরো দরখাস্ত এবং দেওবন্দের মাসিক 'আর-রশীদ' পত্রিকায় সম্পাদকীয় নোট নামে যে ভূমিকা প্রকাশিত হয়েছিল তার অনুলিপি এখানে উদ্ধৃত করছি। যে যুগে জিহাদ আন্দোলনের ওহাবী মুজাহিদগণ ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে জান কুরবান করছিল সে যুগে দেওবন্দের আলেমদের রাজনৈতিক অবদানের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও মুজাহিদসুলভ কর্মকাণ্ডের চৌহদ্দী কতদূর কি ছিল, এ দরখাস্তের আলোকে যে কেউ তা দেখতে পাবেন। যার ঢাক-ঢোল এখন খুব জোরেশোরে পিটানো হচ্ছে। *(দরখাস্তের পুরো কপি 'আর-রশীদ' পত্রিকা, দেওবন্দের সম্পাদকীয় নোটসহ পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে দ্রষ্টব্য)*

[ক্রমশঃ]

১৭. *সারগুযাশ্তে মুজাহিদীন, পৃ. ৫৬১।*

চুল ও দাড়িতে কালো খেযাব ব্যবহারের বিধান

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*

ভূমিকা :

চিরসবুজ-সজীব যৌবনে উদ্দীপ্ত থাকতে চায় প্রতিটি মানুষ। কিন্তু মানুষের জন্য এটি অসাধ্য ও অসম্ভব। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবর্তন আসে তারুণ্যে-যৌবনে। প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য উঁকিঝুঁকি দেয় ক্রমে ক্রমে। ঘনকালো চুলের রং বদলাতে থাকে ধীরে ধীরে। একটি-দু'টি করে সাদা হ'তে থাকে মাথার কেশগুচ্ছ। বার্ধক্য মুমিনকে পরকাল সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়। মুমিন তখন পরকালীন প্রস্তুতি গ্রহণে আরো বেশী অগ্রগামী হয়। এছাড়া বার্ধক্যের কারণে চুল সাদা হ'লে প্রভূত নেকী অর্জিত হয়, গুনাহ মাফ হয় এবং পরকালে নূর প্রাপ্তির মাধ্যম হয়।

ইসলামী শরী'আতে সাদা চুলে মেহেদী বা কাতাম ঘাস দ্বারা খেযাব লাগানোর ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছে, যা চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ هَذَا الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ، 'তোমরা যে সকল বস্তু দ্বারা বার্ধক্যের শুভ্রতাকে পরিবর্তন করে থাক, তন্মধ্যে মেহেদী এবং কাতাম সর্বোত্তম'।[১] তবে সাদা চুলে কালো খেযাব ব্যবহার করা যাবে না। কারণ এ ব্যাপারে শরী'আতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

কালো খেযাব ব্যবহারের শারঈ বিধান :

শরী'আতে কালো খেযাব ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম থেকে অনেক নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

(১) আবুবকর (রাঃ)-এর পিতা আবু কুহাফার চুল ও দাড়ি কাশফুলের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল। মক্কা বিজয়ের দিন তাকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আনা হ'লে তিনি তাকে মেহেদী ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তবে সতর্ক করে বলেন, غَيِّرُوْا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، 'একে একটা কিছু দিয়ে পরিবর্তন করে দাও, তবে কালো রং থেকে বিরত থাকবে'।[২]

(২) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, غَيِّرُوْا الشَّيْبَ وَلاَ تُقَرِّبُوهُ السَّوَادَ، 'তোমরা শুভ্রতাকে পরিবর্তন কর। তবে কালো খেযাবের ধারে কাছে যাবে না'।[৩]

(৩) আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, كُنَّا يَوْمًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ الْيَهُودُ، فَرَآهُمْ بِيضَ اللِّحَى، فَقَالَ: مَا لَكُمْ لَا تُغَيِّرُونَ؟ فَقِيلَ: إِنَّهُمْ يَكْرَهُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكِنَّكُمْ غَيِّرُوا، وَإِيَّايَ وَالسَّوَادَ 'আমরা একদা রাসূল (ছাঃ)-এর পাশে বসা ছিলাম। এমন সময় একদল ইহুদী তাঁর নিকট প্রবেশ করল। তিনি তাদের সাদা দাড়ি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন একে পরিবর্তন করো না? বলা হ'ল, তারা এটা অপসন্দ করে। নবী করীম (ছাঃ) তখন বললেন, তোমরা শুভ্রতাকে পরিবর্তন করবে। তবে অবশ্যই কালো খেযাব ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকবে'।[৪]

কালো খেযাব ব্যবহারের শাস্তি :

কালো খেযাব ব্যবহার করা সাধারণ কোন নিষেধ নয়। বরং এটা এমন পাপ যার জন্য ব্যবহারকারী জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ، كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيْحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، 'শেষ যামানায় এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কবুতরের বক্ষের ন্যায় কালো খেযাব ব্যবহার করবে। ফলে তারা জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না'।[৫]

কালো খেযাব ব্যবহারকারীদের দিকে আল্লাহ দৃষ্টি দিবেন না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُسَوِّدُوْنَ أَشْعَارَهُمْ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ- 'শেষ যামানায় এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা তাদের চুলসমূহে কালো খেযাব ব্যবহার করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না'।[৬]

তাবেঈ সাঈদ ইবনু জুবায়েরকে কালো খেযাব ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি তা অপসন্দ করেন। তিনি বলেন, يَكْسُو اللَّهُ الْعَبْدَ فِي وَجْهِهِ النُّورَ، ثُمَّ يُطْفِئُهُ بِالسَّوَادِ! 'আল্লাহ তা'আলা বান্দার চেহারায় নূর পরিধান করাবেন। অতঃপর কালো খেযাব ব্যবহার করার কারণে তা নির্বাপিত করে দেওয়া হবে!'[৭]

কালো খেযাব ব্যবহার বৈধ হওয়ার পক্ষে বর্ণিত দলীলগুলোর পর্যালোচনা :

একদল বিদ্বান কিছু যঈফ হাদীছ ও আছারের উপর ভিত্তি করে কালো খেযাব ব্যবহার করাকে জায়েয মনে করেন, যা সঠিক নয়। এক্ষণে কালো খেযাব ব্যবহারের পক্ষে উপস্থাপিত দলীলগুলোর পর্যালোচনা পেশ করা হ'ল-

১-عَنْ صُهَيْبٍ الْخَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا السَّوَادُ، وَأَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ، وَأَرْهَبُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ-

---

* নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

১. আবূদাঊদ হা/৪২০৫; আহমাদ হা/২১৩৪৫; ছহীহাহ হা/১৫০৯।
২. মুসলিম হা/২১০২; মিশকাত হা/৪৪২৪; ছহীহাহ হা/৪৯৬।
৩. আহমাদ হা/১৩৬১৩; ছহীহুল জামে' হা/৪১৬৯।
৪. ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/১৪২; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৮৭৮৯; আলবানী, তামামুল মিন্নাহ পৃ. ৮৬; জিলবাব পৃ. ১৯১, হাদীছ ছহীহ।
৫. আবূদাঊদ হা/৪২১২; মিশকাত হা/৪৪৫২; ছহীহুত তারগীব হা/২০৯৭।
৬. ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৩৮০৩; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৮৭৯৩, সনদ জাইয়েদ; তামামুল মিন্নাহ পৃ. ৮৬।
৭. ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫০৩২, সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব আবূ মুহাম্মাদ উসামা বিন ইবরাহীম।

www.at-tahreek.com

১. ‘ছুহায়ব আল-খায়ের (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা যা দিয়ে চুল রঙ্গিন করো তার মধ্যে এই কালো খেযাব খুবই উত্তম। তাতে তোমাদের প্রতি নারীদের আকর্ষণ আছে এবং জিহাদে তা তোমাদের শত্রুদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করে’।[৮]

পর্যালোচনা : উক্ত হাদীছের সনদে দু’জন দুর্বল রাবী রয়েছে। আব্দুল হামীদ বিন ছায়ফী ও দেফা‘ বিন দাগফাল সাদূসী। শায়খ আলবানী (রহঃ) এই হাদীছের সনদকে যঈফ ও মতনকে মুনকার বলেছেন। কারণ তা ছহীহ হাদীছের সরাসরি বিরোধী।[৯] উপরোক্ত যঈফ হাদীছের ভিত্তিতে কোন কোন বিদ্বান জিহাদের ময়দানে দাড়িতে কালো খেযাব ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু হাদীছটিই যখন যঈফ তখন উক্ত বর্ণনা থেকে কোন প্রকারের দলীল গ্রহণের সুযোগ নেই।

২. আবুল বুখতারী (রহঃ) বলেন, أَن عمر بن الْخطاب كَانَ يَأْمر بالخضاب بالسَّوَادِ، وَيَقُول : هُوَ أسكن للزَّوْجَة، وأهيب فِي الْعَدو، ‘ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) কালো খেযাব ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দিতেন এবং তিনি বলতেন, এটি স্ত্রীর জন্য প্রশান্তিময় এবং শত্রুদের ক্ষেত্রে ভীতি সঞ্চারকারী’।[১০]

পর্যালোচনা : উক্ত আছারের সনদে হারেছ বিন ওমর নামে একজন মাজহূল রাবী রয়েছে।[১১] এছাড়া আবুল বুখতারীর জীবনী খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে তিনি সম্ভবত আত-ত্বাঈ। তিনি ছিক্বাহ রাবী হ’লেও তিনি ওমর থেকে উক্ত বক্তব্য সরাসরি শুনেননি।[১২]

৩. ইবনু আবিল মুলায়কা (রহঃ) বলেন, أَنَّ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان كَانَ يخضب بالسَّوَادِ، ‘নিশ্চয়ই ওছমান বিন আফফান (রাঃ) কালো খেযাব ব্যবহার করতেন’।[১৩]

পর্যালোচনা : উক্ত আছারের সনদ মুরসাল ও মুনকাতে‘। ইবনু আবিল মুলায়কাহ ওছমান (রাঃ)-কে দেখেননি বা তার কথা শুনেননি। কারণ তাদের মাঝে ৮২ বছরের ব্যবধান ছিল।[১৪] তাছাড়া তাতে বাশীর বিন শু‘বা নামে একজন মাজহূল রাবী রয়েছে।[১৫] উপরন্তু ওছমান বিন আফফান (রাঃ)-এর হলুদ মেহেদী ব্যবহারের ব্যাপারে ছহীহ সনদে আছার বর্ণিত হয়েছে।[১৬]

٤- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ-

৪. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব (রহঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা‘দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) কালো খেযাব ব্যবহার করতেন।[১৭]

পর্যালোচনা : উক্ত আছারের সনদে সুলাইম বিন মুসলিম নামে একজন অপরিচিত রাবী রয়েছে। এছাড়াও আছারটি অন্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানেও রুশদায়েন বিন সা‘দ নামে যঈফ রাবী রয়েছে।[১৮] সুতরাং বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

٥- عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ-

৫. শা‘বী (রহঃ) হ’তে বর্ণিত, হাসান বিন আলী (রাঃ) কালো খেযাব ব্যবহার করতেন।[১৯]

পর্যালোচনা : উক্ত হাদীছের সনদে ইয়াকূব আল-কুম্মী নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে।[২০] তাছাড়া বর্ণনাটি তার আমল বিরোধী। কারণ হাসান বিন আলী (রাঃ) লাল ও হলুদ রঙের খেযাব ব্যবহার করতেন।[২১]

٦-عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ-

৬. সাঈদ আল-মাক্বুরী বলেন, আমি হোসাইন বিন আলী (রাঃ)-কে কালো খেযাব ব্যবহার করতে দেখেছি।[২২]

পর্যালোচনা : উক্ত আছারের সনদে আবুল আহওয়াছ নামে একজন রাবী রয়েছে, যাকে ইমাম নাসাঈ মাজহূল বলেছেন। ইবনু মাঈন বলেন, তিনি কিছুই না।[২৩] আছারটি আরেকটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। যেখানে আবু মা‘শার নামে একজন অত্যন্ত যঈফ রাবী রয়েছে।[২৪] তাছাড়া হোসাইন (রাঃ) নিজে হলুদ ও লাল রঙের মেহেদী ব্যবহার করতেন।[২৫]

٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً وَقَدْ خَضَبَ بِالسَّوَادِ فَلْيُعْلِمْهَا وَلَا يَغُرَّنَّهَا-

৭. আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যদি কেউ কালো খেযাব দেওয়া অবস্থায় কোন মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় তাহ’লে সে যেন বিষয়টি তাকে জানিয়ে দেয় এবং সে যেন অবশ্যই তার সাথে প্রতারণা করা থেকে বিরত থাকে’।[২৬]

---

৮. *ইবনু মাজাহ হা/৩৬২৫; যঈফাহ হা/২৯৭২; তামামুল মিন্নাহ ৮৭পৃ.।*
৯. *যঈফাহ হা/২৯৭২; যঈফুল জামে‘ হা/১৩৭৫।*
১০. *ত্বাবারাণী, তাহযীবুল আছার হা/৮৩৩।*
১১. *লিসানুল মীযান ২/১৫৫; আল-জারহু ওয়াত-তা‘দীল ৩/৮২।*
১২. *লিসানুল মীযান ৭/৪৫২।*
১৩. *তাহযীবুল আছার হা/৮৫৩।*
১৪. *ইবনু আবী হাতেম রাযী, আল-মারাসীল পৃ. ২২।*
১৫. *আছ-ছিক্বাত ৬/৯৭।*
১৬. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫০৩৪।*
১৭. *ত্বাবারাণী কাবীর হা/২৯৫।*
১৮. *হায়ছামী, মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/৮৮০৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*
১৯. *ত্বাবারাণী কাবীর হা/২৫৩৬; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/৮৮০৮, আল্লামা হায়ছামী এর রাবীকে ছিক্বাহ বলেছেন।*
২০. *যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৮/৩০০, রাবী নং ৭৯।*
২১. *ত্বাবারাণী কাবীর হা/২৭৮১; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/৮৮১৩, সনদ ছহীহ।*
২২. *ত্বাবারাণী কাবীর হা/২৭৮৬।*
২৩. *তাহযীবুত তাহযীব ১২/০৬ রাবী নং ৮২৫২; লিসানুল মীযান, রাবী নং ১২২৯; মীযানুল ই‘তিদাল, রাবী নং ৩৩৪৪।*
২৪. *তাহযীবুল কামাল ২৯/৩২৫; মীযানুল ই‘তিদাল ৪/২৪৬।*
২৫. *ত্বাবারাণী কাবীর হা/২৭৮১; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/৮৮১৩, সনদ ছহীহ।*
২৬. *বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১৪৬৯৯।*

পর্যালোচনা : উক্ত হাদীছের সনদে ঈসা বিন মায়মূন নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। যাকে সকল মুহাদ্দিছ যঈফ বলেছেন।[২৭]

৮- عن أَبِي عُشَانَةَ الْمَعَافِرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ وَيَقُولُ: نُسَوِّدُ أَعْلَاهَا وَتَأْبَى أُصُولُهَا-

৮. আবূ উশানাহ মা'আফেরী (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উক্ববা বিন আমের (রাঃ)-কে কালো খেযাব ব্যবহার করতে দেখেছি। তিনি বলতেন, আমরা চুলের উপরিভাগে কালো খেযাব ব্যবহার করেছি। কিন্তু চুলের মূলে তা পৌঁছত না'।[২৮]

পর্যালোচনা : উক্ত আছারের সনদে কোন দুর্বল রাবী বা বর্ণনাকারী না থাকলেও ইবনু আবী দাঊদ বলেন, সা'দ বিন লায়ছ আবূ উশানাহ থেকে এই হাদীছ ব্যতীত অন্য কোন হাদীছ শুনেননি। যা বর্ণনাটির দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করে।[২৯]

তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীছের বিপরীতে ছাহাবী বা তাবেঈর ব্যক্তিগত আমল গ্রহণযোগ্য নয়।[৩০]

৯- عَن بن شِهَاب قَالَ كُنَّا نُخَضِّبُ بِالسَّوَادِ إِذْ كَانَ الْوَجْهُ جَدِيدًا فَلَمَّا نَغَضَّ الْوَجْهُ وَالْأَسْنَانُ تَرَكْنَاهُ-

৯. ইবনু শিহাব যুহরী (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যৌবনকালে কালো খেযাব ব্যবহার করতাম। যখন আমাদের চেহারা ও দাঁতে বার্ধক্যের ছাপ পড়ে গেল তখন কালো খেযাব ব্যবহার ছেড়ে দিলাম'।[৩১]

পর্যালোচনা : শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, বর্ণনাটি যঈফ এবং উক্ত আছারে কালো খেযাব ব্যবহারের কোন বৈধতা নেই।[৩২] তিনি অন্যত্র বলেন, যদিও এর সনদ ইমাম যুহরী পর্যন্ত ছহীহ ধরা হয় তাতেও কালো খেযাব ব্যবহারের কোন দলীল নেই। কারণ এটি মাকতূ' ও মাওকূফ। যদি এটি মারফূও ধরা হয় তবেও তাতে দলীল নেই। কারণ তা মুরসাল। বড় আশ্চর্যের বিষয় হ'ল ইউসুফ কারযাভী কী করে এই আছার দ্বারা জাবের (রাঃ) বর্ণিত, বিশুদ্ধ হাদীছের বিপরীতে দলীল গ্রহণ করলেন?[৩৩]

١٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِى حَدِيثِهِ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَأَمَرَ بِالأَصْبَاغِ فَأَحْلَكُهَا أَحَبُّ إِلَيْنَا قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِىُّ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ-

১০. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ইহুদী ও নাছারারা খেযাব লাগায় না। অতএব তোমরা তাদের বিপরীত করবে। আব্দুর রাযযাক তার বর্ণিত হাদীছে বলেন, ইমাম যুহরী বলেন, রাসূল (ছাঃ) শুভ্রতাকে পরিবর্তন করার আদেশ করেছেন। আর কালো খেযাব দ্বারা পরিবর্তন করা আমাদের নিকট প্রিয় ছিল। মা'মার বলেন, ইমাম যুহরী (রহঃ) কালো খেযাব ব্যবহার করতেন।[৩৪]

পর্যালোচনা : উক্ত আছারে বর্ণিত ইমাম যুহরীর আমল ছহীহ সনদে প্রমাণিত।[৩৫] তবে তার আমলটি ছহীহ হাদীছের পরিপন্থী হওয়ায় তা পরিত্যাজ্য। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর একটি আমল রাসূল (ছাঃ)-এর আমলের বিপরীত হ'লে করণীয় সম্পর্কে ইবনু ওমরকে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি উত্তরে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ؟ أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'তুমি কি মনে কর? কোন বিষয় যদি আমার পিতা নিষেধ করেন আর রাসূল (ছাঃ) তা করে থাকেন তবে সেক্ষেত্রে কি আমার পিতার অনুসরণ করা হবে, না কি রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা হবে? লোকটি বলল, রাসূল (ছাঃ)-এর আমলেরই (অনুসরণ করা হবে)।[৩৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবনু ওমর এমন প্রশ্নের উত্তরে বলেন, أَفَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعُوا سُنَّتَهُ، أَمْ سُنَّةَ عُمَرَ، 'তোমাদের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অধিক অনুসরণযোগ্য, না ওমরের সুন্নাত'।[৩৭]

ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে মতভেদপূর্ণ মাসআলায় করণীয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, أقول لكم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، 'আমি তোমাদের বলি, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আর তোমরা বল, আবুবকর ও ওমর (রাঃ) বলেছেন? এমনটা মনে করলে খুব শীঘ্রই তোমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হবে'।[৩৮]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, لاَ يُتْرَكُ الحَدِيثُ الصَّحِيحُ المَعْصُومُ لِمُخَالَفَةِ رَاوِيهِ لَهُ، فَإِنَّ مُخَالَفَتَهُ لَيْسَتْ

---

২৭. *আলবানী, যঈফাহ হা/৯৭৮; ইরওয়া হা/১৯৯৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*
২৮. *ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৩৬; ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫০২৫; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৮৮০৫।*
২৯. *শারহু মুশকিলুল আছার হা/৩৬৯৯।*
৩০. *সাইয়েদ সালেম, ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৫।*
৩১. *ইবনু আবী আছেম, কিতাবুল খেযাব, ফাৎহুল বারী ১০/৩৫৫; তোহফা ৫/৩৫৫।*
৩২. *গায়াতুল মারাম হা/১০৬।*
৩৩. *তামামুল মিন্নাহ, ৮৪ পৃ.।*
৩৪. *বুখারী হা/৫৮৯৯; মুসলিম হা/২১০৩; আহমাদ হা/৮০৬৯; জামে' মা'মার বিন রাশেদ হা/২০১৭৬।*
৩৫. *আহমাদ হা/৮০৬৯, ১৬৭২৯, শু'আইব আরনাঊত (রহঃ)-এর সনদকে ছহীহ বলেছেন।*
৩৬. *মুসনাদে আহমাদ হা/৫৭০০; তিরমিযী হা/৮২৪, সনদ ছহীহ।*
৩৭. *আহমাদ হা/৫৭০০; মুসনাদে আবী ইয়া'লা হা/৫৫৬৩; আবূ 'আওয়ানা হা/ ৩৩৬৬, সনদ ছহীহ।*
৩৮. *ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৫, ২/১৮৩; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৭/৭৮।*

www.at-tahreek.com

مَعْصُومَةٌ، ‘বর্ণনাকারীর বিরোধী আমল বা উক্তির কারণে ত্রুটিমুক্ত ছহীহ হাদীছ বর্জন করা যাবে না। কারণ তার বিরোধিতা করাটা ত্রুটিমুক্ত নয়’।[৩৯]

ইসমাঈল আনছারী (রহঃ) বলেন, وَلاَ شَكَّ أَنَّ قَوْلَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلَهُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِالاتِّبَاعِ مِن قَوْلِ غَيْرِهِ كَائِناً مَن كَانَ، ‘নিঃসন্দেহে রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী ও কর্মের আনুগত্য করা অধিক উপযুক্ত ও যৌক্তিক অন্য যে কারো আনুগত্য অপেক্ষা’।[৪০]

এছাড়াও বেশ কিছু ছাহাবী ও তাবেঈ থেকে কালো খেযাব ব্যবহার করার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।[৪১] তবে কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ছাহাবীদের থেকে যে বর্ণনাগুলো এসেছে সেগুলো যঈফ। আর কতিপয় তাবেঈ থেকে ছহীহ সনদে বিষয়টি বর্ণিত হ’লেও তা সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা বিরোধী হওয়ায় পরিত্যাজ্য। সেজন্য আত্বা বিন রাবাহ (রহঃ) কালো খেযাব সম্পর্কে বলেন, هُوَ مِمَّا أَحْدَثَ النَّاسُ: قَدْ رَأَيْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَخْتَضِبُ بِالْوَسْمَةِ، مَا كَانُوا يَخْضِبُونَ إِلَّا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَهَذِهِ الصُّفْرَةِ، ‘ কালো খেযাব মানুষের আবিষ্কৃত। আমি একদল ছাহাবীকে দেখেছি তাদের কেউ কালো খেযাব ব্যবহার করেননি। তারা কেবল মেহেদী, কাতাম ঘাস ও হলুদ রঙের খেযাব ব্যবহার করতেন’।[৪২] উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর বুকে প্রথম কালো খেযাব ব্যবহার করে ফেরাঊন এবং মক্কায় প্রথম কালো খেযাব ব্যবহার করেন আব্দুল মুত্তালিব।[৪৩]

কালো খেযাব অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণের অভিমত :

কালো খেযাব ব্যবহার করা জায়েয বা নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণের মতপার্থক্য রয়েছে। একদল বিদ্বান মনে করেন কালো খিযাব ব্যবহার করা মাকরূহ বা অপসন্দনীয় বলেছেন। এক্ষেত্রে তারা ছাহাবী বা তাবেঈগণের ব্যাপারে বর্ণিত আছারগুলো থেকে দলীল নিয়েছেন, যেগুলো যঈফ। আরেকদল বিদ্বান রাসূল (ছাঃ) থেকে কালো খিযাব ব্যবহার নিষিদ্ধের ব্যাপারে সরাসরি মারফূ হাদীছ বর্ণিত হওয়ায় এটিকে হারাম বলেছেন। যেমন-

ইমাম নববী (রাঃ) বলেন, وَمَذْهَبُنَا اسْتِحْبَابُ خِضَابِ الشَّيْبِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ وَيَحْرُمُ خِضَابُهُ بِالسَّوَادِ عَلَى الْأَصَحِّ، ‘আমাদের মাযহাব হ’ল সাদা চুল-দাড়িতে লাল বা হলুদ খেযাব ব্যবহার করা মুস্তাহাব এবং সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে কালো খেযাব ব্যবহার করা হারাম’।[৪৪]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, وَأَمَّا الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ : فَكَرِهَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ الصَّوَابُ بِلَا رَيْبٍ لِمَا تَقَدَّمَ، ‘কালো খেযাব ব্যবহার করার বিষয়টি একদল বিদ্বান অপসন্দ করেছেন। নিঃসন্দেহে এটিই সঠিক যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে’।[৪৫] পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ ‘কারাহাত’কে হারাম অর্থে ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ তারা হারাম ও মাকরূহের মধ্যে পার্থক্য করতেন না। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) ‘ই‘লামুল মুওয়াক্কিঈন’ গ্রন্থে لَفْظُ الْكَرَاهَةِ يُطْلَقُ عَلَى الْمُحَرَّمِ ‘কারাহাত শব্দ হারাম অর্থে ব্যবহার’ শীর্ষক অধ্যায় রচনা করেছেন। সেখানে তিনি বলেন, পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ ‘কারাহাত’ (অপসন্দনীয়) দ্বারা যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা ছিল হারাম। কিন্তু পরবর্তীতে শৈথিল্যবাদীরা একে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন, যা চরম ভুল।

আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, أما الصبغ بغير السواد فهو ثابت عنهم وهو الموافق لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله وأما قوله: وخضب جماعة منهم بالسواد قلت : إن ثبت هذا عنهم فلا حجة في ذلك لأنه خلاف السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا وقد قال تعالى : {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ}..الآية. ومن الثابت عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر، ‘কালো ব্যতীত অন্য রঙের খেযাব ব্যবহার করা ছাহাবীগণ থেকে প্রমাণিত। আর এটি রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী ও কর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর তার (ইউসুফ কারযাভীর) উক্তি ‘তাদের একদল কালো খেযাব ব্যবহার করতেন’ যদি প্রমাণিত হয়েও থাকে, তবে এ ব্যাপারে কোন দলীল নেই। কারণ তা রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী ও কর্ম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতের বিরোধী। আর আল্লাহ বলেন, ‘অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ’লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও’ *(নিসা ৪/৫৯)*। আর অন্য রঙের খেযাব ব্যবহারের বিষয়টি বড় বড় ছাহাবী যেমন আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত’।[৪৬]

তিনি আরো বলেন, والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه فإن الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من تغيير الشيب أمران: أحدهما: نتفه. والثاني:

৩৯. *ই‘লামুল মুয়াক্কিঈন ৩/৩৬।*
৪০. *হুকমুদ্দীন আদ-দুর্রুল মুনতাকা ফী তাবঈনে ই‘ফাইল লেহ্ইয়া ১৩ পৃ.।*
৪১. *আহমাদ হা/১৬৬৭৮।*
৪২. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫০২৭, ২৫৫১৬, সনদ ছহীহ।*
৪৩. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫০২৮।*
৪৪. *শরহে মুসলিম ১৪/৮০।*
৪৫. *তাহযীবুস সুনান, যাদুল মা‘আদ ৪/৩৩৭।*
৪৬. *তামামুল মিন্নাহ, ৮৩ পৃ.।*

www.at-tahreek.com

خضابه بالسواد كما تقدم. والذي أذن فيه هو صبغه وتغييره بغير السواد كالحناء والصفرة وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم 'সঠিক হ'ল এই অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীছগুলোর পরস্পরের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। রাসূল (ছাঃ) শুভ্রতা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় নিষেধ করেছেন। ১. সাদা চুল তুলে ফেলা। ২. কালো খেযাব ব্যবহার করা। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আর যে বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছেন তা হ'ল কালো খেযাব ব্যতীত অন্য রং দ্বারা রঞ্জিত করা এবং শুভ্রতা পরিবর্তন করা। যেমন মেহেদী ও হলুদ রং দ্বারা। আর এটাই ছিল ছাহাবায়ে কেরামের আমল'।[৪৭]

শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, لا يجوز صبغ اللحية ولا غيرها بالسواد ... فلا يجوز تغيير الشيب بالسواد لا من المرأة ولا من الرجل، 'দাড়িতে ও অন্যান্য চুলে কালো খেযাব ব্যবহার করা জায়েয নয়...। সুতরাং নারী-পুরুষ কারো জন্য কালো খেযাব ব্যবহার করে শুভ্রতাকে পরিবর্তন করা বৈধ নয়'।[৪৮]

শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, وإذا كان هذا حكم الصبغ بالأسود، فإن في الحلال غنى عنه، 'আর যদি কালো খেযাবের বিধানের বিষয়ে বলা হয়, তাহ'লে তা হালাল হওয়ার ব্যাপারে শরী'আত মুক্ত'।[৪৯] অর্থাৎ কালো খেযাব ব্যবহার করা হালাল নয়। তিনি আরো বলেন, صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وورد في ذلك أيضًا وعيد على من فعل هذا، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد، 'যখন কালো রং দ্বারা চুল রঞ্জিত করা হবে সে ব্যাপারে রাসূল নিষেধ করে কালো ব্যতীত অন্য রং দ্বারা শুভ্রতাকে পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়ে বলেন, এই শুভ্রতাকে পরিবর্তন কর এবং কালো থেকে বেঁচে থেকো। যারা এই কাজ করবে তাদের বিরুদ্ধে চরম সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে। আর এটাই প্রমাণ করে যে, কালো খিযাব দ্বারা শুভ্রতা পরিবর্তন করা হারাম'।[৫০]

শায়খ ছালেহ ফাওযান (রহঃ) বলেন, لا يجوز صبغ اللحية وشعر الرأس بالسواد وإنما يصبغ الشيب بغير السواد لقوله صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد 'দাড়ি ও মাথার চুলে কালো খিযাব ব্যবহার করা জায়েয নয়। শুভ্রতাকে পরিবর্তন করতে হবে কেবল কালো ব্যতীত অন্য যে কোন রং দ্বারা। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা এই শুভ্রতাকে পরিবর্তন কর এবং কালো থেকে বেঁচে থেকো।[৫১]

এ ব্যাপারে ফৎওয়া লাজনা দায়েমায় বলা হয়েছে, أما التغيير بالسواد الخالص: فلا يجوز، للرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، 'প্রকৃত কালো খেযাব ব্যবহার করে চুল পরিবর্তন করা নারী-পুরুষ কারো জন্য জায়েয নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'একে একটা কিছু দিয়ে পরিবর্তন করে দাও, তবে কালো রং থেকে বিরত থাকবে'।[৫২] অতএব কালো খেযাব ব্যবহার থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

খেযাব ব্যবহার করলেও সাদা চুল-দাড়ির মর্যাদা পাওয়া যাবে :

সাদা চুল বা দাড়িতে খেযাব ব্যবহার করলে হাদীছে বর্ণিত মর্যাদা প্রাপ্তিতে কোন ঘাটতি হবে না। কারণ শরী'আতে সাদা চুল বা দাড়ি উপড়ে ফেলাকে দোষণীয় বলা হয়েছে। একইভাবে খেযাব ব্যবহার করাকে প্রশংসনীয় বলা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ القِيَامَةِ، 'যে ব্যক্তি ইসলামের উপর থাকা অবস্থায় কিছু পরিমাণ চুলও সাদা হবে, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য তা বিশেষ প্রকারের নূর হবে।[৫৩] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَتْ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ رِجَالاً يَنْتِفُونَ الشَّيْبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ فَلْيَنْتِفْ نُورَهُ، 'যে ব্যক্তির মুসলিম অবস্থায় কিছু পরিমাণ চুল সাদা হবে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য বিশেষ প্রকারের নূর হবে। তখন জনৈক ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! লোকেরাতো সাদা চুল তুলে ফেলে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি পসন্দ করে সে তার নূরকে উপড়ে ফেলুক'।[৫৪] তিনি আরো বলেন, لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَرُفِعَ له بها درجة 'তোমরা শুভ্র কেশ তুলে ফেলো না। কেননা তা ক্বিয়ামতের দিন নূর (জ্যোতি) হবে। ইসলামে যে ব্যক্তির একটি কেশ শুভ্র হবে, সে ব্যক্তির প্রত্যেক শুভ্র কেশের পরিবর্তে আল্লাহ তার জন্য একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করবেন, একটি করে গোনাহ মুছে দিবেন এবং একটি করে

৪৭. *তামামুল মিন্নাহ, ৭৭ পৃ.।*
৪৮. *বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৫৩।*
৪৯. *মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১২৩।*
৫০. *মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১২০।*
৫১. *মুসলিম হা/২১০২; মিশকাত হা/৪৪২৪; আল-মুনতাক্বা ২/৭৫ প্রশ্ন নং- ২৪৫।*
৫২. *মুসলিম হা/২১০২; মিশকাত হা/৪৪২৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/১৬৮ পৃ.।*
৫৩. *তিরমিযী হা/১৬৩৫; মিশকাত হা/৩৮৭৩; ছহীহুত তারগীব হা/২০৯৪।*
৫৪. *আহমাদ হা/২৩৯৯৮; ছহীহাহ হা/৩৩৭১; ছহীহুত তারগীব হা/২০৯২।*

মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন'।[৫৫] সুতরাং হাদীছে দু'টি বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রথমটি হ'ল সাদা চুল বা দাড়ি উপড়ে ফেলা। আর দ্বিতীয়টি হ'ল কালো খেযাব ব্যবহার করা। অতএব চুল ও দাড়ি যেমন উপড়ে ফেলা যাবে না, তেমনি সাদা চুল ও দাড়িতে কালো খেযাব ব্যবহার করা যাবে না।[৫৬]

উপসংহার :

উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হ'ল যে, সাদা চুল ও দাড়িতে কালো খেযাব ব্যবহার করা হারাম। কোন কোন বিদ্বান একে মাকরূহ বা অপসন্দনীয় সাব্যস্ত করেছেন, যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তারা যেসব দলীল দ্বারা এটা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, তার কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ কেউ কালো খেযাব ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞার হাদীছগুলোর ভুল ব্যাখ্যা করে এবং যঈফ হাদীছের উপর নির্ভর করে কালো খেযাব ব্যবহার জায়েয বলতে চেয়েছেন. যা ইসলামী শরী'আতের উদ্দেশ্য বিরোধী। কারণ যে বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) থেকে স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সে বিষয়ে বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। বরং মুমিনের বৈশিষ্ট্য হ'ল যখন কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশনা পাবে, তখন সেটা বিনা বাক্য ব্যয়ে অবনত মস্তকে মেনে নিবে। আল্লাহ বলেন, 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হ'তে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*।

অতএব কালো খেযাব ব্যবহারের বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদেরকে আমল করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

৫৫. ইবনু হিব্বান হা/২৯৮৫; ছহীহুত তারগীব হা/২০৯৬।
৫৬. ইবনুল ক্বাইয়িম, তাহযীবু সুনানি আবীদাঊদ ২/২৮৪; আউনুল মা'বূদ ১১/১৭২ পৃ.।

মাদ্রাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিয়া (MHS)

(ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয়) আবাসিক / অনাবাসিক / ডে-কেয়ার
আকাশতারা, সাবগ্রাম, বগুড়া সদর, বগুড়া।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মাদ্রাসার বিভাগ সমূহ

ক. নূরানী বিভাগ **খ.** হিফ্য বিভাগ
গ. একাডেমিক বিভাগ : একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান চলছে, পর্যায়ক্রমে ফাযিল (কুল্লিয়া) পর্যন্ত প্রক্রিয়াধীন।

২০১৯ সালের ইবতেদায়ী ও জেডিসি পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য

মোট পরীক্ষার্থী	: ৫৫ জন
এ প্লাস (A+)	: ৩৩ জন
বৃত্তি	: ৩৫ জন
পাশের হার	: শতভাগ

মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্য সমূহ

- সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্যসম্মত সুন্দর ও উন্নতমানের আবাসিক ব্যবস্থা।
- নির্ধারিত ক্লাসে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- প্রত্যেক বছর একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন।
- যুগোপযোগী উন্নতমানের সিলেবাস।
- অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত।
- শিক্ষার্থীদের সুপ্ত মেধা বিকাশের জন্য বিভিন্ন কো-কারিকুলাম কার্যক্রম গ্রহণ।
- পঞ্চম সমাপনী, জেডিসি, দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় এ প্লাস সহ শতভাগ পাশের নিশ্চয়তা।

ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু : ০১লা ডিসেম্বর ২০২১ ইং।
ক্লাস শুরু : ০৮ই জানুয়ারী ২০২২ ইং।

বিস্তারিত জানতে : ০১৭১০-১৪৬৯৯৯, ০১৭৪৯-০৬০৩৭৩, ০১৭৩২-৪২০২৬২। e-mail : madrashaassalafia@gmail.com

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২২

সকলের জন্য উন্মুক্ত

সার্বিক যোগাযোগ | ০১৭২৩-৭৮৭৬৩৩
০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪

পুরস্কার

- **১ম পুরস্কার** ১০,০০০/- *(সনদসহ)*
- **২য় পুরস্কার** ৭,০০০/- *(সনদসহ)*
- **৩য় পুরস্কার** ৫,০০০/- *(সনদসহ)*
- **বিশেষ পুরস্কার (১০টি সনদসহ)** ১,০০০/-

নির্বাচিত বই

১. **ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন**
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

২. **ইক্বামতে দ্বীন পথ ও পদ্ধতি**
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

৩. **ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ**
ড. নাছের বিন সোলায়মান আল-ওমর

- **পরীক্ষার ফী** *১৫০ টাকা*
- **প্রতিযোগিতার তারিখ** *১৮ই ফেব্রুয়ারী, সকাল ১০ টা*
- **প্রশ্নপদ্ধতি** *এম সি কিউ, সময় : ১ ঘণ্টা*
- **প্রতিযোগিতার স্থান** *অনলাইন : www.juboshongho.org*
- **পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান** *তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন, যুব সমাবেশ মঞ্চ*

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২

আল্লাহ যার কল্যাণ চান

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

ভূমিকা :

মহান আল্লাহ বান্দার প্রতি অতি দয়াবান। তিনি সর্বদা বান্দার জন্য সহজ চান, কঠিন চান না। তিনি কারও উপর যুলুমকারী নন। সর্বদা বান্দার কল্যাণ চান। তিনি চান বান্দার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে তাকে দ্বীনের সঠিক পথে পরিচালিত করতে। মহান আল্লাহ বলেন, يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، 'আল্লাহ তোমাদের জন্য (হালাল-হারাম) ব্যাখ্যা করে দিতে চান ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের (সুন্দর) রীতি সমূহের প্রতি তোমাদের পথ প্রদর্শন করতে চান এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ৪/২৬)*। আল্লাহ যাদের কল্যাণ চান নিম্নে তাদের সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হ'ল।

(১) ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন :

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করেন। মহান আল্লাহ বলেন, فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، 'অতএব আল্লাহ যাকে সুপথ প্রদর্শন করতে চান, তিনি তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ ও সংকুচিত করে দেন' *(আন'আম ৬/১২৫)*।

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন, أَفَمَن شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، 'যার বক্ষকে আল্লাহ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার প্রতিপালকের দেওয়া জ্যোতির মধ্যে রয়েছে' *(যুমার ৩৯/২২)*।

(২) তওবার সুযোগ দেন :

আল্লাহ যার কল্যাণ চান সে ব্যক্তি তওবার সুযোগ পায়। মহান আল্লাহ বলেন, وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ 'আর আল্লাহ চান তোমাদের তওবা কবুল করতে' *(নিসা ৪/২৭)*।

(৩) বিপদাপদের সম্মুখীন করেন :

বিপদাপদ মহান প্রভুর পক্ষ থেকে এক বড় নে'মত। তিনি এর মাধ্যমে বান্দাকে পরীক্ষা করে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ 'আর অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন ও প্রাণের ক্ষতির মাধ্যমে এবং ফল-শস্যাদি বিনষ্টের মাধ্যমে' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫)*।

সুতরাং আমরা যদি বিপদাপদকে সর্বোত্তমভাবে আলিঙ্গন করতে পারি তবেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কল্যাণের স্বাদ আস্বাদন করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِى الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَفَّى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ-

'আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কোন বান্দার মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করেন তখন দুনিয়ায় তাকে অতি তাড়াতাড়ি বিপদাপদের সম্মুখীন করেন। আর যখন তিনি কোন বান্দার অকল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন তার গুনাহের শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকেন। অবশেষে ক্বিয়ামতের দিন তাকে এর পরিপূর্ণ শাস্তি প্রদান করেন। আর আল্লাহ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন তখন তাদের তিনি পরীক্ষায় ফেলেন। যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য (আল্লাহ্‌র) সন্তুষ্টি থাকে আর যে তাতে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য (আল্লাহ্‌র) অসন্তুষ্টি থাকে'।[১]

বিপদাপদ জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম : বিপদাপদে পড়লে গোনাহ মাফ হয়। তাই এটা জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ বলেন, أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ- 'তোমরা কি ধারণা করেছ জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের উপর এখনও তাদের মত অবস্থা আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। নানাবিধ বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেছিল ও তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথী মুমিনগণ বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, কখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে? জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সাহায্য অতীব নিকটবর্তী' *(বাক্বারাহ ২/২১৪)*।

(৪) নেককার ব্যক্তিদের বিপদে ফেলেন :

আল্লাহ তা'আলা কোন নেককার ব্যক্তির কল্যাণ চাইলে তাকে বিপদে ফেলেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُوعَكُ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَوَجَدْتُ حَرَّهُ بَيْنَ يَدَىَّ فَوْقَ اللِّحَافِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَشَدَّهَا عَلَيْكَ قَالَ إِنَّا كَذَلِكَ يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلاَءُ وَيُضَعَّفُ لَنَا الأَجْرُ قُلْتُ يَا

* এম.এ. (অধ্যয়নরত), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. তিরমিযী হা/২৩৯৬; ছহীহাহ হা/১২২০; মিশকাত হা/১৫৬৫।

رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً قَالَ الأَنْبِيَاءُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ الصَّالِحُونَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إِلاَّ الْعَبَاءَةَ يُحَوِّيهَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلاَءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ-

'আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলাম, তখন তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর উপর আমার হাত রাখলে তাঁর গায়ের চাদরের উপর থেকেই তাঁর দেহের প্রচণ্ড তাপ অনুভব করলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কত তীব্র জ্বর আপনার। তিনি বললেন, আমাদের (নবী-রাসূলগণের) অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। আমাদের উপর দ্বিগুণ বিপদ আসে এবং দ্বিগুণ পুরস্কারও দেয়া হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কার উপর সর্বাধিক কঠিন বিপদ আসে? তিনি বলেন, নবীগণের উপর। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! তারপর কার উপর? তিনি বললেন, তারপর নেককার বান্দাদের উপর। তাদের কেউ এতটা দারিদ্র্যপীড়িত হয় যে, শেষ পর্যন্ত তার কাছে তার পরিধানের কম্বলটি ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তাদের কেউ বিপদে এত শান্ত ও উৎফুল্ল থাকে, যেমন তোমাদের কেউ ধন-সম্পদ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হয়ে থাকে'।[২] অপর এক হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً قَالَ الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ-

'মুছ'আব ইবন সা'দ তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী মুছীবতের সম্মুখীন হয় কে? তিনি বললেন, নবীগণ, এরপর যারা ভাল মানুষ তারা, এরপর যারা ভাল তারা। একজন তার দ্বীনদারীর অনুপাতে পরীক্ষায় নিপতিত হয়। যদি সে তার দ্বীনে মযবূত হয় তবে তার পরীক্ষাও তুলনামূলকভাবে কঠিন হয়; আর যদি সে দ্বীনের ক্ষেত্রে দুর্বল ও হালকা হয়, তবে সে তার দ্বীনদারীর অনুপাতেই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। এভাবে বান্দা বিপদাপদে পড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে পৃথিবীতে এমনভাবে বিচরণ করতে থাকে যে, তার উপর আর কোন গুনাহ থাকে না'।[৩]

(৫) তাক্বওয়াশীল করে নেন :

তাক্বওয়া একটি মহৎ গুণ। এই গুণ শুধুমাত্র তারা লাভ করতে পারে, আল্লাহ যাদের কল্যাণ চান। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ غِنَاهُ فِي نَفْسِهِ وَتُقَاهُ فِي قَلْبِهِ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ شَرًّا جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ- 'আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান তখন তার অন্তর ধনী করে দেন এবং তার অন্তরে তাক্বওয়া দান করেন। আর আল্লাহ যার অকল্যাণ চান তখন তার সামনে দরিদ্রতা ছড়িয়ে দেন'।[৪]

(৬) সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ সঙ্গী দেন :

আল্লাহ যখন কোন নেতার কল্যাণ চান তখন তার উত্তম সঙ্গী দান করেন।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ-

'আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন নেতার জন্য কল্যাণের ফায়ছালা করেন, তখন তিনি তাকে সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ উযীর দান করেন। যদি তিনি (নেতা) কিছু ভুলে যান, তখন সে (উযীর) তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর আমীর যদি তা স্মরণ রাখেন, তখন উযীর তাকে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা কোন নেতার জন্য অকল্যাণের ফায়ছালা করলে তাকে অযোগ্য উযীর দান করেন। ফলে যখন তিনি (নেতা) কিছু ভুলে যান, তখন সে (উযীর) তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয় না। আর নেতা যদি স্মরণ রাখেন, তখন সে তাকে সাহায্য করে না'।[৫]

(৭) দ্বীনের জ্ঞান দান করেন :

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। মু'আবিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي- 'আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের প্রজ্ঞা দান করেন। আল্লাহই দানকারী আর আমি বণ্টনকারী'।[৬]

এই দ্বীনী জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্র মানোনীত বান্দাই লাভ করে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা

২. *ইবনু মাজাহ হা/৪০২৪।*
৩. *তিরমিযী হা/২৩৯৮।*
৪. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬২১৭; ছহীহাহ হা/৩৩৫০।*
৫. *আবূদাঊদ হা/২৯৩২; ছহীহাহ হা/১৫৫১; মিশকাত হা/৩৭০৭।*
৬. *বুখারী হা/৭১; মুসলিম হা/১০৩৭; মিশকাত হা/২০০।*

হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বস্তুতঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ ব্যতীত কেউই উপদেশ গ্রহণ করে না' *(বাক্বারাহ ২/২৬৯)*।

আর এই পথে চলার মর্যাদাও অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ خَرَجَ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ، 'যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য বের হয়েছে, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্র পথেই রয়েছে'।[৭]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِى الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ–

'যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি পথ সুগম করে দেন। ফেরেশতাগণ জ্ঞান অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পাখাসমূহ বিছিয়ে দেন। আর জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য আসমান ও যমীনবাসী আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মধ্যের মাছও। নিশ্চয়ই কোন আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা তারকারাজির উপর চাঁদের মর্যাদার সমতুল্য। আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিছ। আর নবীগণ কোন দীনার ও দিরহাম (নগদ অর্থ) উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে যাননি, বরং তাঁরা রেখে গেছেন ইলম (জ্ঞান)। যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল, সে যেন পূর্ণ অংশ লাভ করল'।[৮]

(৮) দুনিয়ায় শাস্তি ভোগ করান :

যারা আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা তাদেরকে তিনি দুনিয়াতেই কিছু শাস্তি ভোগ করান। যাতে পরকালে তাঁর সেই বান্দাকে শাস্তি ভোগ করতে না হয়। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِى الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَفَّى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'আল্লাহ তা'আলা যখন তার বান্দার মঙ্গল কামনা করেন তখন দুনিয়ায় তাকে অতি তাড়াতাড়ি বিপদাপদের সম্মুখীন করা হয়। আর যখন তিনি কোন বান্দার অকল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন তিনি তার গুনাহের শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকেন। অবশেষে ক্বিয়ামতের দিন তাকে এর পরিপূর্ণ আযাবে নিপতিত করেন'।[৯]

(৯) বান্দার দেহ, সম্পদ ও সন্তানদের বিপদগ্রস্ত করেন :

আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান, তার নিজের এবং সম্পদ ও সন্তানের উপরে বিপদ দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلاَهُ اللهُ فِى جَسَدِهِ أَوْ فِى مَالِهِ أَوْ فِى وَلَدِهِ قَالَ أَبُودَاوُدَ زَادَ ابْنُ نُفَيْلٍ ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ اتَّفَقَا حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِى سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى– 'কোন ব্যক্তির জন্য বিনাশ্রমে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মর্যাদার আসন নির্ধারিত হ'লে আল্লাহ তার দেহ, সম্পদ অথবা সন্তানকে বিপদগ্রস্ত করেন। অতঃপর সে তাতে ধৈর্যধারণ করলে শেষ পর্যন্ত বরকতময় মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত উক্ত মর্যাদার স্তরে উপনীত হয়'।[১০]

(১০) ব্যক্তির মধ্যে নম্রতার উদ্রেক ঘটান :

আল্লাহ নম্রতাকে ভালোবাসেন। আর তিনি যার কল্যাণ চান তাকেই এই গুণটি দান করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ 'আল্লাহ যখন কোন আহলে বাইতের কল্যাণ চান তখন তার মধ্যে নম্রতার উদ্রেক ঘটান'।[১১]

(১১) মৃত্যুর পূর্বে নেক আমলের সুযোগ দান করেন :

আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তার জীবদ্দশায় সৎকাজ করার তাওফীক দান করেন। إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا طَهَّرَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا طَهُورُ الْعَبْدِ؟ قَالَ عَمَلٌ صَالِحٌ يُلْهِمُهُ إِيَّاهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ عَلَيْهِ– 'আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন তাকে মৃত্যুর পূর্বে পবিত্র করেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, পবিত্র করেন কিভাবে? তিনি বললেন, মৃত্যুর পূর্বে তাকে নেক আমলের তাওফীক দেন। অতঃপর তার উপর তার মৃত্যু ঘটান'।[১২] আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অপর হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ فَقِيلَ كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ–

'আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর বান্দা সম্পর্কে কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন তাকে আমল করতে দেন। বলা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কিভাবে তিনি আমল করতে দেন?

---

৭. *তিরমিযী হা/২৬৪৭; ছহীহুত তারগীব হা/৮৮।*
৮. *ইবনু মাজাহ হা/২২৩; তিরমিযী হা/২৬৪৬; আবূ দাঊদ হা/৩৬৪১।*
৯. *তিরমিযী হা/২৩৯৬।*
১০. *আবূদাঊদ হা/৩০৯০।*
১১. *আহমাদ হা/২৪৪৭১; ছহীহুল জামে' হা/৩০৯; ছহীহাহ হা/১২১৯।*
১২. *ছহীহুল জামে' হা/ ৩০৬।*

তিনি বলেন, মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাকে নেক আমলের তাওফীক দান করেন'।[১৩]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَلَهُ قِيلَ وَمَا عَسَلُهُ قَالَ يَفْتَحُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ عَمَلاً صَالِحاً قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ، 'আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান তখন সে বান্দাকে সুমিষ্ট করেন। জিজ্ঞেস করা হলো সুমিষ্ট কী? তিনি বললেন, মৃত্যুর পূর্বে ভাল কাজ তার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। অতঃপর এর উপরই তার মৃত্যু হয়'।[১৪]

বিপদ-মুছীবতে পড়লে করণীয় :

(১) আল্লাহ্র উপর ভরসা করা : বিপদাপদ, কষ্ট-ক্লেশ যাই আসুক না কেন সর্বদা আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হবে। কেননা এসব কিছু মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহ বলেন, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ– 'তুমি বল, আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কিছুই আমাদের নিকট পৌঁছবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহ্র উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত' *(তওবা ৯/৫১)*।

(২) আল্লাহ্র উপর সন্তুষ্ট থাকা : আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দার উপর যা কিছু আপতিত হবে, তার উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তবেই প্রকৃত প্রতিদান পাওয়া যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ 'বিপদাপদ যত বড় হয় তার প্রতিদানও তত বড় হয়। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন তখন তিনি তাদের পরীক্ষায় ফেলেন। যে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে তার জন্য (আল্লাহ্র) সন্তুষ্টি আর তাতে যে অসন্তুষ্ট হবে তার জন্য (আল্লাহ্র) অসন্তুষ্টি'।[১৫]

(৩) ধৈর্যধারণ করা :

সুহায়েব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ– 'মুমিনের বিষয়টি বিস্ময়কর। তার যাবতীয় ব্যাপারই তার জন্য কল্যাণকর। এ বৈশিষ্ট্য মুমিন ছাড়া অন্য কারো নেই। যদি তার সুখ-শান্তি আসে তবে সে শুকরিয়া আদায় করে, আর যদি দুঃখ-মুছীবত আসে তখন সে ছবর করে। অতএব প্রত্যেকটিই তার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে'।[১৬] আর ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের প্রতিদান সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ 'নিঃসন্দেহে ধৈর্যশীলগণ তাদের পুরস্কার পাবে অপরিমিতভাবে' *(যুমার ৩৯/১০)*।

উপসংহার :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জাহান্নাম কামনা-বাসনা দ্বারা বেষ্টিত। আর জান্নাত বেষ্টিত দুঃখ-মুছীবত দ্বারা'।[১৭] 'কোন মুসলমানের গায়ে একটি কাটাও বিদ্ধ হয় না, যার বিনিময়ে তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায় না এবং তার একটি গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয় না'।[১৮] সুতরাং পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে সুখ-শান্তির স্বার্থে দুনিয়ার যেকোন বিপদাপদে আমাদেরকে ছবর করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে জান্নাত লাভের স্বার্থে কাজ করার তওফীক দান করুন-আমীন!

---

১৩. *তিরমিযী হা/২১৪২; মিশকাত হা/৫২৮৮।*
১৪. *আহমাদ হা/১৭৮১৯; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪২; ছহীহাহ হা/১১১৪।*
১৫. *তিরমিযী হা/২৩৯৬।*
১৬. *মুসলিম হা/২৯৯৯।*
১৭. *বুখারী হা/৬৪৮৭।*
১৮. *মুসলিম হা/২৫৭২।*

মাসিক আত-তাহরীক www.at-tahreek.com

তাবলীগী ইজতেমা সংখ্যা মার্চ ২০২২

লেখা আহ্বান

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ই জানুয়ারী ২০২২

নিয়মিত প্রকাশনার ২৫ বছর << আত-তাহরীক পড়ুন! যুগ-জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক জবাব নিন!! >>

তাবলীগী ইজতেমা ২০২২ উপলক্ষে মাসিক আত-তাহরীক বিগত বছরের ন্যায় এবারও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিতব্য এ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধের সমাহারে বিন্যস্ত করা হবে। উক্ত সংখ্যায় আক্বীদা-আমল, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি, ছাহাবী চরিত, মনীষী চরিত প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সম্বলিত লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪,
০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ই-মেইল : tahreek@ymail.com

আত-তাহরীকে লিখুন! কলমী জিহাদের গর্বিত সৈনিক হৌন!!

প্রাক-মাদ্রাসা যুগে ইসলামী শিক্ষা

মূল (ইংরেজী): মুনীরুদ্দীন আহমাদ

*অনুবাদ : আসাদুল্লাহ আল-গালিব**

(২য় কিস্তি)

শিক্ষকবৃন্দ

শিক্ষকদের পরীক্ষা :

উদ্বোধনী দরসকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করা হ'ত। কারণ এটা কমবেশি এক রকমের পরীক্ষা ছিল, বিশেষত হাদীছ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে। তবে এটা শুধু হাদীছের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাগদাদের শায়খরা ইমাম বুখারীকে যেভাবে পরখ করে দেখেছিলেন, তাতে বিষয়টির প্রমাণ মেলে। দশজন শায়খ ভুলভাবে দশটি করে হাদীছ পাঠ করলেন। অতঃপর তাদের পাঠ শেষ হ'লে ইমাম বুখারী (রহঃ) সনদ ও মতনে বিদ্যমান সমস্ত ভুল এক এক করে ধরিয়ে দিলেন।[১]

হাদীছের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরীক্ষা কেবল উদ্বোধনী ক্লাসে সীমাবদ্ধ ছিল না। ছাত্ররা প্রায়ই তাদের শিক্ষকের সাথে চালাকি করত। তারা মাঝে-মধ্যে একটি বা দু'টি হাদীছ গুলিয়ে ফেলত অথচ শিক্ষক সে হাদীছটি আদৌ তার শিক্ষকদের বরাতে বর্ণনা করেননি, যাদের বরাতে তার বর্ণনা করার অনুমতি রয়েছে। এবার শিক্ষক যদি হাদীছটির ব্যাপারে কোন আপত্তি না করতেন বা হাদীছটি তার নিজের সংকলনে রয়েছে এবং সেটি বর্ণনা করার অনুমতিও রয়েছে বলে দাবী করতেন, তাহ'লে শিক্ষক হিসাবে তার অবস্থান সংকটাপন্ন হয়ে পড়ত। তার বিরুদ্ধে ধোঁকাবাজির অভিযোগ উঠত বা নিদেন পক্ষে তার স্মৃতিশক্তি নিয়ে সন্দেহ করা হ'ত। তবে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি শিক্ষকের অযোগ্য বলে বিবেচিত হ'তেন।[২]

স্বভাবতই এসব পরীক্ষার ফলাফল ব্যাপকভাবে জানাজানি হয়ে যেত। কয়েকটি পরীক্ষায় ইতিবাচক ফল পেলে তা একজন শিক্ষকের জন্য বিরাট সুনাম বয়ে আনত, কিন্তু মাত্র একটি নেতিবাচক ঘটনা একজন শিক্ষকের সুনাম ধূলিসাৎ করে দিত। একবার এক শায়খ ইরাকে আসলে সেখানকার ছাত্ররা সেই শায়খের বর্ণনার অনুমতি রয়েছে এমন কয়েকটি হাদীছ গুলিয়ে ফেলল। বিষয়টি শায়খের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলে তার বিরুদ্ধে ধোঁকাবাজির অভিযোগ উঠল এবং শেষ পর্যন্ত ছাত্ররা তাকে প্রত্যাখ্যান করল।[৩] একজন মুসতামলী হাদীছে পরিবর্তন আনার মাধ্যমে একজন শিক্ষককে পরীক্ষা করেছিলেন বলে জানা যায়।[৪] আব্দুল ওয়াহহাব আল-খাফফাফ (মৃ. ২০৪ হি.) বাগদাদে এসে হাদীছ বর্ণনা করলেন। পরে তিনি তার ভাইয়ের নিকট পত্র লিখে জানালেন, 'আমি বাগদাদে হাদীছ বর্ণনা করেছি এবং শ্রোতারা আমাকে শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করেছে। আল-হামদুলিল্লাহ'।[৫]

এ ধরনের পরীক্ষা কেবল হাদীছের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং অন্যান্য ক্ষেত্রেও শিক্ষকদের জ্ঞানের গভীরতা তলিয়ে দেখতে এবং তারা মানসিকভাবে সচেতন কি-না তা পরখ করতে নানা কৌশল অবলম্বন করা হ'ত। গোলাম ছা'লাবের নিকট একবার 'হারাতনাক' (هرطنق) শব্দের অর্থ জানতে চাওয়া হ'ল। এটি একজন ছাত্র 'কানতারাহ' শব্দটিকে বিকৃত করে বানিয়েছিল। যাহোক, শিক্ষক প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক হয়েছিল। বেশ কয়েক মাস পর পুনরায় এই একই প্রশ্ন করা হ'লে শিক্ষক তার জবাব দিলেন, এমনকি তিনি পূর্বের ঘটনার সন তারিখও বলে দিতে পেরেছিলেন।[৬] মুবার্রাদ সম্পর্কেও এ ধরনের গল্প চালু আছে। তিনি তার জবাবের পক্ষে একটি দ্বিপদী কবিতাও আবৃত্তি করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে, জবাবটা যদি তার আগেভাগেই জানা থাকে, তাহ'লে বেশ। কিন্তু জবাবটি যদি তার জানা না থাকে এবং তিনি যদি কবিতাটি তৎক্ষণাৎ রচনা করে থাকেন, তাহ'লে তিনি অতিশয় প্রশংসার হকদার।[৭]

শিক্ষকদের নিকটে সাধারণত তাদের বয়স, পেশা, জন্মস্থান, যেসব শহর তারা ভ্রমণ করেছেন এবং যেসব শিক্ষকের নিকটে দরস গ্রহণ করেছেন, তা জানতে চাওয়া হ'ত। উপরন্তু তাদেরকে তাদের শিক্ষক, এমনকি শিক্ষকদের শিক্ষক সম্পর্কে, তাদের মাঝে সাক্ষাতের সময় ও স্থান সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য দিতে বলা হ'ত। এছাড়া তাদেরকে তাদের প্রত্যক্ষদর্শীর নাম বলতে হ'ত, যদি কেউ থেকে থাকে অথবা কমপক্ষে তাদের নোটবুক পেশ করতে হ'ত। সাধারণত নোটবুকের সাথে শ্রবণের (সামা') দলীল সংযুক্ত থাকত।[৮] আবার কখনো কখনো সহপাঠীরা নোটবুকে দস্তখত করার মাধ্যমে সত্যায়ন করত। এমনও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ছাত্ররা নোটবুক চেক করে তাতে অসঙ্গতি খুঁজে বের করে জালিয়াতদের মুখোশ উন্মোচন করে দিত।[৯]

এক সময় এটি একটি স্বীকৃত রীতি হয়ে দাঁড়াল যে, যে দরস প্রদান করতে চায়, তাকে তার নোটবুক পেশ করতে হবে।[১০] শায়খরা যদি তাদের নোটবুক পরীক্ষা করতে দিতে অস্বীকৃতি জানাতেন, তাহ'লে ছাত্ররা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করত। ইবনু মাঈন (মৃ. ২৩৩ হি.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি একবার একজন শিক্ষকের নিকট থেকে তাঁর নোটবুক নিয়ে যাচাই করেছিলেন।[১১] আরেকটি ঘটনা বর্ণিত আছে, খত্বীব বাগদাদী একবার একজন শিক্ষককে নোটবুক পেশ করতে বলেছিলেন,

---

* *শিক্ষার্থী, ইংরেজী বিভাগ, ২য় বর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. তারীখু বাগদাদ, ২/২০-২১।
২. প্রাগুক্ত, ২/১০; ৯/৪৫৭; ১২/২৭৩।
৩. প্রাগুক্ত, ৯/৪৫৭।
৪. প্রাগুক্ত, ১৪/৩৪০।
৫. প্রাগুক্ত, ১১/২২।
৬. ইয়াকূত, মু'জামুল উদাবা, ৭/২৮।
৭. তারীখু বাগদাদ, ৩/৩৮০-৮১।
৮. প্রাগুক্ত, ২/২১৯; ১৩/৪৪৫।
৯. প্রাগুক্ত, ২/২২০; ৭/১৮৫।
১০. প্রাগুক্ত, ৮/৪০৩-৪; ৯/৪৬৬; ১৩/১২০।
১১. প্রাগুক্ত, ১২/২৭৯-৮০।

কিন্তু তিনি পেশ করতে পারেননি। ফলে তিনি পাঠদানের অনুমতিও পাননি।[১২]

শ্রবণের সত্যায়ন :

শ্রবণের (সামা') সত্যায়ন বা অনুমতি দানের রীতি থেকে একসময় পাঠদানের অনুমতি (ইজাযত) আত্মপ্রকাশ করে। নীতিগতভাবে একজন ব্যক্তি যদি কোন কথা সরাসরি শিক্ষকের নিকট থেকে শ্রবণ না করে থাকে, তাহ'লে তা তার নামে প্রচার করতে পারবে না। যাহোক, সামা' বলতে কেবল শিক্ষক বা পাঠের দায়িত্বরত ব্যক্তির নিকট থেকে শ্রবণ করা বুঝায় না; বরং শ্রবণসংশ্লিষ্ট আরো কিছু বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন,

ক) শিক্ষক স্বরচিত কিতাব, নোটবুক বা স্মৃতি থেকে বলেছিলেন।

খ) কোন ছাত্র শিক্ষকের কিতাব, নোটবুক বা নিজ স্মৃতি থেকে বলেছিল।

গ) কেউ একজন কথাগুলো শিক্ষকের সামনে পেশ করেছিল।

শেষোক্ত দু'টি সম্ভাবনা যেখানে অন্য কেউ শিক্ষকের সামনে একটি 'বিষয়' পেশ করছে, তাকে 'আল-আরয' (প্রেজেন্টেশন) বলা হ'ত।

শ্রবণের সত্যায়ন ছাড়াও 'মুনাওয়ালা'কেও (হস্তান্তর করা) ইলম প্রচারের একটি স্বীকৃত পন্থা হিসাবে বিবেচনা করা হ'ত। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি ছিল এমন,

ক) শিক্ষক যদি তার নোটবুক বা নোটবুকের অংশবিশেষ কাউকে হস্তান্তর করেন এবং সাথে সাথে এটা নিশ্চিত করেন যে, তিনি নিজে ওটা রচনা করেছেন বা তাতে উল্লেখিত শিক্ষকদের দরসে বসে লিপিবদ্ধ করেছেন।

খ) যদি কোন ছাত্র শিক্ষক রচিত কিতাব বা নোটবুকের অংশবিশেষ শিক্ষকের সামনে পেশ করে তা প্রচারের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে।[১৩]

সাধারণত সংকলকের (শায়খ) অনুমতি ব্যতিরেকে তার কিতাবের কোন কিছু প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে বলা হ'ত। কারণ এটা ছিল শ্রবণনীতির (সামা') সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। তথাপি এ ধরনের বর্ণনার উদাহরণ পাওয়া যায়।[১৪] অনেক সময় শিক্ষকদের বিরুদ্ধে গবেষণায় চৌর্যবৃত্তি বা সংকলকের বিনা অনুমতিতে তার কিতাব থেকে পাঠদানের অভিযোগ উঠত।[১৫]

ইলমী যোগ্যতার সনদ/পাঠদানের অনুমতিপত্র :

প্রাথমিক অবস্থায় শ্রবণের (সামা') সত্যায়নই পাঠদানের অনুমতি (ইজাযা) হিসাবে কাজ করত এবং সে যুগে সত্যায়ন করা হ'ত মৌখিকভাবে।[১৬] ২৭৬ হিজরী সনে আহমাদ বিন আবু খায়ছামা নিজ হাতে একটি ইজাযা লিখেছিলেন এবং সম্ভবত ওটাই হ'ল এখনো বিদ্যমান সবচেয়ে প্রাচীন ইজাযা।[১৭] পরবর্তীতে হিজরী ৪র্থ শতকে পাঠদানের অনুমতিপত্র হিসাবে ইজাযা একটি স্বীকৃত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোন কোন সময় এটা নোটবুকের সাথে জুড়ে দেয়া হ'ত বা কখনো কখনো এটা স্বতন্ত্রভাবে লেখা হ'ত। উপরন্তু পাঠদানের স্থান ও কাল, ইজাযা প্রদানকারীর নাম এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নামও ইজাযাতে উল্লেখ থাকত। প্রকৃতপক্ষে শুরুর দিকে একজন ব্যক্তি শিক্ষক হিসাবে তার অধিকার বলে ব্যক্তি বিশেষকে বা দরসে অংশগ্রহণকারীদেরকে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে পাঠদানের অনুমতি স্বরূপ ইজাযা প্রদান করতেন। কারণ সেসময় কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার পক্ষ থেকে ইজাযা প্রদান করা হ'ত না।[১৮]

হাদীছের ক্ষেত্রে মাত্র একটি হাদীছ বা একটি সংকলিত কিতাবের জন্য ইজাযা লাভ করা সম্ভব ছিল। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে ইজাযা দেয়া হ'ত একটি সুনির্দিষ্ট শাস্ত্র পড়ানোর জন্য। যেমন 'ইজাযা লিত তাদরীস' দেয়া হ'ত ফিক্বহ শাস্ত্র পড়ানোর জন্য। তবে এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের নির্দিষ্ট কিছু কিতাব পড়ানো হ'ত। যাহোক, এভাবে ইজাযা এক সময় প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রীর রূপ পরিগ্রহ করল। ফিক্বহী কোর্সগুলো যখন সুবিন্যস্ত হ'ল এবং সময়ের নিয়ম অনুযায়ী ছাত্রদের একটা সময়সীমা বেঁধে দেয়া হ'ল, তখন ফিক্বহ শাস্ত্র পড়ানো ও ফৎওয়া প্রদানের অনুমতি (ইজাযা লিত তাদরীস ওয়াল ইফতা) পেতে হ'লে ছাত্রদেরকে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হ'তে হ'ত। যদিও সেই ইজাযা সুনির্দিষ্ট কিতাব বা কিতাবাদির জন্য প্রযোজ্য ছিল।

শিক্ষকদের তালিকা :

আরেকটি বিষয় রয়েছে, যা মূলতঃ ব্যক্তির জ্ঞানের গভীরতা নির্দেশ করে। তা হচ্ছে 'মু'জামুল মাশায়েখ' (শিক্ষকদের তালিকা)। নিজ নিজ শিক্ষকের সংখ্যা গণনা করতে ছাত্ররা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাদীছের ছাত্ররা এই তালিকা লিপিবদ্ধ করত।[১৯] উপরন্তু তালিকার সত্যতা নিশ্চিত করতে বা পাঠদানের অনুমতি দিতে শায়খগণ ও অন্যান্য ছাত্ররা তালিকাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করত।

হাদীছের ছাত্রদের বহুসংখ্যক শিক্ষক থাকত। কখনো কখনো সেই সংখ্যা হ'ত শত শত। দু'জনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, একজন তার শিক্ষকের সংখ্যা ৬০০ দেখিয়েছিল।[২০] অপরদিকে আরেকজন গর্ব করেছিল যে, তার শিক্ষকের সংখ্যা ৬০০০।[২১] ইমাম বুখারীর ব্যাপারে বলা হয়, তার শিক্ষক ছিল ১০০০ জন।[২২]

---

১২. *প্রাগুক্ত, ৮/১৬-৭; এস খোদাবখশ, 'দি এডুকেশনাল সিস্টেম অব দ্য মুসলিমস্ ইন দ্য মিডল এজেস' ইসলামিক কালচার ১ (১৯২৭), পৃ. ৪৫৫-৫৬।*
১৩. *খতীব বাগদাদী, কিতাবুল কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ (হায়দ্রাবাদ-দাক্ষিণাত্য, ১৩৫৭ হিঃ/১৯৩৮ খ্রি.), পৃ. ৩১১।*
১৪. *তারীখু বাগদাদ, ২/৫৪; ২/১৭৭; ৪/৭২-৪; ৭/১৭৭।*
১৫. *প্রাগুক্ত, ১, ৩৫৪; ১১/১৩৩; ১৪/২০১-২।*
১৬. *খতীব বাগদাদী, তাকয়ীদুল ইলম (দামেশক : ১৯৪৯), পৃ. ১০১।*
১৭. *জামালুদ্দীন কাসেমী, কাওয়াইদুত তাহদীছ (দামেশক : ১৯২৫), পৃ. ১৯০-৯১।*
১৮. *Cf. EI/2nd ed. under Ijaza; The Rise of Colleges. pp. 148 ff.,270 ff; "Abdallah Fayyad, al-Ijazat al-ilmiyya 'ind al-Moslimeen. (Baghdad, 1967).*
১৯. *তারীখু বাগদাদ, ১১/২০৩; এ এস ট্রাইটন, ম্যাটেরিয়ালস অন মুসলিম এডুকেশন ইন দ্য মিডল এজেস (লণ্ডন : ১৯৫৭), পৃ. ১৯৩-৪।*
২০. *তারীখু বাগদাদ, ৮/৩১৪; ১২/৩১৬।*
২১. *প্রাগুক্ত, ১২/৪৪০।*
২২. *প্রাগুক্ত, ২/১০।*

জ্ঞান আহরণে সফর (রিহলা) :

নিঃসন্দেহে ইলমে হাদীছই ছাত্রদেরকে যত বেশি সংখ্যক শিক্ষকের নিকট থেকে সম্ভব জ্ঞান আহরণ করতে উৎসাহী করে তুলেছিল। একবার এক পিতা তার সন্তানকে এক লক্ষ দিরহাম প্রদান করে নছীহত করলেন যে, সে যেন এক লক্ষ হাদীছ না শিখে ঘরে না ফেরে।[২৩] মুসলিম পণ্ডিতদের নীতি ছিল তারা কেবল তাদের স্থানীয় বা নিকটস্থ শহরের শিক্ষকের নিকট পড়াশোনা করে ক্ষান্ত হ'তেন না; বরং বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তেন।[২৪] কারণ সেসময় রিহলা (ইলম হাছিলের উদ্দেশ্যে সফর) ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। যেসব শায়খদের দরসে দূরদূরান্ত থেকে ছাত্ররা হাযির হ'ত, তারা মর্যাদাপূর্ণ 'আর-রিহলা' অভিধায় ভূষিত হ'তেন।

নিরাপদে গন্তেব্য পৌঁছাতে ছাত্ররা অধিকাংশ সময় হজ্জযাত্রী দল কিংবা ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে যোগ দিত।[২৫] বলা হয়ে থাকে, রিহলার জনপ্রিয়তার পেছনে হজ্জই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।[২৬] হজ্জ কাফেলা ছাত্রদেরকে সহযাত্রী শায়খদের নিকট থেকে ইলম হাছিল করার এবং বিভিন্ন ইলমী কেন্দ্র পরিদর্শন করার সুযোগ করে দিত। হজ্জের সফরে কাফেলা গুলো সাধারণত বড় বড় শহরে যাত্রাবিরতি করত। এসব সফর যে শায়খদেরকে কতদূর নিয়ে যেত, যুহরীর (মৃ. ২৫৮ হি.) জীবন থেকে তা ভালোভাবে বুঝা যায়। তিনি নিশাপুর থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন এবং বছরা, হিজায, জাযীরা, মিশর ও সিরিয়ায় ইলম হাছিল করেছেন। পরবর্তীতে তিনি বাগদাদ, বছরা ও নিশাপুরে দরস প্রদান করেছেন।[২৭]

কায়রোয়ানের আরেকজন শায়খ প্রায় সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন এবং নিশাপুরে পাঠদান করেছেন। অতঃপর সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[২৮]

জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে করা এসব সফরের দূরত্ব যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তার প্রমাণ মেলে একজন শায়খের জবাব থেকে। একবার তাকে তার সংকলিত হাদীছের পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি শুধু বলেন, 'আমি কূফার নিকটবর্তী একটি ছোট শহর 'জার'আ' থেকে যাত্রা শুরু করেছি এবং কাবুল ও গযনীর মধ্যবর্তী একটি শহর 'সাজা' পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি'।[২৯]

খত্বীব বাগদাদী নিম্নোক্ত ভাষায় রিহলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন, 'রিহলার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ তৎকালীন শায়খদের দরসে স্বশরীরে হাযির হয়ে উচ্চতর 'ইসনাদ' (রাবীদের পরম্পরা) হাছিল করা। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিতদের (হুফফায) সাথে সাক্ষাৎ করা এবং তাদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ফায়েদা হাছিল করা'।[৩০]

২৩. *প্রাগুক্ত, ১১/৪৪৭।*
২৪. *ইবনে খালদূন, মুক্বাদ্দামা, সম্পাদক : আলী আব্দুল ওয়াহিদ ওয়াফী (কায়রো : ১৩৭৬হি./১৯৫৭খ্রি.) পৃ.৩৯৯-৪০০।*
২৫. *প্রাগুক্ত, ৫/৩১৩-৪; ১০/১৫৭-৮; ১২/২২২।*
২৬. *Alfred von Kremer, Culturgescichte des Orients unter den Chalifen (Wien, 1875-77), II, p. 436.*
২৭. *তারীখু বাগদাদ, ৩/৪১৫-২০।*
২৮. *প্রাগুক্ত, ৯/১১৩।*
২৯. *প্রাগুক্ত, ৪/১৩৯।*
৩০. *সুয়ূতী, তাদরীবুর রাবী (কায়রো : ১৩০৭হি./১৮৮৯-৯০খ্রি.) পৃ. ১৭৭।*

কোন কোন সফরে ছাত্ররা শিক্ষকদের সঙ্গ দিত। ইমাম শাফেঈর কতিপয় ছাত্র তার সঙ্গে ইয়েমেন গিয়েছিল।[৩১] আরেকজন শায়খ আটজন ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে নিশাপুর থেকে বাগদাদে এসেছিলেন।[৩২] সুফিয়ান ছাওরী (মৃ. ১৭১ হি.) তার ছাত্রদেরকে তার সঙ্গে খুরাসান সফরের অনুমতি দেননি। কিন্তু তিনি যখন বাগদাদে যাত্রা বিরতি করলেন, তখন দেখলেন কয়েকজন ছাত্র তার আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। সেখান থেকে তিনি তাদেরকে হুলওয়ান পর্যন্ত এবং তারপর বুখারা ও খুরাসান পর্যন্ত সহযাত্রী হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন।[৩৩]

অনেক সময় শিক্ষকবৃন্দই বহিরাগত ছাত্রদের (গুরাবা) দেখাশোনা করতেন। জেলখানা থেকে একজন শায়খ (মৃ. ২৩১ হি.) তার বন্ধুর নিকট এই মর্মে পত্র লেখেন যে, সে যেন বহিরাগত ছাত্রদের প্রতি সর্বোচ্চ দয়া প্রদর্শন করে।[৩৪] আরেকজন শায়খ একজন বহিরাগত ছাত্রকে তার সঙ্গে থাকার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।[৩৫] এমনিভাবে আরেকজন শায়খ বহিরাগত ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য পঞ্চাশটি শয্যা প্রস্তুত রেখেছিলেন।[৩৬] বড় বড় শহরগুলিতে সরাইখানা ছিল। বিশেষত বাগদাদে এধরনের অতিথিশালা ছিল।[৩৭] অনেক ছাত্র ব্যক্তিগতভাবে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকত।[৩৮] মিশরীয় মন্ত্রী আবুল ফারাজ ইয়াকূব বিন কিল্লিস (মৃ. ৩৮০ হি.) ফাতেমীয় খলীফার নিকট থেকে আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য একটি ভবন নির্মাণের অনুমতি লাভ করেছিলেন।[৩৯] এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে 'মুজাবির' (প্রতিবেশী বা আশ্রয় প্রার্থী) বলা হ'ত। নিশাপুরে ছাত্রদেরকে 'জীরান' বলা হ'ত। কারণ তাদের অধিকাংশই মাদ্রাসার অভ্যন্তরে থাকত।[৪০]

শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে 'খান'-এর ভূমিকা :

মূলতঃ 'খান' হ'ল মহাসড়কে অবস্থিত রাত্রি যাপনের সুবিধাসম্বলিত একটি বিরতিকেন্দ্র। ব্যবসায়ীরা সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করত এবং ডাকাতের হাত থেকে নিরাপদ থাকত। তবে শহরে 'খান' বলতে বুঝাত গুদামঘর বা দোকানপাটের সমষ্টি। উদাহরণ হিসাবে কায়রোর 'খানে খলীলী'র নাম করা যায়। 'খানগুলোতে' ব্যবসায়ীরা পরিমিত ভাড়ার বিনিময়ে অবস্থান করতে পারত এবং অনেক সময় সেখানে বহিরাগত ছাত্রদের জন্য বহু শয্যাবিশিষ্ট কক্ষ বিদ্যমান থাকত। ইবনে মুবারক (মৃ. ১৮১ হি.) তারছূছ শহরের রাক্কা নামক স্থানের একটি খানে থাকতেন।[৪১] প্রখ্যাত

৩১. *তারীখু বাগদাদ, ১০/৪৪৯।*
৩২. *প্রাগুক্ত, ১২/২২২।*
৩৩. *প্রাগুক্ত, ৯/১৫২-৩।*
৩৪. *প্রাগুক্ত, ১৪/৩০২।*
৩৫. *প্রাগুক্ত, ৮/৩৫১।*
৩৬. *প্রাগুক্ত, ৩/১৩৬।*
৩৭. *প্রাগুক্ত, ৭, পৃ.২৯৫, ৩০৪; ১১/৩৩৪; ১১/৩৩৪, ৩৪৯; ১৩/৩২০; আরো দেখুন : Le Strange. বাগদাদ, পৃ. ৫৯, ২৫৫, ২৭২।*
৩৮. *প্রাগুক্ত, ২/১৩, ৭৪-৫, ১৬৫।*
৩৯. *মাক্বরীযী, আল-খিতাত, ২/২৭৩।*
৪০. *Sarifini, Muntakhab min kitāb al-Siyāq li-tārīkh Nīsābūr. fol. 36 b Z. 4.*
৪১. *তারীখু বাগদাদ, ৯/১৫৯।*

www.at-tahreek.com

কবি মুতানাব্বী (মৃ. ৩৫৪ হি.) বাগদাদের দারবে যা'ফারানী এলাকায় অবস্থিত ইবনু হামীদের 'খান'-এ অবস্থান করেছিলেন।[৪২] বাগদাদের একমাত্র 'খান' যেটি এখনো বিদ্যমান, সেটি হচ্ছে 'খানে আবু যিয়াদ'। ইবনু যাত্বিয়া এটার কাছাকাছি এক জায়গায় অবস্থান করতেন বলে 'তারীখে বাগদাদে' উল্লেখিত হয়েছে।[৪৩]

'খানগুলো' যে পাঠদানের কাজেও ব্যবহৃত হ'ত, তা বেশ কিছু প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। আয-যাব্বী 'খানে ইয়ামানিয়া'তে পাঠদান করতেন। আর এটি মুহাওওয়াল এলাকায় অবস্থিত ছিল।[৪৪] অতঃপর আল-ক্বুসী সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি ২৪০ হিজরীতে 'খানে সিন্দীতে' পাঠদান করেছেন।[৪৫] বাগদাদের কারখ এলাকায় অবস্থিত 'খানে ইসহাকে' খত্বীব বাগদাদী ও আরো অনেকে আবুল হাসান বিন গরীবের (মৃ. ৪৪৯ হি.) নিকট দরস গ্রহণ করেছেন।[৪৬] আরেকজন ফক্বীহ-এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, তিনি একটি 'খানে' অবস্থান করতেন এবং সেখান থেকে ফিক্বহের জ্ঞান ছড়িয়ে দিতেন।[৪৭] আবুল ওয়ালীদ হাসান বিন মুহাম্মাদ বালখী নিশাপুরের 'খানে ফুরসে' থাকতেন এবং এই একই খানের মসজিদে তিনি হাদীছের দরস প্রদান করতেন।[৪৮]

এখানে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশে 'খানে'র যে ভূমিকা তুলে ধরা হ'ল, প্রকৃতপ্রস্তাবে খানের ভূমিকা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। আবু মুহাম্মাদ আস-সিজিস্তানী (মৃ. ৩৮৫হি.) বাগদাদে একটি খান নির্মাণ করে তা শাফেঈ মাযহাবের ছাত্রদের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। এটি প্রায় দুইশত বছর পরেও হিজরী ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিল।[৪৯] বাগদাদের একটি মসজিদও তিনি নির্মাণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়। মসজিদটি ছিল শাফেঈ মাযহাবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র।[৫০] শাফেঈ মাযহাবের বিখ্যাত ফক্বীহ দারাকী (মৃ. ৩৭৫ হি.) এই মসজিদে দরস দিতেন।[৫১] পরবর্তীতে আবু মুহাম্মাদ আল-ওয়াফী এবং আবুল আব্বাস আবীওয়ারদী (মৃ. ৪২৫ হি.) পর্যায়ক্রমে তার চেয়ারের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।[৫২]

বাগদাদের ক্বাতী'আতুর রাবী'-এ হানাফী মাযহাবের ছাত্রদের জন্যও একটি 'খান' ছিল। এটি অবশ্য ৪৪৩ হিজরীতে হামলা ও লুটপাটের শিকার হয়েছিল।[৫৩] এছাড়াও এই শহরের যে মসজিদে আবু ইসহাক সিরাজীর (মৃ. ৪৭৬ হি.) দরস অনুষ্ঠিত হ'ত, তার বিপরীত দিকে অবস্থিত 'বাবুল মারাতীবে' শাফেঈ মাযহাবের ছাত্রদের জন্য আরেকটি খান ছিল। তাকে মাদ্রাসা নিযামিয়ায় শিক্ষকের আসন বরণ করতে বলা হ'লে প্রথমে তিনি সম্মত হননি। অবশ্য পরবর্তীতে তিনি তা অলঙ্কৃত করেন। সিরাজীর ১০-২০ জন ছাত্র সবসময় সেখানে থাকত।[৫৪]

মসজিদ-খানের সমন্বিত ভূমিকা :

হিজরী ৪র্থ শতক নাগাদ বোধহয় মসজিদ ও খান যৌথভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছিল। প্রসিদ্ধ খত্বীব ইসমাঈল ছাবূনী নিশাপুরের 'খানে হোসাইনে' দীর্ঘ ষাট বছর যাবৎ প্রতি শুক্রবার মজলিসের আয়োজন করতেন।[৫৫] বদর বিন হাসনুওয়াইহ কুরদী (মৃ. ৪০৫ হি.) ৩৬৯ হিজরীতে আযদুদ্দৌলা পিতার মৃত্যুর পর তার শাসনামলে কয়েকটি প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন এবং তিনি তার প্রদেশগুলিতে বিপুল পরিমাণে মসজিদ-খান নির্মাণ করেছিলেন বা মসজিদ-খানের ইলমী গুরুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে সেসময়ের এমন দুই থেকে তিন হাযার স্থাপনার কথা জানা যায়।[৫৬] বহিরাগত ছাত্রদের এসব প্রতিষ্ঠানে থাকার ব্যবস্থা করা হ'ত এবং খুব সম্ভবত তাদেরকে খাবারও সরবরাহ করা হ'ত।[৫৭]

প্রকৃতপক্ষে হিজরী ৪র্থ শতক থেকে মসজিদ-খান ও মাদ্রাসাসমূহ পাশাপাশি বিরাজ করেছে। বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলের নিশাপুর ও অন্যান্য জায়গায় এমনটি হয়েছিল।[৫৮] দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ৪৫৯ হিজরীতে মাত্র চার মাসের ব্যবধানে বাগদাদে 'মাদরাসা মাশহাদে আবু হানীফা' ও 'মাদরাসা নিযামিয়া'র মতো দু'টি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।[৫৯] তবে নবনির্মিত এসব মাদ্রাসা ও পুরনো বিদ্যাপীঠগুলির মাঝে কারিকুলাম, পঠন-পাঠনের পদ্ধতি বা ছাত্র-শিক্ষকদের সামাজিক অবস্থানগত কোন পার্থক্য ছিল না। এসব প্রতিষ্ঠানে নতুন করে কোন আর্থিক বিষয়ও যুক্ত করা হয়নি। কারণ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার বহু আগে থেকেই ছাত্রদেরকে ভাতা এবং শিক্ষকদেরকে সম্মানী প্রদান করা হ'ত। মূল পার্থক্য ছিল প্রশাসনিক ক্ষমতায়। যেমন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্তের ক্ষেত্রে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও তার উত্তরাধিকারীদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। যদিও পুরনো বিদ্যাপীঠগুলিতে এটি ছিল সম্পূর্ণরূপে তাদের আওতা বহির্ভূত।[৬০]

---

৪২. *প্রাগুক্ত, ৭/৩০৪।*
৪৩. *প্রাগুক্ত, ১১/৩৪৯।*
৪৪. *প্রাগুক্ত, ৭/২৯৫।*
৪৫. *প্রাগুক্ত, ১৩/৩২০।*
৪৬. *প্রাগুক্ত, ১১/৩৩৪।*
৪৭. *তানূখী, নিশওয়ারুল মুহাযারা ওয়া আখবারুল মুযাকারা (বৈরূত : ১৯৭১), ১/৪৬।*
৪৮. *'Abd al-Ghafir al-Farisi, Siyaq li-Tarikh Nishapur, vol. 5 b Z. 9.*
৪৯. *মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মালিক হামাদানী, আত-তাকমিলাহ. A.Y. Kan'an কর্তৃক সম্পাদিত, (বৈরূত : ১৯৬১), পৃ. ১৮২।*
৫০. *Le Strange. Baghdad, pp. 58, 123, 143.*
৫১. *তারীখু বাগদাদ, ১০/৪৬৩-৬৫।*
৫২. *প্রাগুক্ত, ১০/৫১-২।*
৫৩. *ইবনুল জাওযী, মুনতাযাম, ৭/১৫০।*
৫৪. *প্রাগুক্ত, ১০/৩৭।*
৫৫. *Sarifini, Muntakhab, fol. 38 b Z. 10-12.*
৫৬. *ইবনুল জাওযী, মুনতাযাম, ৭/২৭২।*
৫৭. *মাক্বদেসী, দি রাইজ অব কলেজেস. পৃ. ৩১।*
৫৮. *৩২৫ হিজরী মোতাবেক ৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে বুখারার মাদ্রাসায়ে ফারজাক আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে যায়। আর এটাই হ'ল মাদ্রাসা সংক্রান্ত সবচেয়ে প্রাচীন তথ্য, যা উদ্ধৃত হয়েছে। দেখুন: cf. Narshakhi, Ta'rikh-e Bukhara, ed. Schefer 93, viz Heinz. Halm, "Die Anfänge der Madrasa." p. 438*
৫৯. *মা'রূফ নাজী, মাদারিস কবলান নিযামিয়াহ, বাগদাদ (১৯৭৩); ইমাদ আব্দুস সালাম রঊফ, মাদারিসু বাগদাদ ফিল আছরিল আব্বাসী (১৯৬৬), আসাদ তালাস, Le madrasa nizamiya et son histoire. (প্যারিস ১৯৩৯)।*
৬০. *মাক্বদেসী, দি রাইজ অব কলেজেস, পৃ. ২৭।*

মাশহাদ ও খানকা :

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশে কারামতীদের খানকা বা সমাধিক্ষেত্র (মাশহাদ; মাকবার) যে ভূমিকা পালন করেছে, তা এখনো পুরোপুরি জানা যায়নি। তবে এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, কখনো কখনো সমাধিক্ষেত্রগুলিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। নিশাপুরের মাদ্রাসা ছাবূনিয়া সম্ভবত আবু নছর আব্দুর রহমান বিন আহমাদের (মৃ. ৩৮২ হি.) সমাধিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এমনিভাবে হিজরী ৫ম শতকে সমরকন্দের কুছাম বিন আব্বাসের সমাধিতে দরস অনুষ্ঠিত হ'ত।[৬১] এক্ষেত্রে বাগদাদে 'মাশহাদে আবু হানীফা' ও কায়রোয় 'মাশহাদে হুসাইনীকে' সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসাবে পেশ করা যায়। এমনিভাবে খানকাহগুলিতেও মাদ্রাসা গড়ে উঠেছিল। উদাহরণস্বরূপ, মুহাম্মাদ বিন হিব্বান বুসতী (মৃ. ৩৫৪হি.) ও ইবনু ফারূকের (মৃ. ৪০৬ হি.) মাদ্রাসার কথা বলা যায়।[৬২]

লাইব্রেরী ও দারুল ইলম :

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশে লাইব্রেরীর যে ভূমিকা তা এখনো পুরোপুরি আবিষ্কৃত হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব মসজিদে লাইব্রেরী যুক্ত থাকত। যেমনটি বর্তমানেও কায়রোয়ান ও সান'আ জামে মসজিদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাদিয়া বা উইল মারফত কিতাবাদি সংগৃহীত হ'ত। যেমন খত্বীব বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩ হি.) তার সমস্ত কিতাব মুসলিমদের ব্যবহারের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন।[৬৩] মাদ্রাসার সাথেও লাইব্রেরী যুক্ত থাকত। বিশেষ করে বাগদাদে মাদ্রাসা নিযামিয়ার লাইব্রেরীটি উচ্চ প্রশংসা কুড়িয়েছিল। লাইব্রেরীগুলিতে দরসী কার্যক্রম চলত কি-না তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। বাগদাদের নিকটবর্তী কারকারে আলী বিন ইয়াহইয়া মুনাজ্জিমের (মৃ. ২৭৫ হি.) লাইব্রেরীতে (খিযানাতুল হিকমা) শায়খদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হ'ত।[৬৪] শাফেঈ মাযহাবের ফক্বীহ ও কবি জা'ফর বিন মুহাম্মাদ বিন হামদান মাওছিলী (মৃ. ৩২৩ হি.) তার নিজ শহর মাওছিলে একটি দারুল ইলম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেখানেও শায়খদেরকে এমনিভাবে বরণ করে নেয়া হ'ত। সেখানকার লাইব্রেরীটি (খিযানাতুল কুতুব) সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং অভাবীদেরকে কাগজ সরবরাহ করা হ'ত। প্রতিষ্ঠাতা এখানে কাব্যের উপর ভাষণ দিতেন।[৬৫] অবশ্য পরবর্তীতে আযদুদ্দৌলা লাইব্রেরীটি (খিযানাতুল কুতুব) অভিজাত শ্রেণীর জন্য সীমিত করে দিয়েছিলেন। এমনকি ইবনে সীনার মতো ব্যক্তিত্বকেও বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে প্রবেশ করতে হ'ত।[৬৬]

শরীফ রাযীর (মৃ. ৪০৬ হি.) বাগদাদে একটি 'দারুল ইলম' ছিল। এটি ছিল কিতাবে পরিপূর্ণ এবং ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত। ছাত্রদেরকে প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক ভাতা প্রদান করা হ'ত। উপরন্তু তিনি এখানে দরস প্রদান করতেন।[৬৭] ৩৮১/৩৮৩ হিজরীতে আবু নছর সাবূর বিন আরদাশির (মৃ. ৪১৬ হি.) নাম্নী বুওয়াহিদদের অধীন একজন মন্ত্রী বাগদাদে আরেকটি দারুল ইলম গড়ে তুলেছিলেন।[৬৮] 'খিযানাতুস সাবূর' নাম থেকে যেমনটি বোঝা যায়, এটি ছিল মূলত একটি লাইব্রেরী যেখানে প্রচুর পরিমাণে কিতাব মওজুদ ছিল। তবে এটি কবি ও শায়খদের মিলনমেলাও ছিল, যেখানে বিতর্ক ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হ'ত। ৪৫১ হিজরীতে এই জ্ঞানভাণ্ডারের ধ্বংস দেখে ইবনু হেলাল ছাবী (মৃ. ৪৮০হি.) একটি 'দারুল কুতুব' প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং তিনি নির্মিতব্য গ্রন্থাগারের জন্য তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা ১০০০ কিতাব ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। কেননা তিনি অনুভব করেছিলেন, 'খিযানাতুস সাবূরের' অনুপস্থিতি জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষতি সাধন করবে। পরবর্তীতে যখন মাদ্রাসা নিযামিয়া প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং এটার সাথে একটি চমৎকার লাইব্রেরীও যুক্ত হ'ল, তখন তিনি তার লাইব্রেরীটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কারণ তার কাছে তখন এটা অনাবশ্যক বলে মনে হয়েছিল।[৬৯]

যাহোক, কায়রোতে ফাতেমীয় খলীফা হাকীম কর্তৃক নির্মিত লাইব্রেরী দু'টির বৈশিষ্ট্য কিছুটা ভিন্ন ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, ফুসতাতে ক্ষণকালস্থায়ী সুন্নী 'দারুল ইলম' সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। এটি ৪০০ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং মালেকী মাযহাবের দু'জন ফক্বীহ এটার দেখাশোনা করতেন।[৭০] তবে ৩৯৫ হিজরীতে নির্মিত 'দারুল ইলমে' লাইব্রেরীর তো বটেই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও সকল উপাদান মওজুদ ছিল। বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হ'ত এবং ছাত্রদেরকে বিনামূল্যে কালি, কলম ও কাগজ সরবরাহ করা হ'ত। মনে করা হয় দারুল ইলমে বিভিন্ন বিষয়ে দরসের পাশাপাশি বিতর্ক ও আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হ'ত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হ'ল, ৪৩৫ হিজরীতে প্রস্তুতকৃত ক্যাটালগে জ্যোতির্বিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের উপর ৬৫০০টি কিতাবের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ :

এধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল সম্ভবত এজন্য যে, এখানে ইলমের এমন সব শাখা অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা মসজিদে বা প্রচলিত ইসলামী বিদ্যাপীঠগুলোতে গুরুত্ব পেত না। দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, জ্যামিতি, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, সঙ্গীত ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতো প্রাচীন শাস্ত্রগুলি (উলূমুল আওয়ায়িল; আল-উলূমুল কাদীমাহ) মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষা

৬১. *বুখারা, তাসখন্দ ও নিশাপুরের আরো উদাহরণ দেখুন: Halm, "Anfänge" p. 440.*
৬২. *মা'রূফ, মাদারিস, পৃ. ২৬, ২৮।*
৬৩. *ইয়াকূত, ইরশাদ ১/২৫২; ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'য়ান (কায়রো : ১২৯৯হি./১৮৮১-২খ্রি.) খণ্ড ১, পৃ. ২৭।*
৬৪. *ইয়াকূত, ইরশাদ, ৫/৪৫৯, ৪৬৭ পৃ.।*
৬৫. *প্রাগুক্ত, ২/৪২০; ৭/১৯৩ পৃ.।*
৬৬. *মাক্বদেসী, আহসানুত তাক্বাসীম ফী মা'রিফাতিল আকালীম. (M.J. de Goeje কর্তৃক সম্পাদিত) (লাইডেন, ১৯০৬), পৃ. ৪৪৯।*
৬৭. *ইয়াকূত, ইরশাদ, ১/২৪২।*
৬৮. *ইয়াকূত, মু'জামুল বুলদান, মুহাম্মাদ আমীন খানজী এবং আহমাদ বিন আমীন শানক্বীতী কর্তৃক সম্পাদিত (কায়রো : ১৯০৬খ্রি.), ২/৩৪২ পৃ.।*
৬৯. *ইবনুল জাওযী, মুনতাযাম, ৮/২১৬।*
৭০. *যাহাবী, তারীখুল ইসলাম (হায়দ্রাবাদ-দাক্ষিণাত্য, ১৩৩৭হি./১৯১৮-৯খ্রি.), ১/১৮৬ পৃ.; ইবনু তাগরি বিরদী, আন-নুজূমুয যাহিরা (কায়রো : ১৯৩৮), ২/৬৪, ১০৫-৬ পৃ.।*

প্রতিষ্ঠানগুলিতে শেখানো হ'ত না। তবে নিজস্ব বাসভবনে বা অন্যান্য জায়গায় এসব শাস্ত্র পড়ানোয় কোন দোষ ছিল না। স্বাভাবিকভাবে এসব কিতাবাদি লাইব্রেরীতে রাখার ক্ষেত্রেও কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। তবে ৪৫১ হিজরীতে 'খিযানাতুস সাবূর' ধ্বংসের পর এধরনের শাস্ত্র চর্চার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। কারণ সেখানে প্রাচীন শাস্ত্রাবলীর উপর অসংখ্য পুস্তক মওজুদ ছিল। যাহোক, যেসব প্রতিষ্ঠানে সেসব শাস্ত্র পড়ানো হ'ত, আজকের দিনে আমরা সেসবের কাঠামো ও পাঠদানের ধরন সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না। তবে এটা নিশ্চিত যে, খলীফা ও মন্ত্রীদের মতো উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ এসব শাস্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

খালিদ বিন ইয়াযীদ (মৃ. ৮৫ হি.) গ্রীক শাস্ত্রের কিতাবাদি তরজমা করিয়েছিলেন।[৭১] খলীফা হারূনুর রশীদ (হি. ১৭০-১৯৩) ও তার পুত্র মামূন (হি. ১৯৮-২১৮) 'বায়তুল হিকমা' (বা খিযানাতুল হিকমাহ) প্রতিষ্ঠার জন্য খ্যাত হয়ে আছেন। সেখানে গ্রীক, ভারতীয় এবং পারসী বইপত্র তরজমা হ'ত। এটির সাথে একটি মহাকাশীয় মানমন্দির জুড়ে দেয়া হয়েছিল।

এছাড়াও সেখানে পণ্ডিতদের জন্য আলাদা কক্ষ সংরক্ষিত ছিল।[৭২] খলীফা মু'তাযিদ (হি. ২৭৯-৮৯) তার নতুন প্রাসাদ 'শাম্মাসিইয়াহ'তে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ও পণ্ডিতদের জন্য আলাদা কক্ষ সংরক্ষিত রেখেছিলেন। বিশেষজ্ঞদেরকে উপযুক্ত সম্মানী দেয়া হ'ত।[৭৩] মেডিকেল পুস্তকাদির বিখ্যাত অনুবাদক হোনাইন বিন ইসহাকের (মৃ. ২৬৪ হি.) লাইব্রেরীতে দুর্লভ কিতাবাদি ছিল।[৭৪]

ফাতেমীয় খলীফাসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রাচীন শাস্ত্রের পাশাপাশি সব ধরনের কিতাব সংগ্রহের ব্যাপারে একইরকম আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কায়রোতে ফাতেমীয়দের লাইব্রেরীটি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তম লাইব্রেরী হিসাবে বিবেচিত হ'ত।[৭৫] ইয়াকুব বিন কিল্লিস ও মুবাশশার বিন ফাতিকের সুবৃহৎ লাইব্রেরী ছিল এবং বিশেষ করে প্রথমজন জ্ঞানী-গুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তার প্রাসাদে ইসলামী ও প্রাচীন উভয় শাস্ত্রের উপর দরস, পর্যালোচনা ও প্রতিলিপিকরণ সম্পন্ন হ'ত।[৭৬]

হাসাপাতালগুলিতে এবং সাথে সাথে ব্যক্তিগত উদ্যোগেও চিকিৎসা শাস্ত্রের চর্চা হ'ত (উল্লেখ্য, হাসপাতালের প্রতিশব্দ 'মারিস্তান' যা ফার্সী শব্দ 'বিমারিস্তান'-এর কিঞ্চিত পরিবর্তিত রূপ)। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো ব্যাপার হ'ল, সম্ভবত ইলমে হাদীছের সাধারণ নিয়ম-কানুন অনুসরণ করেই চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যয়ন সম্পন্ন হ'ত। যেমন ইবনু তাইয়িব (মৃ. ৪৩৫হি.)-এর 'গ্যালেনের ব্যাখ্যা' (কমেন্ট্রি অন গ্যালেন) কিতাবের উপর শ্রবণের (সামা') সত্যায়ন স্বরূপ মূল লেখকের যে দস্তখত ছিল, ইবনু আবী উসাইবী তা নিজে দেখেছেন। শ্রবণের সত্যায়নটি প্রমাণ করে যে, ৪০৬ হিজরীতে বাগদাদের 'বিমারিস্তানে আযূদী'তে স্বয়ং লেখকের তত্ত্বাবধানে কিতাবটি পঠিত হয়েছিল।[৭৭]

ইসলামী শাস্ত্রসমূহ :

মোটের উপর মসজিদ ছিল ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র (আল-উলূমুল ইসলামিইয়াহ/আল-উলূমুশ শারইয়াহ বা মুতাশারইয়াও বলা হয়)। ইবনে খালদূন এগুলিকে আল-উলূমুন নাক্বলিইয়াহ বলেও অভিহিত করেছেন। মূলত মুসলমানদের হাত ধরেই এসব শাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে। এধরনের কতিপয় শাস্ত্র হ'ল: ক) ইলমে কুরআন; খ) ইলমে হাদীছ গ) ইলমে ফিক্বহ; উছূলে ফিক্বহ ঘ) দ্বীনের উৎস ও মূলনীতি (উছূলুদ দ্বীন)। এছাড়াও অন্যান্য সহায়ক শাস্ত্রও মসজিদগুলিতে শেখানো হ'ত। যেমন, ১) আরবী ভাষাতত্ত্ব এবং এর সাথে যোগ হ'ত ভাষার বিভিন্ন দিক, যেমন, ব্যাকরণ (নাহু), অভিধান (লুগাত), রূপতত্ত্ব (ছরফ), ছন্দ (আরূয), অন্তঃমিল (কাওয়াফী), কাব্যতত্ত্ব ইত্যাদি ২) আরবদের ইতিহাস (আখবারুল আরব) ৩) আরবদের বংশধারা (আনসাব)।

জামে' মানছূরের 'কাব্য বা কবি গম্বুজ' (কুব্বাতুশ শু'আরা বা শি'র)-এ প্রতি শুক্রবার কবিতার মজলিস (মজলিসুশ শু'আরা বা শি'র) অনুষ্ঠিত হ'ত।[৭৮] এই একই মসজিদে আবুল আতাহিয়া কবিতার উপর দরস দিতেন।[৭৯] ২৫৭ হিজরীতে জামে আমরে আবুল হাসান সাররাজের আগ্রহে ত্বাবারী একটি কাব্য আসরের আয়োজন করেন।[৮০] সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব মদীনার প্রধান মসজিদে কবিতার উপর ভাষণ দিতেন।[৮১] এমনিভাবে মুসলিম বিন ওয়ালীদ স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করার জন্য বছরায় আসর বসাতেন।[৮২]

পরবর্তীতে বোধহয় মসজিদের মধ্যে কাব্য আসর করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল। ফলে তৎপরবর্তীকালে বিদ্বানদের নিজস্ব বাসভবনে কিংবা দারুল ইলমের মতো অন্যান্য জায়গায় কবিতার মজলিস অনুষ্ঠিত হ'ত। বিখ্যাত কবি আবুল 'আলা মা'আর্রী (মৃ. ৪৪৯ হি.) যখনই বাগদাদে গিয়েছেন, খিযানাতুস সাবূরে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে এসেছেন। এই দারুল ইলম-ই ছিল বাগদাদের শিক্ষিত সমাজের মিলনকেন্দ্র। এমনিভাবে এটি সেখানকার অভিজাত শ্রেণীর সাহিত্যসভার ভূমিকাও পালন করত।[৮৩] অবশ্য এটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না, বরং আমন্ত্রিত অতিথিরা কেবল প্রবেশ করতে পারত।

[ক্রমশঃ]

---

৭১. ইবনু নাদীম, আল-ফিহরিস্ত. Flügel কর্তৃক সম্পাদিত।
৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩; ইবনুল কিফতী, আখবারুল ওলামা বিআখবারিল হুকামা (লিপজিগ, ১৩২০হি./১৯০২খ্রি.), পৃ. ৯৮।
৭৩. মাকরীযী, আল-খিতাত ৪/১৯২ পৃ.; সুয়ূত্বী, হুসনুল মুহাযারা ২/১৪২ পৃ.।
৭৪. আখবারুল ওলামা, পৃ. ১২০-১; ইবনুল উসায়বিয়া, 'উয়ূনুল আমবা' ফী তাবাকাতিল আতিব্বা, নিযার রিযা কর্তৃক সম্পাদিত (বৈরূত : ১৯৬৫), ১/১৮৪-২০০।
৭৫. আল-খিতাত, ২/২৫৪।
৭৬. প্রাগুক্ত, ৩/৪,৯; কিফতী, তাবাকাতল আতিব্বা, ২/৯৬-৯৯।
৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩।
৭৮. তারীখু বাগদাদ, ৭/৭৮; ৮/২৪৯-৫০; ১২/৯৫-৬।
৭৯. ইসফাহানী, আল-আগানী, ৩/১৪৮।
৮০. ইয়াকূত, ইরশাদ, ৬/৪৩২।
৮১. ত্বাবারী ২/১২৬৬ পৃ.।
৮২. মারযুবানী, মুওয়াশশাহ, পৃ. ২৮৯-৯০।
৮৩. রাসায়িলু আবিল 'আলা (অক্সফোর্ড, ১৮৯৮). পৃ. ৩৪; আহমাদ ছা'লাবী, হিস্টোরি অব মুসলিম এডুকেশন (বৈরূত : ১৯৫৪), পৃ. ৩২।

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

-ড. *আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব*

(২য় কিস্তি)

কর্মজীবন :

শায়খ আলবানীর পিতা নূহ নাজাতী সিরিয়ার বিশিষ্ট আলেম হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষকতা ও গবেষণার পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহের জন্য ঘড়ি মেরামত করতেন। তাই স্বীয় রীতি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষাকালেই তিনি দ্বীন শিক্ষার সাথে সাথে জীবিকা অর্জনের জন্য আলবানীকে কাঠমিস্ত্রির কাজ শেখার ব্যবস্থা করেন। ৪ বছর তিনি এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।[১] পরবর্তীতে কাজটি কষ্টসাধ্য হওয়ায় পিতার পরামর্শে ও তত্ত্বাবধানে তিনি ঘড়ি মেরামতের কাজ শেখেন। অতঃপর নিজের জন্য পৃথক দোকান নির্মাণ করে কাজ শুরু করেন এবং এটাকেই মূল পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন।[২] এরপর ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি উক্ত পেশা ছেড়ে গবেষণাকর্মে পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন।

নিজের এ পেশার ব্যাপারে আলবানী বলতেন, 'আল্লাহ্র অশেষ রহমত যে, তিনি আমাকে প্রথম যৌবনেই ঘড়ি মেরামতের কাজ শেখার প্রতি আগ্রহী হওয়ার তাওফীক দান করেছিলেন। কেননা এটা এমন একটি স্বাধীন পেশা, যা ইলমে হাদীছে বুৎপত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে আমার জন্য বাধা হ'ত না। আমি মঙ্গলবার ও শুক্রবার ব্যতীত প্রতিদিন মাত্র তিন ঘণ্টা এর পিছনে ব্যয় করতাম। এই সময়ের মধ্যে অর্জিত জীবিকা আমার নিজের, পরিবারের ও সন্তানদের জন্য যথেষ্ট ছিল। আর রাসূল (ছাঃ) এ দো'আই করতেন যে, اللهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের পরিবারের জন্য পরিমিত রিযিক দান কর'।[৩]

মূলতঃ তাঁর কর্মজীবনের প্রায় সময়টাই ছিল অধ্যয়ন, গবেষণা, লেখালেখি, শিক্ষকতা ও দাওয়াতী কার্যক্রমে পরিপূর্ণ। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি সিরিয়ায় অতিবাহিত করেছেন। তবে শেষভাগে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে অবশেষে জর্দানের রাজধানী আম্মানে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন। নিম্নে তাঁর কর্মময় জীবনের মৌলিক দিকসমূহ তুলে করা হ'ল-

হাদীছ গবেষণায় আত্মনিয়োগ :

শায়খ আলবানী (রহঃ) জীবিকা নির্বাহের সামান্য সময়টুকু ছাড়া বাকি সময় ব্যয় করতেন হাদীছ শাস্ত্রের নিরন্তর গবেষণায়। 'মাকতাবা যাহেরিয়া' ছিল তাঁর জ্ঞানার্জনের মূল ঠিকানা। সেখানে তিনি এমনভাবে সময় অতিবাহিত করতেন যে, মনে হ'ত সেটা তাঁর চাকুরীস্থল। প্রতিদিন ছালাতের সময় বাদে বাকি সময়টুকু এমনকি কোন কোন দিন ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত একাধারে অধ্যয়ন, তাহক্বীক্ব ও তা'লীকে ব্যাপৃত থাকতেন। যোহরের ছালাতের সময় নিজে আযান দিয়ে লাইব্রেরীতে অবস্থানরতদের সাথে নিয়ে ছালাত আদায় করতেন। অধিকাংশ সময় সেখানেই অল্প পরিমাণ রুটি ও পানি দিয়ে দুপুরের খাওয়া শেষ করতেন এবং এশার ছালাত আদায় করে লাইব্রেরী ত্যাগ করতেন। লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ এই নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানসাধনা দেখে তাঁর জন্য লাইব্রেরীতে একটি পৃথক কক্ষ বরাদ্দ করে দেন।[৪]

প্রখ্যাত সঊদী সাংবাদিক ও পরিব্রাজক হামদ জাসির (১৯১০-২০০০ খৃ.) বলেন, 'আমি 'মাকতাবা যাহেরিয়া'য় অধিক যাওয়া-আসার কারণে শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানীকে চিনতাম। তাঁকে সেখানকার বিছানা সদৃশ গণ্য করা হ'ত। তিনি সেখানে সংরক্ষিত বইসমূহের সূচীপত্র তৈরী করতেন এবং বিরল পাণ্ডুলিপিসমূহ নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত থাকতেন'।[৫]

সিরীয় মুহাদ্দিছ ড. মাহমূদ মীরা (১৯২৯ খৃ.-) বলেন, 'শায়খ আলবানী 'মাকতাবা যাহেরিয়া'য় কোন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নামানোর জন্য মইয়ে আরোহণ করলে কখনো মইয়ে দাড়িয়েই তা খুলে পড়তে থাকতেন। এভাবে কোন কোন সময় দেখা যেত যে, ৬ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে, অথচ তিনি মইয়ের উপর দাঁড়িয়েই অধ্যয়নরত আছেন'।[৬]

একবার আব্দুল কুদ্দূস হাশেমী নামক জনৈক আলেম মুসনাদে আহমাদকে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)-এর রচনা হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, মুসনাদের মূল বর্ণনাকারী আবূবকর কাতী'ঈ মুসনাদের মধ্যে বহু মাওযূ' হাদীছ যুক্ত করেছেন। সঊদী আরবের সাবেক গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিয়ে শায়খ আলবানীকে এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

আলবানী এ ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ গবেষণায় মনোনিবেশ করার সংকল্প করেন। প্রথমে তিনি শায়খ আহমাদ আল-বান্না কর্তৃক মুসনাদে আহমাদের অধ্যায়ভিত্তিক সংকলিত মোট ২৪ খণ্ডে রচিত গ্রন্থ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل এর হাদীছসমূহ গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন।

---

১. *ছাফহাতুন বায়যা মিন হায়াতিল আলবানী, পৃ. ২১।*
২. *আলবানী: হায়াতুহু ওয়া দাওয়াতুহু, পৃ. ১০।*
৩. *হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু, পৃ. ৪৮।*
৪. *আবুল হাসান হাফেয আব্দুল খালেক, মুজাদ্দিদে দ্বীন মুহাদ্দিছে কাবীর মুহাক্কিকে শাহীর মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রিয়াদ: মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি.), পৃ. ৩৬-৩৭।*
৫. *আহমাদ জাসির, ফিল ওয়াতানিল 'আরাবী মিন রিহলাতি আহমাদ জাসির (রিয়াদ: মানশূরাতু মাজাল্লাতিল 'আরাব, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯ খ্রি.), ২/২২১ পৃ.।*
৬. *নূরুদ্দীন তালিব, মাক্বালাতুল আলবানী (রিয়াদ: দারু আতলাস, ১ম প্রকাশ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ২২০।*

www.at-tahreek.com

সেখানে তিনি দশটির মত হাদীছ পান, যেগুলোকে শায়খ বান্না কাতী'ঈ কর্তৃক সংযোজিত বলে অভিযোগ করেছেন। অতঃপর ঐ হাদীছগুলো নিয়ে সূক্ষ্ম গবেষণার মাধ্যমে তিনি নিশ্চিত হন যে, অভিযোগটি সত্য নয়। সেখানে কাতী'ঈ কর্তৃক সংযোজিত কোন হাদীছ নেই।

কিন্তু এতে তিনি সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না। এবার শায়খ আহমাদ শাকির কর্তৃক তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ অধ্যয়ন শুরু করলেন। প্রতিটি সনদ সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। তবে আহমাদ শাকির তার তাহক্বীক্ব শেষ করতে পারেননি। ফলে তা ১৫ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। সবগুলো খণ্ড পাঠ করার পরও তিনি কোন সংযোজন খুঁজে পেলেন না। অতঃপর তিনি শামসুদ্দীন ইবনুল জাযারী রচিত المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد বইটি অধ্যয়ন করলেন। সেখানকার বিবরণ অনুযায়ী, কাতী'ঈ কর্তৃক সংযোজিত বর্ণনাগুলো মূল আহমাদের প্রথম প্রকাশিত সংস্করণের 'মুসনাদুল আনছার' অধ্যায়ে রয়েছে। ফলে তিনি ঐ সংস্করণটি পাঠ করতে শুরু করলেন। নির্দেশিত অধ্যায়ে কিছু না পেয়ে পুরো সংস্করণটিই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। কিন্তু সংযোজিত কোন হাদীছ খুঁজে পেলেন না।

এতেও তিনি সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না। তিনি এবার হাফেয হায়ছামী রচিত 'মাজমা'উয যাওয়ায়েদ' গ্রন্থটি পড়ার মনস্থ করলেন। যেখানে মুসনাদে আহমাদসহ কয়েকটি মুসনাদের হাদীছসমূহ সংকলন করা হয়েছে। তিনি এর ১০টি খণ্ডের সবগুলো পড়লেন। 'মাকতাবা যাহেরিয়া'য় উক্ত গ্রন্থের আরেকটি কপি ছিল। সেটাও তিনি আদ্যোপান্ত পাঠ করলেন। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, মুসনাদে আহমাদের মধ্যে কাতী'ঈ কর্তৃক কোন কিছু সংযোজিত হয়নি। আলবানীর ভাষায়, 'ধৈর্যের সাথে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পরেও মুসনাদে আহমাদের মধ্যে কাতী'ঈ সংযোজিত একটি হাদীছও আমি খুঁজে পাইনি। তিনি বলেন, যদিও একাজে আমার প্রচুর পরিশ্রম ও দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়েছে। কিন্তু সেটা কোন বিষয় নয়। কেননা এ ব্যাপারে আমি দৃঢ় বিশ্বাসী যে, আমি মুসনাদে আহমাদের সত্যতা কেন্দ্রিক অভিযোগ খণ্ডনের মাধ্যমে সুন্নাতে নববীর খেদমতে রত আছি'।[৭]

'মাকতাবা যাহেরিয়া' ছাড়াও আলবানী আলেপ্পোর 'মাকতাবাতুল আওক্বাফ' সহ আরো কয়েকটি লাইব্রেরীতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। এছাড়া দামেশকের দু'টি ব্যবসায়িক লাইব্রেরীর মালিকদ্বয়ের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক তৈরী হয়। তারা অধ্যয়নের প্রতি আলবানীর আগ্রহ উপলব্ধি করে বিনা শর্তে বই ধার দিতেন। তিনি সেখান থেকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলী নিয়ে প্রয়োজন মিটিয়ে পুনরায় ফেরৎ দিতেন।[৮]

হারানো পৃষ্ঠার কাহিনী :

আলবানী স্বীয় গবেষণাকর্মের মূল পীঠস্থান দামেশকের 'মাকতাবাতুয যাহেরিয়া'য় সংরক্ষিত ইলমে হাদীছ সংক্রান্ত গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে গবেষকদের উপকারার্থে বহুদিনের পরিশ্রমে একটি সূচী তৈরী করেন। পরবর্তীতে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, সূচীপত্র তৈরীর ক্ষেত্রে আলবানীর বিশেষ কোন দক্ষতা ছিল না। এছাড়া হাদীছ শাস্ত্রে নিরন্তর গবেষণায় লিপ্ত থাকায় এক্ষেত্রে কিছু করার মত পর্যাপ্ত সময়ও তাঁর ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কাউকে দিয়ে কিছু করাতে চাইলে তার জন্য কারণ সৃষ্টি করে দেন। উক্ত সূচীটি রচনার পিছনেও মোড় পরিবর্তনকারী এক অনন্য প্রেক্ষাপট রয়েছে, যা قصة الورقة الضائعة 'হারানো পৃষ্ঠার কাহিনী' হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কাহিনীটি নিম্নরূপ-

১৯৪৮ সালে একবার তিনি চোখের অসুখে পড়েন। এসময় ডাক্তার তাঁকে পড়াশুনা, লেখালেখি এবং ঘড়ি মেরামতের কাজ থেকে বিরত হয়ে ছয় মাসের জন্য বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেন। প্রথমদিকে তিনি পরামর্শ মেনে চললেও সপ্তাহ দুই পার হ'তেই এই বিরক্তিকর অবসরে কিছু করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেন। এসময় 'মাকতাবা যাহেরিয়া'য় সংরক্ষিত হাফেয ইবনু আবিদ্দুনিয়া রচিত 'যাম্মুল মালাহী' গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপির কথা তাঁর স্মরণ হয়, যা তখনো পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। তাই তিনি এর একটি অনুলিপি লিখিয়ে নেওয়ার জন্য একজন লেখক ঠিক করেন। একদিকে লেখক নিয়মিতভাবে তা লিখতে থাকেন, অন্যদিকে আলবানী তা মূলকপির সাথে মিলাতে থাকেন এবং এর হাদীছসমূহ তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ করতে শুরু করেন। কিন্তু বইটির মাঝামাঝিতে পৌঁছে তিনি বুঝতে পারেন যে, ৪ পৃষ্ঠার একটি পাতা হারিয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আলবানী যেকোন মূল্যে উক্ত পাতাটি খুঁজে বের করার মনস্থ করেন।

মূল রিসালাটি আরো কয়েকটি বইয়ের সাথে বাঁধাই করা ছিল। এরূপ কয়েকটি রিসালাসহ বাধাইকৃত বহু বড় বড় পাণ্ডুলিপি 'মাজামী' শিরোনামে লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ছিল। তাই তিনি হারানো পৃষ্ঠাটি বাঁধাইয়ের সময় ভুলবশত অন্য কোন বইয়ের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে ধারণা করে প্রবল আগ্রহে তা খুঁজতে শুরু করেন। খুঁজতে খুঁজতে আরো অনেক বিরল গ্রন্থ তাঁর নযরে পড়ে। অনেক মুহাদ্দিছ ও হাফেযগণের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিসমূহ পাঠ করার সুযোগ পান। এভাবে পড়তে পড়তে তিনি ১৫২টি পাণ্ডুলিপি সংকলন পড়ে ফেলেন। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় বহু বইয়ের নামও তিনি লিখে নেন। কিন্তু এত পরিশ্রমের পরেও তিনি হারানো পৃষ্ঠাটি খুঁজে পেলেন না।

এবার তাঁর মনে হয় যে, সম্ভবত পৃষ্ঠাটি হাদীছ সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের সাথে ভুলবশত বাঁধাই করা হয়েছে। তাই তিনি

৭. *আলবানী, আয-যাব্বুল আহমাদ 'আন মুসনাদ ইমাম আহমাদ (বৈরূত: দারুছ ছাদীক্ব, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৪৩-৬৯।*

৮. *ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক আসওয়াদ, আল-ইজিজাহাতুল মু'আছারাহ ফী দিরাসাতিস সুন্নাহ আন-নাবাবিইয়াহ ফী মিছর ওয়া বিলাদিশ শাম (দিমাশক : দারুল কালিমাতিত ত্বাইয়িব, ১ম প্রকাশ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৩৫৫।*

এবার সেগুলোর মধ্যে খুঁজতে শুরু করেন। কিন্তু না, সেখানেও পেলেন না। তাই তিনি এবার 'মাকতাবা যাহেরিয়া'য় সংরক্ষিত সমস্ত পাণ্ডুলিপি খুঁজে দেখার সংকল্প করেন। দিনের পর দিন পরিশ্রম করে লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত প্রায় ১০ হাযার পাণ্ডুলিপি পর্যবেক্ষণ করেন। কিন্তু এতোকিছুর পরেও পৃষ্ঠাটি খুঁজে পেলেন না। তবে এবারও তিনি প্রয়োজনীয় বইসমূহের নাম লিখে রাখেন। এরপর তিনি লাইব্রেরীতে স্তূপ করে রাখা বিভিন্ন বইয়ের হাযারো ছিন্ন পত্রের মাঝে অনুসন্ধান শুরু করেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তিনি নিরাশ হয়ে যান।

কিন্তু না। না পাওয়ার বেদনার মধ্য দিয়েও আলবানী অনুধাবন করতে পারেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই নিরন্তর অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে তাঁর জন্য জ্ঞানার্জনের এক বৃহৎ দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি খুঁজে পেয়েছেন এমন সব গ্রন্থরাজির অস্তিত্ব, যা বহু মানুষের অজানা ছিল। তাঁর ভাষায়, 'মাকতাবা যাহেরিয়া আমাদের পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া বিভিন্ন উপকারী ইলম সমৃদ্ধ গ্রন্থ ও পুস্তিকাসমূহের ভাণ্ডার। যার মধ্যে রয়েছে এমন অনেক অপ্রকাশিত ও বিরল পাণ্ডুলিপি, যা বিশ্বের অন্য কোন লাইব্রেরীতে নেই'।[৯]

তাই এবার তিনি নতুন পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন। দ্বিতীয়বারের মত লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত সমস্ত পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন শুরু করেন। আগেরবার কিছু নির্বাচিত বইয়ের নাম লিখলেও এবার তিনি ইলমে হাদীছের সাথে সংশ্লিষ্ট যত গ্রন্থ তাঁর উপকারে আসতে পারে, এরূপ প্রচলিত-অপ্রচলিত সকল বইয়ের নাম লিখে নেন। এমনকি কোন বইয়ের একটি পাতা বা অপরিচিত অংশবিশেষ পেলে তাও নোট করেন। এভাবে তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত করতে না করতেই নতুন একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এবার হাদীছ সংশ্লিষ্ট সকল গ্রন্থাবলী গভীরভাবে অধ্যয়নের সিদ্ধান্ত নেন। শুরু হয় তাঁর গবেষণার তৃতীয় ও শেষ পর্যায়। প্রতিটি পাতা মনোযোগ সহকারে নযর বুলাতে থাকেন।

স্বীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে আলবানী বলেন, 'এসময় আমার এমনও দিন আসতো, যেদিন আমি লাইব্রেরীর উপরের শেলফে সাজিয়ে রাখা বইসমূহ পাঠ করার জন্য মই নিয়ে এসে তাঁর উপর চড়তে বাধ্য হ'তাম এবং সেখানে দাড়িয়েই দ্রুততার সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা পাঠ করে যেতাম। অতঃপর সেখানে কোন অংশ গভীরভাবে অধ্যয়ন করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হ'লে, লাইব্রেরীতে নিযুক্ত কর্মচারীকে তা নামিয়ে টেবিলে রাখার জন্য বলতাম'।

এভাবে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তিনি প্রভূত ইলমী ফায়েদা হাছিল করেন। এসময় তিনি যত হাদীছের সন্ধান পান, সবগুলো ধারাবাহিকভাবে পৃথক পৃথক খাতায় লিপিবদ্ধ করেন। এভাবে প্রত্যেক খণ্ডে চারশ' পাতা করে মোট ৪০ খণ্ডে তাঁর এই কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। যার প্রত্যেক পাতায় একটি করে হাদীছ উল্লেখ করে সকল হাদীছ আরবী অক্ষরের ধারাবাহিকতায় সংকলন করেন। তার সাথে যে সমস্ত গ্রন্থে হাদীছটি পেয়েছেন তার নাম সনদ ও তুরুক সমূহের বিবরণসহ পেশ করেন। আলবানী বলেন, 'হাদীছ সংকলনের এই খণ্ডগুলো থেকেই আমি আমার সকল লেখনী ও ইলমী প্রকল্পের রসদ যুগিয়েছিলাম'। এভাবে একটি হারানো পৃষ্ঠা খোঁজার অসীলায় আল্লাহ তা'আলা ইলমে হাদীছের প্রভূত জ্ঞানের দুয়ার তাঁর জন্য উন্মুক্ত করে দেন।[১০]

তবে উক্ত সংকলনের হাদীছসমূহ জমা করার ক্ষেত্রে তিনি কেবল 'মাকতাবা যাহেরিয়া'র উপরেই নির্ভর করেননি। বরং বিভিন্ন দেশের লাইব্রেরীসমূহ থেকেও তা সংগ্রহ করেছেন। যেমন হালবের 'মাকতাবাতুল আওক্বাফ আল-ইসলামিয়াহ', মসজিদুন নববীর 'মাকতাবাতুল মাহমূদিয়াহ' এবং মদীনার 'মাকতাবা 'আরিফ হিকমাত' প্রভৃতি। আলবানীর ভাষায়, 'এসব মাকতাবায় হাদীছ, ইতিহাস, জীবনী ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট এমন সব মূল্যবান গ্রন্থরাজি সংরক্ষিত আছে, যার কোন কিছুই আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।[১১]

দাওয়াতী ময়দানে পদচারণা :

নিরন্তর গবেষণাকর্মের সাথে সাথে তিনি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন এলাকায় দাওয়াতী সফর ও ইলমী সমাবেশে বক্তব্য দান করতে শুরু করেন। এসময় তিনি বিশুদ্ধ শরী'আতের সাথে ইসলামের নামে প্রচলিত প্রথাসমূহের অসংখ্য গরমিল দেখতে পান। স্থানীয় ওলামা-মাশায়েখদের মাঝে আক্বীদাগত বিষয়ে নানা ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কৃত বহু আমল খুঁজে পান, যার কোন অস্তিত্ব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নায় নেই। তাই তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠিত এসব ভ্রান্ত আক্বীদা ও আমলগত বিভ্রান্তিসমূহ দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ তিনি প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহ সংশোধনে আত্মনিয়োগ করেন। সাথে সাথে ফিক্বহী মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে যেসব জড়তা, অজ্ঞতা, গোঁড়ামি, অন্ধ অনুসরণ ও দলীল বিহীন বা দূর্বল দলীল ভিত্তিক ফৎওয়া স্থান পেয়েছে, তা দূর করার প্রয়াস পান।

যেমন উপসাগরীয় যুদ্ধকালীন (১৯৯০-৯১খৃ.) সময়ের একটি ঘটনা। শহরের কতিপয় বক্তা বিভিন্ন আলোচনা সভায় কানযুল 'উম্মাল গ্রন্থে সংকলিত যুদ্ধের বাস্তবতা ও বিপদ সম্পর্কিত দীর্ঘ একটি হাদীছ রাসূল (ছাঃ)-এর নামে প্রচার

৯. *আলবানী, ফিহরিসু মাখতূতাতিদ দারিল কুতুবিয যাহেরিয়াহ (রিয়াদ: মাকতাবুল মা'আরেফ, ১ম প্রকাশ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৮-১২।*

১০. *আলী হাসান হালাবী বলেন, জনৈক গবেষক উক্ত হারানো পাতাটি তুরস্কের একটি লাইব্রেরী থেকে উদ্ধার করেন। অতঃপর তা সঊদী আরবের 'মদীনা মুনাওয়ারা' নামক একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উক্ত পৃষ্ঠাটি আলবানীকে পড়ে শোনানো হ'লে তিনি খুবই খুশী হন। কারণ এর মাধ্যমে একদিকে তিনি নিশ্চিত হন যে, উক্ত পাতাটি আসলেই 'মাকতাবা যাহেরিয়া'য় ছিল না। অন্যদিকে পাতাটির মধ্যস্থিত ইলমী ফায়েদা হাসিল করতে সক্ষম হন। -দ্র. ছাফহাতুন বায়যা, পৃ. ৩১-৩৩।*

১১. *আলবানী, যঈফুল জামে' (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১/৮।*

করতে শুরু করলেন। মানুষ তা নিয়ে মশগূল হয়ে পড়ল। এদিকে আলবানীর ছাত্ররা তাঁকে হাদীছটির ব্যাখ্যা, উৎস ও বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্নবানে জর্জরিত করতে লাগলেন। হাদীছটির উৎসের সন্ধান করতে গিয়ে আলবানী (রহঃ) দেখলেন কানযুল 'উম্মালের লেখক স্বীয় গ্রন্থে হাদীছটির উৎস হিসাবে হাফেয ইবনু আসাকির (রহঃ) রচিত তারীখু ইবনি আসাকির-এর নাম উল্লেখ করেছেন। সেসময় গ্রন্থটির ১০ ভাগের প্রায় ১ ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র। বাকি অংশ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত ছিল। ফলে হাদীছটির খোঁজে তিনি ইবনু 'আসাকিরের হস্তলিখিত কপিটির প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা গভীরভাবে অধ্যয়ন করলেন। ৫ দিন একাধারে অধ্যয়নের পর ৬ষ্ঠ দিনে তিনি হাদীছটির সন্ধান পেলেন। জানতে পারলেন হাদীছটি একজন ছাহাবী থেকে দূর্বলসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। উপরন্তু বর্ণনাটির মধ্যে বিকৃতি রয়েছে।[১২]

এভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শায়খ আলবানীর অব্যাহত সংস্কার প্রচেষ্টার ফলে তিনি একদল মানুষের চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন। মাযহাবী, ছূফী ও বিদ'আতী ওলামা-মাশায়েখগণ তাঁর দাওয়াত থেকে মানুষকে দূরে রাখার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা শুরু করেন। তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপবাদ ছড়িয়ে দেন। তাঁকে وهابي ضال তথা 'পথভ্রষ্ট ওয়াহহাবী' বলে প্রচার করতে থাকেন। তবে ইতিমধ্যে তাঁর দাওয়াতের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছিলেন দামেশকের কয়েকজন পরিচিত আলেম। যেমন আল্লামা বাহজা বাইতার (১৮৯৪-১৯৭৬ খৃ.), শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ ইমাম (১৯৩৪ খৃ.-), হামেদ তাক্বী, তাওফীক বাযরা প্রমুখ। প্রতিপক্ষের মিথ্যা প্রচারণার জবাবে আলবানী (রহঃ) তাঁর বিরোধীদের মধ্যে দামেশকের কয়েকজন আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের সাথে আক্বীদা, মাযহাব ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ডসমূহ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন।[১৩]

এদিকে বিরোধীদের নানা অপপ্রচার সত্ত্বেও আক্বীদা, তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ ও সাহিত্যসহ দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন শাখায় তাঁর প্রদত্ত দরসসমূহের জনপ্রিয়তা দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে তাঁর দাওয়াত প্রভূত সাড়া ফেলে। তারা তাঁর দাওয়াতের মূল বক্তব্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।[১৪] দামেশকের পাশাপাশি তিনি হালব, লাযিকিইয়াহ, ইদলীব, হিমছ, রাক্কা প্রভৃতি এলাকায় নিয়মিত সফর ও ইলমী সমাবেশে পাঠদান শুরু করেন। এসব হালাক্বায় ব্যাপক সফলতা আসে। বহু মানুষ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেন। হাদীছের উপর আমলের প্রতি মানুষের আগ্রহ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১৫]

এসব দরসসমূহে যেসব গ্রন্থের উপর পাঠদান করা হ'ত তার মধ্যে ছিল ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর যাদুল মা'আদ, ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালীর আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ, হাফেয মুনযেরীর আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ড. ইউসুফ আল-কারযাভীর আল-হালাল ওয়াল হারাম, ইমাম নববীর রিয়াযুছ ছালেহীন, ইমাম বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, ইবনু হাজার আসক্বালানীর নুখবাতুল ফিকার ইত্যাদি।

শায়খ আলবানীর প্রত্যেকটি দরস ছিল ইলমী ফায়েদা ও শারঈ দিকনির্দেশনায় পূর্ণ। দরসগুলো সাধারণত ৪৫ থেকে ৬০ মিনিটের মধ্যে শেষ হ'ত। দরস শেষে ৩০ মিনিটের প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকতো। যেখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের উপর জ্ঞানগর্ভ বিতর্ক জমে উঠতো। হাদীছ গ্রন্থ থেকে পাঠদানের সময় তিনি প্রত্যেক হাদীছের অর্থ, ব্যাখ্যা, তা থেকে গৃহীত মাসআলা ও তাঁর হুকুম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতেন। যে গ্রন্থের পাঠদান করতেন, তা পুরোপুরিভাবে শেষ করতেন। ইতিমধ্যে তিনি হাদীছ শাস্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়ায় বিভিন্ন দেশ থেকে ওলামায়ে কেরাম, জ্ঞানপিপাসু শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলী তাঁর নিকটে ইলমী ফায়েদা হাছিলের লক্ষ্যে আগমন করতেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসার শিক্ষকগণ তাঁর দরসে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়া যুবকশ্রেণীর উপস্থিতি সেখানে অনেক বেশী দেখা যেত। শায়বানী বলেন, ১৩৯৭ হিজরীর গ্রীষ্মকালে তাঁর সাথে সাক্ষাৎকালে আমি স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখেছি। ফিক্বহ ও হাদীছে পিএইচ.ডি ডিগ্রীধারী শিক্ষকগণ কিভাবে তাঁকে জটিল সব প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছেন। আর তিনি দক্ষতা ও আস্থার সাথে গ্রন্থের নাম ও পৃষ্ঠা উল্লেখপূর্বক সেসব প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলেছেন। অনেক সময় এমন সব গ্রন্থের নাম বলছেন, উপস্থিতগণ যার নাম কখনো শ্রবণই করেননি। কেননা সেসময় আলবানী ছিলেন 'মাকতাবা যাহেরিয়া'য় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি ভাণ্ডার সম্পর্কে বিশেষত হাদীছ গ্রন্থসমূহের উপর সর্বাধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি। যার বহু পাণ্ডুলিপি এমন ছিল যে, লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত হওয়ার পর তা আর কখনো আলোর মুখ দেখেনি।[১৬] প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহ শায়খ মুহাম্মাদ ঈদ আব্বাসী আলবানী প্রদত্ত দরস সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'তিনি দুই খণ্ডে প্রকাশিত আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খান রচিত الروضة الندية في شرح الدرر البهية গ্রন্থটি সকল অধ্যায় ও অনুচ্ছেদসহ পুরোটার উপরেই আমাদের পাঠদান করেন।... পাঠদানকালে তিনি তাহক্বীক্বসহ প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যাখ্যাদান করতেন। ছোট-বড় কোন মাসআলাই ছেড়ে দিতেন না। বরং পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করতেন, অস্পষ্টতা দূর করতেন এবং তার পক্ষে-বিপক্ষের বক্তব্যসমূহ পর্যালোচনা করতেন। সকল ক্ষেত্রেই তিনি বিশুদ্ধ দলীল ও শক্তিশালী যুক্তির উপর নির্ভর করতেন'।[১৭]

---

১২. *ড. আব্দুল আযীয আস-সাদহান, ইমাম আলবানী : দুরূস ওয়া মাওয়াক্বিফ ওয়া 'ইবার, পৃ. ৬৩-৬৪।*
১৩. *মুহাম্মাদ হামিদ আন-নাছের, ওলামাউশ শাম ফীল কারনিল 'ইশরীন (জর্দান : দারুল মা'আলী, ১ম প্রকাশ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১৭৯।*
১৪. *আব্দুল্লাহ খুমাইস, শাহরুন ফী দিমাশক (রিয়াদ : ১৯৫৫ খ্রি.), পৃ. ৭৪।*
১৫. *হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু, ১/৫৪-৫৫।*
১৬. *হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু, ১/৭৩।*
১৭. *পূর্বোক্ত, পৃ. ১/৫৭-৫৮; ইবরাহীম আল-হাশেমী, ছাফাহাতুন মুশাররাফাহ মিন হায়াতিশ শায়খ আল-আলবানী (আরব আমিরাত: মাকতাবাতুছ ছাহাবা, ১ম প্রকাশ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১৩২।*

সঊদী আরবের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন খুমাইস (১৯১৯-২০১১ খৃ.) বলেন, দামেশকে আমি সালাফীদের খুঁজে পেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে এবং ওলামায়ে কেরামের সমাবেশ সমূহে। তাদের মধ্যে রয়েছে এমনও যুবক, যারা বিবিধ জ্ঞানের আলোয় সুশিক্ষিত; চিকিৎসা, আইন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়নরত...। একদিন তাদের মধ্যকার এক যুবক আমাকে বলল, আজকের দরসে আপনি উপস্থিত হবেন না? আমি বললাম, আমাকে নিয়ে চলো। অতঃপর যুবকটির সাথে আমি সেখানে গিয়ে দেখি দামেশকের মহান মুহাদ্দিছ সম্মানিত শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী। তাঁর চারপাশে বসে আছে চল্লিশের অধিক শিক্ষিত যুবক। সেখানে পাঠদান চলছে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব রচিত 'কিতাবুত তাওহীদ' ও তাঁর নাতি (আব্দুর রহমান বিন হাসান) রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাৎহুল মাজীদ'-এর حماية المصطفي صـــ جناب التوحيد وسده طرق الشرك অনুচ্ছেদ থেকে। বিরল এ দৃশ্য দেখে আমি ভীষণভাবে বিস্মিত হ'লাম এবং দরস শ্রবণের জন্য নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকলাম। তারপর শুনতে থাকলাম ইলমুত তাওহীদের উপর তাঁর তাহক্বীক্ব, সূক্ষ্ম গবেষণা ও বিশদ আলোচনা। অনুভব করলাম এ ব্যাপারে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য। শুনতে পেলাম ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ ও গুরুগম্ভীর আলোচনা এবং জটিল সমস্যাসমূহের পর্যালোচনা। এভাবে একসময় তাওহীদের পাঠদান সমাপ্ত হ'ল।

এরপর তারা ছিদ্দীক হাসান খানের 'আর-রাওযাতুন নাদিইয়াহ' থেকে হাদীছের পাঠ শুরু করলেন। এখানেও আমি প্রভূত জ্ঞানসমৃদ্ধ তাহক্বীক্ব, উছূল ও ফিক্বহী আলোচনা শুনতে পেলাম। একসময় দরস শেষ হ'ল। পরবর্তীতে দামেশকে অবস্থানকালীন পুরো সময়ে শায়খের দরসে আমি নিয়মিত অংশগ্রহণ করতাম। এসময়ে তারা ফাৎহুল মাজীদ থেকে ইলমুত তাওহীদ অংশ শেষ করেন। অতঃপর শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) রচিত 'ইক্বতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম' থেকে পাঠ শুরু করেন। ফলে প্রতিনিয়ত ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত। তাদের আগ্রহ নবায়ন হ'ত। তারা লিখত ও প্রকাশ করত। যারা 'আত-তামাদ্দুনুল ইসলামী' পত্রিকাটি পাঠ করত, তারা সেখানে প্রকাশিত আলবানী ও তাঁর ছাত্রদের লেখনী বিপুল আগ্রহ নিয়ে অধ্যয়ন করত। আমি নিজেও বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজের উপর তাদের গভীর প্রভাব অনুভব করতাম। যা মূলতঃ এই বরকতময় দাওয়াতের তাৎপর্যপূর্ণ ভবিষ্যতের সুসংবাদ দিত।[১৮]

দারিদ্র্যের কশাঘাত :

জীবনের মধ্যভাগে আলবানীকে চরম দারিদ্র্যের মুকাবিলা করতে হয়েছিল। লেখালেখি-অধ্যয়নে অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ার ফলে ঘড়ি মেরামতে প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারতেন না। ফলে তাঁর জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়েছিল। দারিদ্র্যের কারণে এসময় তিনি গবেষণাকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ ক্রয় করতে পারতেন না। তাই রাস্তায় পড়ে থাকা কাগজের সাদা অংশও কখনো তিনি লেখালেখির কাজে ব্যবহার করতেন। কখনো পরিত্যক্ত ছিন্নপত্র ক্রয় করে তাতেই প্রয়োজনীয় লেখালেখি সম্পন্ন করতেন।

শায়খ মাশহূর হাসান বলেন, 'শায়খ আমাকে সিলসিলা যঈফাহ-এর কয়েকটি খণ্ড প্রকাশের পূর্বে পুনর্নিরীক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সেকারণ একদিন আমি তাঁর নিকট থেকে পঞ্চম খণ্ডের পাণ্ডুলিপিটি গ্রহণ করলাম। অতঃপর তা ব্যাগ থেকে বের করে যা দেখলাম, তাতে আমি কেঁদে ফেললাম। তিনি পঞ্চম খণ্ডটি চিনি, চাল প্রভৃতির সাধারণ প্যাকেট, ওযন করার লাল প্যাকেটসহ মানুষের দানকৃত পরিত্যক্ত কাগজে লিখেছেন। শায়খ বললেন, তোমার কি হয়েছে? আমি কথা বলতে পারছিলাম না। তারপর তিনি আমার অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, দেখ আমার কাছে ভাল কাগজ ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না।[১৯] জীবনীকার শায়বানী বলেন, আমি শায়খের নিকটে এরূপ কাগজের উপর লিখিত বেশ কিছু বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখেছি। যার অধিকাংশই ছিন্নপত্র। একদিন তিনি আমাকে বলেন, 'স্বল্প মূল্যের কারণে আমি পরিত্যক্ত কাগজ ওযন দরে ক্রয় করতাম'।[২০]

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা :

হাদীছ, ফিক্বহ, আক্বীদা প্রভৃতি বিষয়ে আলবানীর লেখনীসমূহ দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে জ্ঞানী সমাজে তাঁর বিশেষ অবস্থান তৈরী হয়। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁকে এর হাদীছ বিভাগে শিক্ষকতার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। সঊদী আরবের তৎকালীন গ্রাণ্ড মুফতী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলে শায়খ (১৯৬৫-১৯৬৯ খৃ.) তাঁকে আমন্ত্রণপত্র পাঠান। অতঃপর সাথীদের পরামর্শে তিনি এতে সাড়া দেন এবং চাকুরীতে যোগদান করেন। সেখানে একদিকে তিনি শিক্ষাদানের সুযোগ লাভ করেন, অন্যদিকে স্বীয় দাওয়াত প্রচারের উত্তম পরিবেশ খুঁজে পান।[২১]

১৮. *ড. 'আছিম আল-কারয়ূত্বী, কাওকাবাতুম মিন আইম্মাতিল হুদা ওয়া মাছাবীহুদ দুজা (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরেফ, ১ম প্রকাশ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১৯৬-৯৭; নাছিরুদ্দীন আল-আলবানী: মুহাদ্দিছুল 'আছর ওয়া নাছিরুস সুন্নাহ, পৃ. ২৪-২৫।*

১৯. *ইসতামি' ইলাইহি মিন কালামিশ শায়খ আবী ওবায়দা, অডিও রেকর্ড থেকে সংগৃহীত। দ্র. http://www.mashhoor.net /inside/Lessons/muslim/m11-1-13.mp3, 15.03.2019।*

২০. *হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু, ১/৪৩।*

২১. *আলী আব্দুল ফাত্তাহ, আ'লামুল মুবদি'ঈন মিন ওলামাইল 'আরাব ওয়াল মুসলিমীন (বৈরূত : দারু ইবনি হাযম, ১ম প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১৪৪৯; ইমাম আলবানী হায়াতুহু ওয়া দাওয়াতুহু, পৃ. ৩০-৩১।*

সেখানে তিনি 'ইলমুল ইসনাদ' শিরোনামে হাদীছের সনদ সম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্য পৃথক একটি বিষয় সিলেবাসভুক্ত করেন। ছাত্রদের বুঝানোর জন্য তিনি বোর্ডে সনদসহ হাদীছ লিখতেন। অতঃপর রিজাল সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ থেকে হাদীছ তাখরীজ ও রাবীদের সমালোচনার পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতেন। তারপর কিভাবে হাদীছের হুকুম সাব্যস্ত করতে হয়, তা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিতেন। এরূপ প্রায়োগিক পাঠদান পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করত এবং তাদের মাঝে প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি হ'ত। সেইসময় মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্বের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে পাঠদান করা হ'ত না। ফলে প্রথমবারের মত আলবানীর মাধ্যমে বিষয়টির উপর পাঠদান শুরু হয়। ৩ বছর শিক্ষকতার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নিলেও হাদীছ বিভাগের প্রধান হিসাবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ড. আমীন মিসরী (১৯১৪-১৯৭৭ খৃ.) 'ইলমুল ইসনাদ' শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আলবানীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। ফলে সময়ের ব্যবধানে বিষয়টি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহেও পৃথকভাবে পাঠদানের বিষয়ে পরিণত হয়।[২২]

সেখানে শিক্ষকতাকালীন সময়ে তাঁর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। যেমন পাঠদানের মাঝে বিরতির সময়টুকু তিনি বিশ্রাম কক্ষে না গিয়ে ছাত্রদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বালুকাময় উন্মুক্ত ময়দানে হাদীছের দারস দানে বসে যেতেন। যেখানে হাদীছ বিভাগ ছাড়াও অন্যান্য বিভাগের ছাত্ররাও অংশগ্রহণ করত। এ অবস্থা দেখে অনেক শিক্ষক মন্তব্য করতেন যে, 'এটাই তো প্রকৃত শিক্ষাদান'।

ছাত্রদের সাথে আলবানীর সম্পর্ক ছিল একান্ত বন্ধুত্বপূর্ণ। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবধরণের আনুষ্ঠানিকতা ও ব্যক্তিত্বের দূরত্ব পরিহার করে তিনি তাদের আস্থা ও ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থী যেন শিক্ষকের নিকটে যেকোন প্রশ্ন, বক্তব্য বা সমালোচনা পেশ করতে ইতস্তত না করে। তাই ছাত্ররা তাঁর সাথে যেকোন বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেত। এভাবে তিনি ছাত্রদের নিকটে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিয়তম শিক্ষকে পরিণত হন। সুযোগ পেলেই তারা তাঁর সান্নিধ্যে আসতে চাইত। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন ও প্রস্থানকালে তার গাড়ি ছাত্রদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকতো। আবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হ'লে তাঁর গাড়ি ঘিরে একদল ছাত্র জমা হয়ে যেত। তাদের সাথে যেতে যেতে তিনি নানা প্রশ্নের জবাব দিতেন।[২৩]

ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা কিছু শিক্ষকের মাঝে ঈর্ষা সৃষ্টি করে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকটে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু অসত্য অভিযোগ পেশ করে এবং তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। একপর্যায়ে প্রশাসন তাঁর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে আলবানী দামেশকে ছুটি কাটিয়ে ফেরার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন চ্যান্সেলর শায়খ ইবনু বায (রহঃ)-এর পক্ষ থেকে তাঁর সাথে চুক্তি সমাপ্ত করার বিবরণ সম্বলিত পত্র পান। তবে সেখানে শায়খ ইবনু বায আলবানীকে সান্তনামূলক বেশ কিছু কথা লেখেন। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সেখানে অধ্যাপনা করেন।[২৪]

আলবানী বিষয়টি সহজেই মেনে নেন এবং স্বীয় ভাই মুনীর নূহ নাজাতী, অতঃপর ছেলে আব্দুল লতীফকে দোকানের সার্বিক দায়িত্ব দিয়ে একমুখী হয়ে নতুন উদ্যোমে গবেষণায় মনোনিবেশ করেন।[২৫] সাথে সাথে নিজ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় পূর্বের ন্যায় দাওয়াতী সফর ও ইলমী মজলিসে বক্তব্য প্রদান শুরু করেন।

নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও কারাভোগ :

অব্যাহত দাওয়াতী কার্যক্রমের ফলে দিন দিন তাঁর প্রতি একশ্রেণীর মানুষের বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে তিনি নানাবিধ ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হন। যেমন একবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা বিষয়ক প্রতিনিধি ইদলীব শহরের প্রধান মুফতীর পরামর্শক্রমে আলবানীকে ডেকে ইদলীব শহরে তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। আরেকবার দামেশকের পুলিশ বিভাগ থেকে তাঁকে ডেকে শহরের প্রধান মুফতীর সাথে সাক্ষাৎ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। আলবানী প্রধান মুফতীর অফিসে গিয়ে দেখেন যে, তা ওলামা-মাশায়েখদের ভিড়ে পরিপূর্ণ। মুফতী ছাহেব একটি ঘটনা বর্ণনা করে আলবানীকে শহরে ফিৎনা ছড়ানোর জন্য অভিযুক্ত করেন।

যার সারসংক্ষেপ হ'ল- জনৈক যুবক শহরের একটি মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায় করার পর দেখল যে কিছু মুছল্লী জামা'আতে যোগ দেয়নি। তারা তাদের মাযহাবের ইমাম আগমনের অপেক্ষা করছেন। অতঃপর ইমাম আসলে তারা দ্বিতীয় জামা'আতের জন্য কাতারবন্দী হন। এ দৃশ্য দেখে যুবকটি ধৈর্যধারণ করতে না পেরে এর প্রতিবাদ করে এবং জামা'আতের ক্ষেত্রে এরূপ পার্থক্যকরণ জায়েয নয় বলে তাদেরকে জানিয়ে দেয়। ফলে মসজিদের মধ্যেই মুছল্লীরা তাঁকে লাথি-ঘুষি মারতে উদ্যত হয়।

আলবানী উক্ত যুবককে চিনতেন না। তাই তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেন। কিন্তু আলেমগণ শহরে নব্য হাদীছভিত্তিক ফিক্বহের জাগরণ সৃষ্টির জন্য আলবানীকে দায়ী করেন। অতঃপর নানা হুমকি-ধমকির মুখে তিনি জনসম্মুখে কখনো বক্তব্য দিবেন না মর্মে অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন। যদিও প্রকাশ্য বক্তব্য প্রদানে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না।

আরেকবার ওলামা পরিষদ নামে একটি দলের প্রধান আলবানীর রক্ত হালাল বলে ঘোষণা দেন।[২৬]

---

২২. *হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু, ১/৬১-৬২।*
২৩. *হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু, ১/৫৯-৬০।*
২৪. *ইমাম আলবানী হায়াতুহু ওয়া দাওয়াতুহু, পৃ. ৩২-৩৩; হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু, ১/৬০।*
২৫. *ড. 'আছিম আব্দুল্লাহ আল-ক্বারয়ূতী, তারজামাতুন মু'জাযাহ লি ফাযীলাতিল মুহাদ্দিছ নাছিরুদ্দীন আলবানী (জেদ্দা: দারুল মাদানী, তাবি), পৃ. ১৩।*
২৬. *ওলামা ওয়া মুফাক্কিরূন 'আরাফতুহুম, ১/২৯৬।*

শহরের একদল মাশায়েখ তাঁর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগপত্র লিখে সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের স্বাক্ষর গ্রহণ করে। অতঃপর শামের প্রধান মুফতীর নিকটে প্রেরণ করে। অভিযোগপত্রটির সারমর্ম ছিল এই যে, তিনি যে ওয়াহহাবী দাওয়াত প্রচার করছেন, তা মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে। মুফতী ছাহেব তা পুলিশ প্রধানের নিকটে পেশ করেন। অতঃপর তিনি আলবানীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠান। অবশেষে আল্লাহ্র অশেষ রহমতে তিনি এই ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি পান।

আলবানী লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে ছূফীদের আচরিত বাতিল আক্বীদা ও আমলসমূহের ব্যাপারে মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতেন। ফলে ছূফী তরীকার কিছু আলেম-ওলামা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে নানা মিথ্যা অপবাদ রটায় এবং হুমকি-ধমকি দেয়। শাসকের নিকটে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করতে থাকে। ইতিমধ্যে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের প্রেক্ষিতে প্রশাসন শহরের আলেম-ওলামাদের ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে। আলবানীর বিরুদ্ধে পূর্ব থেকে নানা অভিযোগ থাকায় ১৯৬৯ সালে তিনি প্রায় ৬ মাসের জন্য কারান্তরীণ হন। উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সালেও ১ মাসের জন্য তিনি কারাগারে নীত হয়েছিলেন।[২৭]

সিরিয়ার হাসাকা যেলায় অবস্থিত বিশালকায় একটি কারাগারে তাঁকে বন্দী করা হয়। পরবর্তীতে তিনি দামেশকের বিখ্যাত কিল'আ কারাগারসহ কয়েকটি কারাগারে স্থানান্তরিত হন। কাকতালীয়ভাবে এই কিল'আ কারাগারে পথভ্রষ্ট আলেমদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে একসময় বন্দী জীবন কাটিয়েছিলেন শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (১২৬৩-১৩২৮ খৃ.) ও তাঁর বিখ্যাত ছাত্র হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) (১২৯২-১৩৪৯ খৃ.)।

বাইরের ন্যায় কারাগারেও আলবানী দ্বীনের দাওয়াতে ব্যাপৃত থাকেন। সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শিরকমুক্ত বিশুদ্ধ ঈমান, বিদ'আতমুক্ত বিশুদ্ধ আমল এবং তাক্বলীদী বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রতি আহ্বান জানান। বহু মানুষ তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেয়। তিনি কারাগারে জামা'আতের সাথে জুম'আসহ সকল ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণে নানাভাবে প্রচেষ্টা চালান। ফলে ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর পর তাঁর মাধ্যমেই কারাগারটিতে পুনরায় একত্রে জুম'আর ছালাত চালু হয়।[২৮]

কারাগারে যাওয়ার সময় তিনি ছেলের নিকট থেকে ছহীহ মুসলিম-এর একটি কপি, পেন্সিল, কলম ও রাবার সাথে নিয়েছিলেন। অতঃপর কারাগারের অখণ্ড অবসরে তিনি এর সংক্ষেপনের কাজ সম্পন্ন করেন। এটি মুনযিরীকৃত মুখতাছার ছহীহ মুসলিমের তাহক্বীক্ব নয়। বরং পৃথকভাবে সংক্ষেপায়িত। যদিও এর মূল পাণ্ডুলিপি পরবর্তীকালে হারিয়ে যায়।[২৯]

২৭. *হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু, পৃ. ৫৬।*
২৮. *হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু, ১/২৮-২৯।*
২৯. *ইমাম আলবানী হায়াতুহু ওয়া দাওয়াতুহু, পৃ. ৩৭-৩৯; নাছিরুদ্দীন আলবানী: মুহাদ্দিছুল 'আছর ওয়া নাছিরুস সুন্নাহ, পৃ. ২৮।*

কারান্তরীণ অবস্থায় তিনি সর্বদা কুরআনে বর্ণিত হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কথাটি বারবার পাঠ করতেন। যেখানে বলা হয়েছে, 'হে আমার পালনকর্তা! এরা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, তাঁর চাইতে কারাগারই আমার নিকটে অধিক প্রিয়'।[৩০]

কারগার থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছুদিন পর তাঁকে একটি দ্বীপে আরো কয়েকমাস নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়। সেখানে তিনি দিনরাত পরিশ্রম করে তিন মাসের মধ্যে হাফেয মুনযিরী কৃত 'মুখতাছার ছহীহ মুসলিম'-এর তাহক্বীক্ব সম্পন্ন করেন।[৩১] আলবানীর ভাষায়, 'প্রায় তিন মাস আমি একাজেই নিবিষ্ট ছিলাম। কোন ক্লান্তি ও বিরক্তি ছাড়া দিন-রাত আমি কাজ করে যেতাম। ফলে কারান্তরীণ করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর শত্রুরা আমার উপর যে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল, তা আমার জন্য আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে পরিণত হ'ল। ...অতএব সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যার অনুগ্রহে সকল সৎকর্ম সম্পন্ন হয়ে থাকে।[৩২]

সর্বোপরি এসব নানাবিধ অত্যাচার দাওয়াতী ময়দানে তাঁর পদচারণায় কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনি। তাঁর নিরন্তর হাদীছ গবেষণাতেও অন্তরায় হয়নি। বরং তাঁর নৈতিক ও মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি করেছিল। আলবানী বলেন, আমার উপর তাদের এসব ষড়যন্ত্রের প্রভাব তাদের কামনার বিপরীত ছিল, কেননা তা আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত এ দাওয়াতী খেদমতে আমার সংকল্পকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছিল।[৩৩] *(চলবে)*

৩০. *হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু, ১/২৮।*
৩১. *ইছাম মূসা হাদী, হায়াতুল আল্লামা আলবানী (আম্মান: মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.), পৃ. ১৪।*
৩২. *আলবানী, মুখতাছার ছহীহুল ইমাম আল-বুখারী, (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরেফ, ১ম প্রকাশ, ২০০২ খ্রি.), ভূমিকা দ্র., পৃ. ১/৮-৯।*
৩৩. *ওলামা ওয়া মুফাক্কিরূন 'আরাফতুহুম, ১/২৯৫।*

দারুস সুন্নাহ বুক শপ
স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম
এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।
Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪
বি:দ্র: কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।
আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

নিঃস্ব হচ্ছে মানুষ : বিচার হয় না আর্থিক প্রতারণার

-সাঈদ আহমাদ

অর্থনৈতিক প্রতারণার বিচার হচ্ছে না। শাস্তি না হওয়ায় একের পর এক ঘটছে প্রতারণা। নিত্য-নতুন আইন হ'লেও এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিত্য-নতুন ফাঁদ পাতছে প্রতারকরা। তাদের অভিনব কৌশলের কাছে হার মানছে সাধারণ মানুষ। সচেতনতার অভাবেও বার বার প্রতারণার ফাঁদে পড়ছে তারা। অর্থনৈতিকভাবে বিপুল ক্ষতির শিকার হয়ে যাওয়ার অনেক পরে টনক নড়ছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর। আইনী দুর্বলতা, আইন প্রয়োগে সদিচ্ছার অভাবসহ নানা কারণে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হচ্ছে না অর্থ আত্মসাৎকারীদের। আর্থিকভাবে প্রতারিত হয়ে ক্রমাগত নিঃস্ব হচ্ছে মানুষ। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সংঘটিত আর্থিক কেলেঙ্কারির পরবর্তী অবস্থা পর্যালোচনায় উন্মোচিত হয়েছে এ বাস্তবতা।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, সর্বশেষ ই-ভ্যালি থেকে শুরু করে পুঁজিবাজার কেলেঙ্কারী পর্যন্ত কোন ঘটনাই দায়ী ব্যক্তিদের কার্যকর কোন শাস্তি হয়নি। যেমন : ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান **'ই-ভ্যালি'**-এর মাধ্যমে গ্রাহক তথা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে হাতিয়ে নেয়া হয়েছে অন্তত ৫৪৩ কোটি টাকা। একই ধরনের প্রতিষ্ঠান **'ই-অরেঞ্জ'**-এর বিরুদ্ধেও প্রায় ১,১০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে। **'ধামাকা'** নামক আরেকটি প্রতিষ্ঠান হাতিয়েছে প্রায় ৫৮৩ কোটি টাকা। দক্ষিণবঙ্গ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান **'এহসান গ্রুপ'**-এর বিরুদ্ধে ১৭ হাযার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগের অনুসন্ধান চলছে। এর আগে বেকার তরুণদের কর্মসংস্থানের কথা বলে যুব কর্মসংস্থান সোসাইটি **'যুবক'** হাতিয়ে নেয় ২ হাযার ৬০০ কোটি টাকা। বহুস্তর বিপণন পদ্ধতি (এমএলএম)-এর নামে **'ডেসটিনি-২০০০ লি.'** হাতিয়ে নেয় প্রায় ৫ হাযার কোটি টাকা। এমএলএম কোম্পানী **'ইউনি পে টু ইউ'** হাতিয়ে নেয় ৪২০ কোটি টাকা। **'নিউওয়ে মাল্টিপারপাস কোম্পানী'** হাতিয়ে নেয় ১ হাযার কোটি টাকা। **'নিউ বসুন্ধরা রিয়েল এস্টেট কোম্পানী'** হাতিয়ে নেয় ১১০ কোটি টাকা। **'আইডিয়াল কো-অপারেটিভ কোম্পানী লি.'** সমিতির নামে হাতিয়ে নেয় প্রায় ৭ হাযার কোটি টাকা।

এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিকভাবে **বেসিক ব্যাংক** থেকে লুট করা হয়েছে অন্তত ৪ হাযার কোটি টাকা। **হলমার্ক গ্রুপ** থেকে লুট করা হয় ৪ হাযার কোটি টাকা। নন-ব্যাংকিং তিন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে **পি কে হালদার গং** লুট করে ৪ হাযার ৬০০ কোটি টাকা। **'এনন টেক্স'** নেয় সাড়ে ৫ হাযার কোটি টাকা। **'বিসমিল্লাহ গ্রুপ'** জালিয়াতির মাধ্যমে লুট করে ৩৩৩ কোটি টাকা। **'ক্রিসেন্ট গ্রুপ'** হাতিয়ে নেয় ১ হাযার ৭৪৫ কোটি টাকা। ম্যানুপুলেশনের মাধ্যমে পুঁজিবাজার থেকে দুই দফায় হাতিয়ে নেয়া হয় ৫২ হাযার কোটি টাকা। কিন্তু এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে দায়েরকৃত মামলায় হাতিয়ে নেয়া অর্থ পুনরুদ্ধার হয়েছে কিংবা আদালতের রায়ের প্রেক্ষিতে কেউ শাস্তির মুখোমুখি হয়েছেন-এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

আদালত সূত্র জানায়, প্রকাশ্য বিজ্ঞাপনে ব্যাপকভিত্তিক জানান দিয়েই কথিত 'ই-কমার্স' শুরু করেছিল 'ই-ভ্যালি'। প্রতিষ্ঠানটির চটকদার প্রচারণা ও লোভনীয় অফারে আকৃষ্ট হয়ে বহু মানুষ 'ই-ভ্যালি'-এর পণ্য কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা এই অস্বাভাবিক কথিত ব্যবসা সম্পর্কে সতর্কতাসহ উদ্বেগ প্রকাশ করছিলেন। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নাকের ডগায় কথিত এ ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান প্রসার লাভ করে। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষ কথিত এই ব্যবসাকে 'টেকসই' এবং 'বৈধ' মনে করে বিপুল উৎসাহে পণ্যের ক্রয়াদেশ দিতে থাকে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী করোনার প্রভাবে বেচা-কেনায় ধস নেমে আসায় পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও বাকিতে পণ্য সরবরাহ করে ই-ভ্যালিকে। কিন্তু ক্রয়াদেশ দিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য বুঝে না পাওয়া এবং একই সঙ্গে পণ্য বিক্রির অর্থও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বুঝে না পাওয়ায় সাধারণ গ্রাহক এবং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নানা অভিযোগ আসতে থাকে।

এরপরই ই-ভ্যালির আইনগত এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু ই-ভ্যালি বৈধ কি অবৈধ এ সিদ্ধান্ত দিতেই সরকারের সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলির বিলম্ব হয়। ইতিমধ্যে গ্রাহকের কাছ থেকে ই-ভ্যালি হাতিয়ে নেয় ৫৪৩ কোটি টাকা। সর্বশেষ অর্থ আত্মসাৎ এবং প্রতারণার মামলায় অনলাইন মার্কেট প্লেস ই-ভ্যালি ডটকমের চেয়ারম্যান শামীমা নাসরীন এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মাদ রাসেলের বিরুদ্ধে মামলা হয়। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর এ মামলায় তাদের গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। মামলার তদন্ত চলছে। কিন্তু এ মামলার ভবিষ্যৎ নিয়ে ইতিমধ্যেই সংশয় প্রকাশ করেছেন আইনজ্ঞরা। ইতিপূর্বে সংঘটিত অর্থনৈতিক প্রতারণা মামলার পরিণতি দিয়েই তারা আন্দাজ করছেন 'ই-ভ্যালি মামলা'র ভবিষ্যৎ নিয়ে।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, বেকার তরুণদের কর্মসংস্থানের প্রলোভনে ২ হাযার ৬০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার ঘটনায় 'যুবক'-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বিচারে ওঠেনি দীর্ঘ ৭ বছরেও। যুবকে ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের অর্থ ফেরত দিতে ২০১৪ সালে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করে সরকার। তাদের প্রতিবেদনে একজন প্রশাসক নিয়োগ দিয়ে যুবকের সম্পত্তি বিক্রি করে গ্রাহকদের পাওনা পরিশোধের সুফারিশ করা হয়। সেই সুফারিশ বাস্তবায়ন হয়নি এখনো। প্রতারকদের পাকড়াওয়ে ২০১৪ সালে একটি মামলা হয়। সাত বছরেও সিআইডি মামলাটির প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেনি। এর আগে ২০১০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর ড. ফরাস উদ্দীনের নেতৃত্বাধীন ৬ সদস্যের কমিশনের কাছে ২ হাযার ২০০ একর জমি, ১৮টি প্রকল্প ও ১৮টি বাড়ির হিসাব দেয় 'যুবক'। সে সময় এর বাজারমূল্য ছিল ৬

www.at-tahreek.com

হাযার কোটি টাকার বেশি। বিপরীতে বিনিয়োগকারীদের পাওনা আড়াই হাযার কোটি টাকা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ইতিমধ্যেই অতি গোপনে বিক্রি হয়ে গেছে 'যুবক'-এর বহু সম্পত্তি। গ্রাহকের টাকায় কেনা প্রতিষ্ঠানটির ৪০টি সম্পত্তির কোন হদিস নেই। জড়িতদেরকেও এখন পর্যন্ত শাস্তির মুখোমুখি করা যায়নি।

বহুস্তর বিপণন (এমএলএম) ব্যবস্থার নামে প্রায় ৫ হাযার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় 'ডেসটিনি-২০০০ লি.'। গ্রুপভুক্ত 'ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি' এবং 'ডেসটিনি ট্রি-প্ল্যান্টেশন লি.'-এর প্রতিষ্ঠান দু'টির অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় ২০১২ সালে পৃথক ২টি মামলা হয়। মামলা দু'টিতে মূল উদ্যোক্তা মুহাম্মাদ রফীকুল আমীনসহ ৫৩ জনকে আসামী করে মামলা হয়। দুই বছর তদন্ত শেষে ২০১৪ সালে দু'টি মামলার চার্জশীট দাখিল করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। চার্জশীটে ৫১ জনকে আসামী করা হয়। এর মধ্যে রফীকুল আমীনসহ মাত্র ৩ জন আসামী এখন কারাগারে রয়েছেন। বাকী আসামীরা এখনো কারাগারের বাইরে। ৭ বছরেও মামলাটির বিচার প্রক্রিয়া শেষ হয়নি।

অধিক মুনাফার প্রলোভনে কল্পিত স্বর্ণ ব্যবসায়ে অর্থলগ্নির নামে ৪২০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় 'ইউনি পে টু ইউ বাংলাদেশ' নামের একটি প্রতিষ্ঠান। রাতারাতি ধনী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর তরুণ-তরুণী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী এমনকি গৃহবধূরা এতে অর্থলগ্নি করেন। এক সময় প্রতারণার বিষয়টি ধরা পড়লে ক্ষতিগ্রস্তরা দেশের বিভিন্ন যেলায় শতাধিক মামলা করেন। এসব মামলার মধ্যে একটির রায় ঘোষিত হয় ২০১৯ সালের ২৩শে জানুয়ারী। এটি ছিল সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনৈতিক প্রতারণা সংক্রান্ত মামলার প্রথম রায়। ঢাকার তৎকালীন বিশেষ জজ-৩ এর বিচারক আবু সৈয়দ মুহাম্মাদ দিলজার হোসাইন তার রায়ে 'ইউনি পে টু ইউ'র শীর্ষ ৬ কর্মকর্তাকে ১৩ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেন। এছাড়া প্রত্যেক আসামীকে ২৭০ কোটি টাকা জরিমানা করেন। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির ব্যাংক একাউন্টে থাকা ২৭০ কোটি টাকা এবং গ্রাহকের টাকায় কেনা সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বায়েয়াফ্ত করা হয়। সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে ছিলেন 'ইউনি পে'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মাদ মুনতাছির হোসাইন ইমন, চেয়ারম্যান শহীদুয্যামান শাহীন, নির্বাহী পরিচালক মাসঊদুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক এম জামশেদুর রহমান, উপদেষ্টা মানযূর এহসান চৌধুরী ও পরিচালক এইচ এম আরশাদুল্লাহ। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এ রায়ের বিরুদ্ধে আসামীরা আপিল করেন। বর্তমানে সবাই কারামুক্ত বলে জানা গেছে। আইনের ফাঁক গলে 'ইউনি পে টু'র জব্দকৃত অনেক টাকাই সরিয়ে নেয়া হয়েছে। বায়েয়াফ্তকৃত অনেক সম্পত্তি বিক্রিসহ বিভিন্ন উপায়ে হস্তান্তরও হয়েছে বলে জানা গেছে। গ্রাহকরা এখনও তাদের লগ্নিকৃত অর্থ ফেরৎ পাননি।

প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ কেলেঙ্কারির মধ্যে ঋণের নামে বেসিক ব্যাংক থেকে হাতিয়ে নেয়া হয় অন্ততঃ ৪ হাযার কোটি টাকা। এ ঘটনায় ব্যাংকটির তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ বিভিন্নজনের বিরুদ্ধে ৫৬টি মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ৬ বছর হ'তে চললেও এর একটি মামলারও বিচার শুরু হয়নি। দুদক জানিয়েছে, এর মধ্যে ঋণ জালিয়াতির মাধ্যমে হাতিয়ে নেয়া অর্থের ১ হাযার ৩২২ কোটি ৭২ লাখ টাকা ব্যাংকে ফেরত এসেছে। ৪ হাযার ৫৫৯ কোটি টাকার ঋণ পুনঃতফসিল করা হয়েছে। তবে কোন মামলারই চার্জশীট দাখিল হয়নি এখনও।

সোনালী ব্যাংক থেকে প্রায় ৪ হাযার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় বহুল আলোচিত 'হলমার্ক গ্রুপ'। এর মধ্যে ২ হাযার ৬৮৬ কোটি ১৪ লাখ টাকা (ফান্ডেড) ঋণ জালিয়াতির দায়ে ২০১২ সালে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ১১টি মামলা করা হয়। দীর্ঘ তদন্তের পর গত বছরের আগস্টে মামলাগুলির চার্জশীট দাখিল করা হয়। চার্জশীটে ২৫ জনকে আসামী করা হয়। তবে অবশিষ্ট 'নন-ফান্ডেড' অর্থের বিষয়ে দুদক অনুসন্ধানই শুরু করতে পারেনি। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, চার্জশীটভুক্ত আসামীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর মাহমূদ, তার স্ত্রী ও প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান জেসমিন ব্যতীত বাকিরা এখন যামিনে মুক্ত।

সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত এসব আর্থিক কেলেঙ্কারি, আত্মসাৎ এবং প্রতারণার পরিণতি বলতে গেলে একরকমই। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের অর্থ ফেরত পায়নি। অতি সম্প্রতি উদঘাটিত ইভ্যালি, ই-অরেঞ্জ, এহসান গ্রুপ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের অর্থ ফেরত পাওয়ার বিষয়টিও অসম্ভব বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। আইনী দুর্বলতা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদিচ্ছার অভাবে আত্মসাৎকারীদের বিরুদ্ধেও কার্যকর কোন ব্যবস্থা নেয়া হবে না মর্মে সংশয় তাদের।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক নাজমা বেগম বলেন, এসব অনিয়ম ও প্রতারণার বিরুদ্ধে প্রথম থেকে ব্যবস্থা না নিলে ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফেরত পাওয়া রীতিমতো অসম্ভব হয়ে ওঠে। তার মতে, হাতিয়ে নেয়া টাকা শতভাগ ফিরিয়ে দেয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। যখন ঘটনাটা ঘটে যায় তখন আর কিছু করার থাকে না। কারণ কোম্পানীগুলির সম্পদের চেয়ে দেনার পরিমাণ অনেক বেশি। সেজন্য তাদের ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষমতাও নেই। অধ্যাপক নাজমা বলেন, আপনি তাদের ধরলেন, শাস্তি দিলেন, কিন্তু যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের টাকা ফিরিয়ে দেয়া কি সম্ভব?

দুর্নীতি দমন কমিশনের সাবেক মহাপরিচালক (লিগ্যাল) ও অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র জেলা জজ মঈদুল ইসলামের মতে, আইনী ফাঁক-ফোকরের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে- যারা আইনটি প্রয়োগ করবেন তাদের সদিচ্ছা। অনেক সময় প্রয়োগকারী সংস্থার সদিচ্ছার অভাবেও অর্থ আত্মসাৎকারীরা পার পেয়ে যান।

[সংকলিত]

ধনে পাতার স্বাস্থ্য উপকারিতা

অসাধারণ গুণে ভরপুর সুপরিচিত ধনে বা ধনিয়া একটি সুগন্ধি ঔষধি গাছ। এটি দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার স্থানীয় উদ্ভিদ। বঙ্গ অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র ধনের বীজ খাবারের মসলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

তবে সুস্বাদু ধনে পাতা এশীয় চাটনি ও মেক্সিকান সালসাতে ব্যবহার করা হয়। ধনে পাতাকে আমরা সালাদ এবং রান্নার স্বাদ বাড়ানোর কাজে সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু শুধু স্বাদ এবং ঘ্রাণ বাড়ানোর কাজেই এর গুণাগুণ শেষ হয়ে যায় না।

অধিকাংশ মানুষ ধনে পাতার উপকারিতা না জেনেই নিয়মিত বিভিন্ন তরকারিতে ব্যবহার করে আসছে। এবার জেনে নিন ধনে পাতার অসাধারণ স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে-

১. ধনে পাতা খেলে শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে যায়, ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

২. ধনে পাতা হজমে উপকার করে, যকৃতকে সঠিকভাবে কাজ করতে সাহায্য করে এবং পেট পরিষ্কার করে।

৩. ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের জন্য ধনে পাতা বিশেষ উপকারী। এটি ইনসুলিনের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং রক্তের সুগারের মাত্রা কমায়।

৪. ঋতুস্রাবের সময় রক্ত সঞ্চালন ভালো হওয়ার জন্য ধনে পাতা খেলে উপকার পাওয়া যায়। এতে থাকা আয়রন রক্তশূন্যতা সারাতেও বেশ উপকারী।

৫. ধনে পাতার ফ্যাট স্যলুবল ভিটামিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ভিটামিন 'এ' ফুসফুস এবং পাকস্থলীর ক্যান্সার প্রতিরোধে কাজ করে।

৬. এতে রয়েছে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি উপাদান যা বাতের ব্যথাসহ হাড় এবং জয়েন্টের ব্যথা উপশমে কাজ করে।

৭. স্মৃতিশক্তি প্রখর এবং মস্তিষ্কের নার্ভ সচল রাখতে সাহায্য করে ধনে পাতা।

৮. ধনে পাতার ভিটামিন 'কে' অ্যালঝেইমার রোগের চিকিৎসায় বেশ কার্যকরী।

৯. ডিসইনফেকট্যান্ট, ডিটক্সিফাইং বা বিষাক্ততা রোধকারী, অ্যান্টিসেপটিক, অ্যান্টিফাঙ্গাল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান থাকার কারণে এরা বিভিন্ন ত্বকের অসুস্থতা (একজিমা, ত্বকের শুষ্কতা এবং ফাঙ্গাল ইনফেকশন) সারাতে সাহায্য করে। ত্বক সুস্থ ও সতেজ রাখতে তাই ধনে পাতার উপকারিতা অনেক।

১০. এটা শরীরের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং অ্যালার্জি বা এর ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে দূরে রাখে।

১১. কারও মুখে যদি দুর্গন্ধ হয় ও অরুচি লাগে তাহ'লে ধনে ভেজে বোতলে ভরে রাখুন। মাঝে মাঝে চিবিয়ে খান মুখে দুর্গন্ধ থাকবে না।

১২. কারও মাথাব্যথা হ'লে ধনে পাতা ও গাছের রস কপালে লাগান। মাথাব্যথা কমে যাবে।

১৩. ধনে পাতা চিবিয়ে দাঁত মাজলে দাঁতের মাড়ি মযবূত হয় এবং দাঁতের গোড়া হ'তে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

ধনে পাতার কিছু ক্ষতিকর দিক :

আমরা প্রতিদিন যে পরিমাণে ধনে পাতা খাই তা স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু অতিমাত্রায় ধনে পাতার রস সেবন করা বা খাদ্যে ব্যবহার করা ঠিক নয়। এতে খাবারের স্বাদ বাড়ালেও স্বাস্থ্যের জন্য অনেক সময় ক্ষতিকর হ'তে পারে এই ধনে পাতা। আসুন জেনে নেই এর সম্ভাব্য ক্ষতিকর দিকগুলো।

১. অতিরিক্ত ধনেপাতা খেলে এটি লিভারের কার্যক্ষমতাকে খারাপভাবে প্রভাবিত করে থাকে। এতে থাকা এক ধরনের উদ্ভিজ তেল শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আক্রান্ত করে ফেলে। এছাড়া এটাতে এক ধরনের শক্তিশালী অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে, যেটা সাধারণত লিভারের বিভিন্ন সমস্যা দূর করে। কিন্তু দেহের মধ্যে এর অতিরিক্ত মাত্রার উপস্থিতি লিভারের ক্ষতি সাধন করে।

২. অতিরিক্ত ধনেপাতা খাওয়ার ফলে হৃৎপিণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি নিম্ন রক্তচাপ সৃষ্টি করে। চিকিৎসকরা উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ধনেপাতা খাওয়ার পরামর্শ দেন। তবে অতিরিক্ত খেলে সেটা নিম্ন রক্তচাপের সৃষ্টি করে।

৩. গবেষণা বলছে, সপ্তাহে ২০০ গ্রামের বেশী ধনেপাতা খেলে তা গ্যাসের ব্যথা, পেটে ব্যথা, পেট ফোলা, বমি হওয়া এমনকি ডায়রিয়ার কারণ হ'তে পারে।

৪. শ্বাসকষ্টের রোগীদের ধনেপাতা খাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেন চিকিৎসকরা। কেননা এটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা করে। যার ফলে ফুসফুসে অ্যাজমার সমস্যা সৃষ্টি হ'তে পারে। শ্বাসকষ্টের রোগীরা ধনেপাতা খেলে ছোট ছোট নিঃশ্বাস নিতেও সমস্যা তৈরি হয়।

৫. ধনেপাতার প্রোটিন উপাদানটি শরীরে আইজিই নামক অ্যান্টিবডি তৈরি করে, যা শরীরের বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানকে সমানভাবে বহন করে থাকে। কিন্তু এর অতিরিক্ত মাত্রা উপাদানগুলোর ভারসাম্য নষ্ট করে। ফলে অ্যালার্জী তৈরি হয়। এই অ্যালার্জীর ফলে দেহে চুলকানি, ফুলে যাওয়া, জ্বালাপোড়া করা, র‍্যাশ ওঠা ইত্যাদি সমস্যা তৈরি করে।

৬. অতিরিক্ত ধনেপাতা খাওয়ার আরেকটি ক্ষতিকর দিক হ'ল মুখে ব্যথা হওয়া। ধনেপাতায় বিভিন্ন এসিডিক উপাদান রয়েছে, যা ত্বককে সংবেদনশীল করে থাকে। পাশাপাশি এটি মুখে প্রদাহেরও সৃষ্টি করে। বিশেষ করে ঠোঁট, মাড়ি এবং গলা ব্যথা হওয়া। সারা মুখ লালও হয়ে যেতে পারে।

৭. নারীদের গর্ভকালীন সময়ে অতিরিক্ত ধনেপাতা খাওয়া ভ্রূণের বা বাচ্চার শরীরের জন্য বেশ ক্ষতিকারক। ধনেপাতাতে থাকা কিছু উপাদান নারীদের প্রজনন গ্রন্থির কার্যক্ষমতাকে নষ্ট করে ফেলে। যার ফলে নারীদের বাচ্চাধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়।

[সংকলিত]

কবিতা

প্রশংসা

-আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

তুমি যে রহীম, তুমি রহমান
প্রশংসা তোমারি সবি
আমার এ হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি তুমি
যতই তোমাকে ভাবি।
তোমার সৃষ্ট ধরণীতে সদা
গায় তব জয়গান
সিজদা লও গো অসংখ্য আমার
হে রহীম রহমান।
মহাবিশ্বের সৃষ্টি জগতে
গ্রহ নক্ষত্র যত
জপিছে তাসবীহ মানিছে আদেশ
দিন রাত অবিরত।
ধরণীতে তুমি, আখেরাতে তুমি
তুমি তো বিচারপতি
আমার হৃদয় তব প্রশংসায়
কেটে যাক দিবারাতি।
সাহায্য শুধু চাই তোমার কাছে
ইবাদত করি তোমা
করুণার তুমি অসীম জলধি
আমাকে করো গো ক্ষমা।
যে পথ সহজ যে পথ সরল
যে পথে চলিলে তুমি
রাজি খুশী হও সে পথে চালাও
হে মোর অন্তর্যামী।
সে পথে যেন নাহি চলি কভূ
যেথা তব অভিশাপ
যে পথে চলিলে বেড়ে যাবে মম
হৃদয়ের পরিতাপ।
অসংখ্য তব প্রশংসা গাহি
হে রহীম রহমান।
দরবারে তোমার পাই যেন আমি
প্রিয়জন সম মান।

পথহারা পথিক

-মুহাম্মাদ আনিছুর রহমান
দারিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

পথহারা পথিক তোমার সামনে যে পরপার
সেখানে পৌঁছলে কে জানবে তোমার খবর?
পরপারের অনন্ত জীবনে জায়গা দু'টি, জাহান্নাম ও জান্নাত
নিজের ইচ্ছায় যাবে না পাওয়া চলবে না কোন আঁতাত।
জান্নাত হ'ল সুখের জায়গা নি'আমত অফুরান
জাহান্নাম হ'ল অগ্নিগর্ভ বলেছেন রহমান।
সৎকর্মশীল ব্যক্তি জান্নাত পাবে পাবে মহা সুখ
অসৎ কর্মী জাহান্নামের অনলে জ্বলবে যুগ যুগ।
এখন তুমি যাবে কোথায় খাটাও নিজের মাথা
কর্ম দেখে জায়গা দিবেন আল্লাহ পাকের কথা।

শেষ বিকেলে পেলাম

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

জনমে জনমে জনম আমার
আঁধারে পড়িলো ঢাকা,
হারালো আমার আলোর ভুবন
অসৎ পথের কালো টাকা।
আঁধারে আঁধারে অন্ধকারগুলি
হ'তে লাগলো স্থীর গাঁঢ়ো,
আলোর ভুবন আমার আঁধারে ডুবিল
ভাবি নাই একটিবারো।
জীবনের আয়ু দিনে দিনে ক্ষয়ে
অযথা কেটেছে সময়
ভাবিনাই মৃত্যু বারে বারে এসে
হাতছানি দিয়েছে আমায়।
ভোগবিলাসে আনন্দ-উল্লাসে
ছিল পড়ে আমার ইলা
বুঝতে পারি নাই প্রভু তোমার খেলা
তোমারই রহস্যের লীলা।
কর ক্ষমা প্রভু নিজগুণে তুমি
জীবনের যত ভুল
শেষ বিকেলে পেলাম তোমার
প্রিয়জনের দেখা
মুহাম্মাদ রাসূল (ছাঃ)।

সূরা লাহাব

-মুহাম্মাদ মোমতায আলী খান
ঝিনা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

আবূ লাহাবের উপর বর্ষিল অভিসম্পাত
তাই ধ্বংস হল নিজে সহ তার দু'টি হাত।
কোন কাজে আসেনি তার জমানো ধন-মাল
হিংসা-বিদ্বেষে সব হ'ল পয়মাল।
শ্রীঘ্রই সে ঢুকবে লেলিহান জাহান্নামে
সাথে কাঠ কুড়ানী স্ত্রীও, চোগলখুরীর পরিণামে।
আল্লাহ্‌র হুকুমে ফাঁসি লেগে জীবন গেল তার
সে রশিটি পাকানো ছিল খেজুর পাতার।

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।

স্বদেশ

যাত্রাপথে ছালাতের বিরতি বাধ্যতামূলক করল এনা পরিবহন

দূরপাল্লার যাত্রাপথে ছালাতের সময় হ'লে ছালাত আদায়ের জন্য যাত্রা বিরতি দেওয়া বাধ্যতামূলক এবং চালক, সুপারভাইজার ও হেলপারদের ছালাত আদায় বাধ্যতামূলক করেছে এনা ট্রান্সপোর্ট প্রাইভেট লিমিটেড। এক নোটিশের মাধ্যমে বিষয়টি কর্মচারীদের জানায় এনা পরিবহন কর্তৃপক্ষ। যাত্রা বিরতির বিষয়টি নিশ্চিত করে পরিবহনটির মালিক এবং ঢাকা সড়ক পরিবহন সমিতির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার এনায়েতুল্লাহ (ফেনী) জানান, আমরা ছালাত আদায়ের জন্য চালক, সুপারভাইজার ও হেলপারদের নিয়মিত উৎসাহিত করে থাকি। এবার যাত্রীদের জন্যও যাত্রাপথে ছালাতের বিরতি রাখা হয়েছে। তাই বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করেছি আমরা এবং এ কাজ নিয়মিত তদারকিও করা হচ্ছে। রাজধানীসহ সারাদেশের কাউন্টারে এই নির্দেশনা জারী করা হয়েছে। জারীকৃত নির্দেশনা মেনে চলছেন এনা পরিবহনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

শারীরিক বৃদ্ধি, দুর্বলতা কাটাবে 'ব্রি-৮৪'-এর ভাত

'ব্রি-৮৪' ধানের ভাত শরীরে জিংকের অভাব ৭০ শতাংশ পর্যন্ত পূরণ করবে। বিশেষ করে নিম্ন আয় ও অপুষ্টিতে ভোগা মানুষের জন্য উপকারী হবে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত ধানের উক্ত জাতের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, এটি জিংক ও আয়রনসমৃদ্ধ। যেহেতু দেশের অধিকাংশ মানুষই তিন বেলা ভাত খায়। তাই এ জাতের ধান জিংক ও আয়রনের অভাব দূর করবে। জিংকের অভাবে শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। গর্ভবতী মায়েদের শরীরে দেখা দেয় দুর্বলতা। শিশুর স্নায়ুতন্ত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জাতটির নাম দেওয়া হয়েছে ব্রি-৭৪, ৮৪, ৬২ ও ৭২। প্রথম দু'টি জাত বোরো ও পরের দু'টি আমন মৌসুমে চাষের উপযোগী। ২০১৭ সালে উদ্ভাবিত এই ধান ইতিমধ্যে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপযেলার মাঠে চাষ শুরু হয়েছে। ইনস্টিটিউটের শস্যমান ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞ মুহাম্মাদ আলী বলেন, চারটি জাতের মধ্যে ব্রি-৮৪ সবচেয়ে ভালো। এতে আধুনিক উফশী ধানের বৈশিষ্ট্য আছে। ভাত ঝরঝরে হয়। প্রতি বিঘায় এর সম্ভাব্য ফলন ২৫ মণ।

প্রাকৃতিক গ্যাসে ভাসছে ভোলা, শুরু হ'তে যাচ্ছে ৩টি কূপের খননকাজ

প্রাকৃতিক গ্যাসে ভাসছে ভোলা। বিপুল পরিমাণ গ্যাসের সন্ধান মিলছে এখানে। এই গ্যাসের ওপর নির্ভর করেই একাধিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার অপেক্ষায় রয়েছে যেলাটিকে। এতে এক দিকে যেমন যেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে, অন্য দিকে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

খুব শীঘ্রই যেলায় আরো তিনটি কূপের খননকাজ শুরু হচ্ছে। এর আগে বাপেক্সের একটি অনুসন্ধান দল ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ করে যেলার আলাদা তিনটি স্থানে গ্যাসের সন্ধান পায়। এ তিনটি কুপের খনন শুরু হ'লে যেলায় সর্বমোট কূপের সংখ্যা দাঁড়াবে নয়টিতে।

বাপেক্স জানিয়েছে, যেলার বোরহানুদ্দীনের শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের চারটি কূপ ছাড়াও শাহবাজপুর ইষ্ট ও ভোলা নর্থ নামে আরো একটি গ্যাস ক্ষেত্রের দু'টি কূপে মোট গ্যাসের মওজূদের পরিমাণ প্রায় ১.৩ টিসিএফ (ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট)। সূত্র জানিয়েছে, যেলায় বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাসের যে মওজূদ রয়েছে তা ভবিষ্যতে মোট মওজূদের প্রায় দ্বিগুণ হ'তে পারে। এতে বলা চলে, গ্যাসে ভাসছে ভোলা।

বাপেক্সের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ভোলার গ্যাস আপাতত বাইরের যেলায় যাচ্ছে না। তবে ভোলা-বরিশাল ব্রিজ হ'লে তখন হয়তো সরবরাহ হ'তে পারে। জানা গেছে, শাহবাজপুর ইস্ট নামের একটি কূপ ও নর্থ গ্যাস ক্ষেত্রে গ্যাসের মওজূদ থাকলেও নতুন কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা বিদ্যুৎকেন্দ্র না থাকায় সেখান থেকে আপাতত কোন গ্যাস উত্তোলন হচ্ছে না। যদিও এসব কূপ থেকে গ্যাস উত্তোলনের জন্য প্রস্তুতি রয়েছে।

ইসলামে ফিরতে মিডিয়া ছাড়লেন অভিনেত্রী অ্যানি খান : জানালেন কিছু উপলব্ধি

দীর্ঘ ২৩ বছরের পথচলা শেষে মিডিয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশের অভিনেত্রী অ্যানি খান। ধর্মীয় বিধান মোতাবেক বাকী জীবন অতিবাহিত করতেই মিডিয়াকে বিদায় জানিয়েছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আল্লাহ যেন আমাকে আর ঐ কাজে না ফেরান। এখন থেকে ঘরে থাকব। ইবাদত করব। বেঁচে থাকলে আগামী বছর বিবাহ করব। একজন সাধারণ নারী যেভাবে সংসার করে, আমিও তাই করতে চাই। নিজের ফেসবুক লাইভে এসে তিনি বলেন, 'প্রতিনিয়ত মৃত্যুর খবরগুলো যেভাবে শুনছি, আগে সেভাবে শোনা যেতো না, শুনলেও অন্তরে নাড়া দিত না। পিতাকে হারালাম। চোখের সামনে কাছের মানুষগুলো ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এগুলোর কারণে আমার ধর্মীয়বোধ জাগ্রত হয়েছে। দু'মিনিট পরে আমি বাঁচবো কি-না জানি না। মৃত্যুর পর আমার হিসাব আমাকেই দিতে হবে। কিন্তু সেই অনন্তকালের জন্য আমি কি সঞ্চয় করলাম? এই আত্মোপলব্ধি থেকেই আমি মিডিয়া থেকে সরে যাচ্ছি'।

তিনি বলেন, জীবনের সময় এত স্বল্প অনুভব করছি যে, মনে হচ্ছে দিন-রাত ৪৮ ঘণ্টা হ'লে ভালো হ'ত। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করছি, নফল ছালাত পড়ছি, কুরআন-হাদীছ পড়ছি। সবকিছু আমাকে শিখতে হচ্ছে। এসব জানতে-শিখতে কখন যে সময় চলে যাচ্ছে, নিজেও বুঝতে পারছি না।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধে ১৫ মাসে ১৫১ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

করোনা মহামারির কারণে গত বছরের ১৭ই মার্চ থেকে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। দীর্ঘ সময় পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের মানসিক সমস্যা ভয়াবহভাবে বেড়েছে। এ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কারণে ১৫১ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। সম্প্রতি আঁচল ফাউণ্ডেশনের চালানো এক জরিপে এমন তথ্যই উঠে এসেছে।

আত্মহত্যার কারণ হিসাবে পড়াশোনার চাপ, বেকার সমস্যা, বৈবাহিক সমস্যা, প্রেমে ব্যর্থ, মানসিক নির্যাতন, পারিবারিক সমস্যা, অবসাদ ও বিষণ্নতাকেই প্রধানত চিহ্নিত করা হয়েছে। জরিপের তথ্য মতে, ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ হ'তে ২০২১ সালের ৪ঠা জুন পর্যন্ত দেশে ১৫১ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। এর মধ্যে ৭৩ জন স্কুল শিক্ষার্থী, ৪২ জন বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল শিক্ষার্থী, ২৭ জন কলেজ শিক্ষার্থী ও ২৯ জন মাদ্রাসা শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের অধিকাংশের বয়স ১২ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। যদিও এ সংখ্যা ২০১৮ সালে ১১ জন এবং ২০১৭ সালে ১৯ জন ছিল।

বিদেশ

রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনকারী সুইডিশ কার্টুনিস্ট-এর আগুনে পুড়ে মৃত্যু

রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর কাল্পনিক ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করে মুসলমানদের হৃদয়ে আগুন জ্বালানো সেই কুখ্যাত সুইডিশ কার্টুনিস্ট লার্স ভিল্কস আগুনে পুড়ে মারা গেছে। এই দুর্ঘটনায় তার দুই নিরাপত্তারক্ষীও মারা গেছে। গত ৩রা অক্টোবর রবিবার এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয় লার্স ভিল্কস।

জানা যায়, পুলিশের একটি গাড়িতে করে সুইডেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় মার্কইয়ার্ড শহরে ভ্রমণ করছিলেন তিনি। সে সময় একটি ট্রাকের সঙ্গে গাড়িটির সংঘর্ষ হয়। এসময় গাড়িতে আগুন ধরে গেলে ঘটনাস্থলেই পুড়ে মারা যান ভিল্কস এবং সঙ্গী দুই পুলিশ কর্মকর্তা।

২০০৭ সালে লার্স ভিল্কসের আঁকা রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্রটি প্রকাশিত হয়। এরপর বিশ্বজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও সমালোচনার সৃষ্টি হয়। সেসময় থেকেই পুলিশ প্রহরায় চলাফেরা এবং বসবাস শুরু করে ভিল্কস। অথচ পুলিশের গাড়িতে থাকা অবস্থায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় কুখ্যাত এই কার্টুনিস্ট।

ফ্রান্সে ক্যাথলিক যাজকদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার ২ লাখের অধিক শিশু

ফ্রান্সে গত ৭০ বছরে (১৯৫০-২০২০) ২ লাখ ১৬ হাযার শিশু ফরাসী ক্যাথলিক যাজকদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। শিশুদের যৌন নির্যাতনের ঘটনা অনুসন্ধানে একটি নিরপেক্ষ কমিশন এই তথ্য প্রকাশ করেছে। গত ৫ই অক্টোবর প্রকাশিত সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রতিবেদনটি তৈরিতে আড়াই বছর সময় লেগেছে। এ সময়ের মধ্যে ১ লাখ ১৫ হাযার পাদ্রী ও গির্জা কর্মকর্তার ব্যাপারে তদন্ত চালানো হয়। প্রতিবেদনটি তৈরি হয়েছে চার্চ, আদালত এবং পুলিশের দলীলপত্রের আর্কাইভে পাওয়া তথ্য এবং নির্যাতনের শিকারদের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে।

কমিশনের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন চিকিৎসক, ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও ধর্মতত্ত্ববিদ। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন দেশে এমন কয়েকটি কেলেঙ্কারির ঘটনা ফাঁস হয়। এরপর ফরাসী ক্যাথলিক গির্জা কর্তৃপক্ষ ২০১৮ সালে ঐ তদন্তের আদেশ দেয়।

এ ব্যাপারে তদন্ত কমিশনের সভাপতি জিন-মার্ক সাউভ বলেন, এসব ঘটনা সত্যিই ভয়ংকর। প্রতিক্রিয়া দেখানো ছাড়া কোন উপায় থাকতে পারে না। তিনি বলেন, ২০০০ সালের গোড়ার দিকে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি নিষ্ঠুর উদাসীনতা দেখিয়েছিল ক্যাথলিক চার্চ।

[বিবাহ না করে অস্বাভাবিক জীবন যাপনের পরিণতি এগুলি। খৃষ্টান পোপ-পাদ্রীদের অনতিবিলম্বে তওবা করে ইসলাম কবুলের আহ্বান জানাই (স.স.)]

পারমাণবিক চুক্তির ২৫ বছর : বিশ্ব এখন অনেক বেশী নিরাপদ

১৯৯৬ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি গৃহীত হওয়ার ২৫ বছর পর বিশ্ব এখন বেশী নিরাপদ বলে দাবী করেছেন বিশেষজ্ঞরা। যদিও উত্তর কোরিয়া এই চুক্তিতে সই করেনি এবং দেশটির পারমাণবিক কর্মসূচী নিয়ে বিশ্বশক্তিগুলোর নানা উদ্বেগ রয়েছে।

জাতিসংঘের সংস্থা কম্প্রিহেনসিভ নিউক্লিয়ার-টেস্ট-ব্যান ট্রিটি অর্গানাইজেশনের প্রধান রবার্ট ফ্লয়েড বলেন, ১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে বিশ্বে প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষা চালায় আমেরিকানরা। তখন থেকে সর্বাত্মক পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি সইয়ের আগপর্যন্ত বিশ্বে দু'হাযারের বেশী পারমাণবিক পরীক্ষা চালানো হয়েছে।

খবরে বলা হয়, পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি সই হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত মাত্র প্রায় এক ডজন পরীক্ষা চালানো হয়েছে। পরীক্ষাগুলো চালিয়েছে ভারত, পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়া। বিশ্লেষকেরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, উত্তর কোরিয়াসহ পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী ৮টি দেশ এই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এ অবস্থায় এটি কার্যকর করা যাচ্ছে না। তাছাড়া চাপ সৃষ্টি করার পরও দেশগুলো চুক্তিটি সই করবে, এমন লক্ষণ খুব কমই দেখা যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও রবার্ট ফ্লয়েড বলেন, 'আমরা আগের চেয়ে অনেকটা ভালো অবস্থায় আছি'। ফ্লয়েড বলেন, এই নিষিদ্ধকরণ চুক্তি পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার বিরুদ্ধে একটি বৈশ্বিক নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে। এ পর্যন্ত ১৭০টি দেশ এ চুক্তি অনুমোদন করেছে। তবে আরও অনেকের মত মিসর, ভারত, ইরান, পাকিস্তান, চীন, উত্তর কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ইস্রাঈল এতে সই করেনি।

ব্রিটিশ লেখকের আশঙ্কা : ২০ বছরের মধ্যে শিশুদের মূর্খ বানাবে ফেসবুক-টুইটার

তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সঙ্গে সমাজে বিস্তার লাভ করেছে নানা ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের। এর যেমন ভালো দিক রয়েছে, তেমনি এ মাধ্যমগুলোর প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির রয়েছে বিপরীত ফলও। আর সেটা যে কতটা ভয়ঙ্কর হবে সে সম্পর্কে এবার মুখ খুললেন বুকার পুরস্কার বিজয়ী হাওয়ার্ড জ্যাকবসন নামে এক ব্রিটিশ লেখক। এ লেখকের মতে ফেসবুক ও টুইটারসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আধিপত্যের কারণে আগামী ২০ বছরের মধ্যে শিশুরা অশিক্ষিত হবে।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এই শিক্ষার্থী আরও বলেন, স্মার্টফোনের ব্যবহার এবং প্রচুর পরিমাণে ফেসবুক, টুইটারসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের কারণে নাটকীয়ভাবে তরুণদের যোগাযোগের পদ্ধতি বদলে যাচ্ছে। আর এসবের কারণে তারা হারাচ্ছে বই পড়ার অভ্যাসও।

তিনি জানান, শুধু তরুণরাই নয়, তিনি নিজেও বইয়ের প্রতি আর তেমন মনোযোগ দিতে পারেন না। কারণ তার মনোযোগের একটা বড় অংশও চলে যায় মোবাইল-কম্পিউটারের স্ক্রিনের পেছনে।

সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, শিক্ষার মান অনেক নেমে গেছে। পশ্চিমা বিশ্বের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, গত বছর মাত্র ৪৩ শতাংশ মানুষ বছরে মাত্র একটি বই পাঠ করেছেন। শুধু তাই নয়, ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সীরা প্রতি সপ্তাহে গড়ে ১৫ ঘণ্টা অনলাইনে কাটাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের আরেক গবেষণায় দেখা গেছে, বর্তমানে কিশোর বয়সীদের মধ্যে একাকিত্বের মাত্রা সবচেয়ে বেশী এবং ২০০৭ সালে আইফোন বাযারে আসার পর থেকে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের আরো অবনতি ঘটেছে।

এখনই সতর্ক না হলে ২১০০ সালে ভিনগ্রহে পরিণত হবে পৃথিবী

আর মাত্র ৮০ বছরের মধ্যেই পৃথিবী নামক বাসযোগ্য এই গ্রহটি ভিনগ্রহে পরিণত হ'তে পারে। যেভাবে দ্রুত হারে আবহাওয়া পরিবর্তন ঘটছে, তাতে পৃথিবী আর বাসযোগ্য থাকবে কি-না সে ব্যাপারে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জাতিসংঘের বিজ্ঞানীরা। তাদের সদ্য

প্রকাশিত এক গবেষণায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। গবেষণাপত্রটি আন্তর্জাতিক আবহাওয়া বিজ্ঞান গবেষণা পত্রিকা 'গ্লোবাল চেঞ্জ বায়োলজী'তে প্রকাশিত হয়েছে। রিপোর্টে জানানো হয়েছে, সম্প্রতি বিভিন্ন রাষ্ট্র গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ কমানোর যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেগুলো পুরোপুরি রক্ষিত হ'লেও আর ৭৯ বছরের মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রাক শিল্পযুগের চেয়ে অন্তত ২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর ফলে এমন ঘনঘন ও ভয়ঙ্কর দাবানল হবে বিশ্বজুড়ে, যা নযীরবিহীন। একইভাবে ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, খরা, বন্যা, তাপপ্রবাহ ও শৈত্যপ্রবাহের তীব্রতা ও সংখ্যা এতটাই অকল্পনীয়ভাবে বেড়ে যাবে যে, ২১০০ সালে পৃথিবী আর বাসযোগ্য থাকবে না। মানবসভ্যতার কাছে হয়ে পড়বে একটি ভিনগ্রহ। শুধু তা-ই নয়, জলভাগ ও স্থলভাগের যাবতীয় বাস্তুতন্ত্রেও আমূল পরিবর্তন ঘটবে। বিশ্বজুড়ে প্রচুর কৃষিজমি পুরোপুরি অ-ফসলি, অনুর্বর হয়ে পড়বে। তাপপ্রবাহের তীব্রতা ও ঘটনার সংখ্যা এতটাই বেড়ে যাবে যে, অনেক এলাকাই বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে।

মুসলিম জাহান

বিশিষ্ট হাদীছ গবেষক ড. মুহাম্মাদ 'উজাজ আল-খতীব (১৯৩২-২০২১)-এর মৃত্যু

বিশিষ্ট হাদীছ গবেষক ড. মুহাম্মাদ 'উজাজ আল-খতীব (৯০) গত ১০ই অক্টোবর'২১ রবিবার সন্ধ্যায় মিসরের রাজধানী বৈরূতে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*।

ড. উজাজ আল-খতীব ১৯৩২ সালে সিরিয়ার দামেশক নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দামেশকের বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষালাভের পর ১৯৫৯ সালে দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ অনুষদ থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন। ১৯৬২ সালে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। মাস্টার্সে তাঁর থিসিসের শিরোনাম ছিল 'আস-সুন্নাহ কাবলাত তাদবীন'। ১৯৬৬ সালে তিনি রামাহুরমুযীর আল-মুহাদ্দিছুল ফাছেল বায়নার রাবী ওয়াল ওয়াঈ গ্রন্থের তাহক্বীক্ব সহ 'নাশআতু উলূমিল হাদীছ ওয়া মুছত্বলাহিহী' বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৬৬-১৯৮০ সাল পর্যন্ত তিনি দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এর মধ্যে তিনি প্রেষণে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৬-১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদে শিক্ষকতা করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি 'উসতায' বা প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ১৯৭৯ সালে উম্মুল ক্বোরা বিশ্ববিদ্যালয় মক্কায় এবং ১৯৮০-১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। অতঃপর শারজাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হন এবং ২০০২ সাল পর্যন্ত সেখানে শরী'আহ ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের ডীন এবং হাদীছ ও উলূমুল হাদীছ-এর অধ্যাপক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, (১) আস-সুন্নাহ কাবলাত তাদবীন। এটি তার সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ। (২) উছূলুল হাদীছ ওয়া মুছত্বলাহুহু (৩) আবূ হুরায়রা রাবিয়াতুল ইসলাম (৪) আল-মুহাদ্দিছুল ফাছেল বায়নার রাবী ওয়াল ওয়াঈ (তাহক্বীক্ব) (৫) আল-ওয়াজীয ফী উলূমিল হাদীছ (৬) আল-জামে' লি-আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামে' : দিরাসাহ ওয়া তাহক্বীক্ব (৭) লামাহাত ফিল মাকতাবা ওয়াল বাহছ (৮) আত-তারবিয়াতুল ইসলামিয়াহ : আহদাফুহা, উসুসুহা, অসাইলুহা, তুরুক্বু তাদরীসিহা প্রভৃতি।

[আমরা মাইয়েতের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]।

আফগানিস্তানে মাদকসেবীদের যেখানে পাচ্ছে সেখানেই আটক করছে তালেবান

আফগানিস্তানে মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে তালেবান। দেশের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আটক করা হচ্ছে মাদকাসক্তদের। তারপর তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পুনর্বাসন কেন্দ্রে। সেখানে ধাপে ধাপে চলছে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা। তালেবান ক্ষমতায় আসার পর পাল্টে গেছে আফগানিস্তানের বিভিন্ন মাদক সেবনের স্পটগুলোর চিত্র। মাদকসেবীদের আখড়া হিসাবে পরিচিত প্রায় প্রতিটি স্থানেই চলছে নিয়মিত অভিযান। আটক করা হচ্ছে মাদকাসক্তদের। তালেবান কমাণ্ডার মৌলভী ফযলুল্লাহ বলেন, মাদকাসক্তদের ধরতে পারলেই তাকে পুনর্বাসন কেন্দ্রে নেয়া হয়। তারপর তার চিকিৎসা চলে। আমাদের লক্ষ্য মাদকমুক্ত আফগানিস্তান গড়া।

মুহাম্মাদ হানীফ নামে আফগানিস্তানের এক চিকিৎসক বলেন, প্রথম ধাপে প্রতিটি রোগীকে ডি-টক্সিকেশনের জন্য রাখা হয় ১৫ দিন। এরপর তাদের সেখান থেকে জেনারেল ওয়ার্ডে রাখা হয় ৪৫ দিন। তৃতীয় ধাপে এসব রোগীকে মনোরোগের চিকিৎসা দেয়া হয়।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

এসির বাজারে ধস নামাবে এমন রং আবিষ্কার

বিশ্বের সবচেয়ে সাদা রং আবিষ্কার করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পারডু বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক। এই রং বাইরের দেওয়ালে ব্যবহার করলে এমনিতেই ঠাণ্ডা থাকবে যেকোন ভবনের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা। ফলে এসি ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না। গবেষক দলটির নেতৃত্বে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক জিউলিয়ান রুয়ান।

সাদা রং সূর্যের বিকিরণ প্রতিফলিত করে। ফলে কোন ভবনের বাইরের দেওয়ালে এই রং ব্যবহার করা হ'লে তার ভেতরের পরিবেশ থাকে ঠাণ্ডা। এ কারণে বিশ্বের গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলসমূহে ভবনের বাইরের দেওয়ালে সাদা রং ব্যবহার করা হয়।

রুয়ান সাংবাদিকদের বলেন, '৭ বছর আগে আমরা এই গবেষণা শুরু করেছিলাম। প্রথম থেকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল এমন একটি রং আবিষ্কার করা, যা একই সঙ্গে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং আবহাওয়া পরিবর্তন রোধে কার্যকরী হবে।

তিনি বলেন, বর্তমানে বাযারে যেসব সাদা রং পাওয়া যায়, সেগুলো সর্বোচ্চ ৯০% পর্যন্ত সূর্যকিরণ প্রতিফলিত করতে সক্ষম। কিন্তু তাদের আবিষ্কৃত সাদা রংয়ের প্রতিফলন ক্ষমতা ৯৮.১%।

তিনি আরও জানান, এরই মধ্যে ৪৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রার একটি এলাকার ভবনের বাইরের দেওয়ালে এই রং ব্যবহার করা হয়েছে এবং রং ব্যবহারের পর সেই ভবনের ভেতরের তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি কমে গেছে। রুয়ান বলেন, 'কক্ষ শীতল রাখার ক্ষেত্রে এই রং এয়ার কন্ডিশনারের চেয়ে অধিক কার্যকর'।

পৃথিবীর সবচেয়ে সাদা রং হিসাবে ইতিমধ্যে এটি গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জায়গা করে নিয়েছে। রঙটি বাযারে আনতে পারলে এর বাণিজ্যিক ব্যবহার বাড়বে বলে প্রত্যাশা গবেষকদের।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

১৩ ঘণ্টার ব্যস্ত সফরে বাগমারা উপযেলার ৫টি স্থানে আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ২১শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বেলা পৌনে ১০-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা টাইফয়েড জ্বরে দীর্ঘদিন যাবৎ আক্রান্ত জনাব ডা. মুহাম্মাদ মনছুর আলীকে (৬৩) দেখতে ৪২ কি.মি. দূরে বাগমারা উপযেলার তাহেরপুরের উদ্দেশ্যে মারকায থেকে রওয়ানা হন। তিনি, 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব একটি প্রাইভেট কারে এবং রাজশাহী সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, মারকাযের শিক্ষক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, আল-'আওনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ এবং আইটি সহকারী আবুল বাশার একটি মাইক্রোযোগে তাঁর সফরসঙ্গী হন।

তাহেরপুর : বেলা সোয়া ১১-টায় তিনি তাহেরপুর পৌরসভার দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৌঁছেন। এসময় সেখানে উপস্থিত উপদেষ্টা ডা. মনছুর আলী, উপদেষ্টা আলহাজ্জ আইয়ূব আলী, এলাকা সভাপতি আবুল কালাম শেখ সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতা-কর্মী ও সুধীবৃন্দ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে উক্ত মসজিদে আয়োজিত সুধী সমাবেশে তিনি বক্তব্য রাখেন। এসময় তিনি ১৯৭৮ সালে 'যুবসংঘ' গঠনের শুরুর দিকে তাহেরপুরে তাঁর প্রথম আগমনের ও বিশাল ইসলামী সম্মেলনের স্মৃতিচারণ করেন। অতঃপর সর্বশেষ ২০১৯ সালের ২৩শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত স্মরণকালের বৃহত্তম ঐতিহাসিক যেলা সম্মেলনের কথা উল্লেখ করে বলেন, ৩৩২টি গ্রাম সমৃদ্ধ এই বিশাল আহলেহাদীছ অধ্যুষিত অঞ্চলকে কলংকিত করার জন্য ২০০৪-০৫ সালের দিকে এখানে চরমপন্থী জেএমবিদের টর্চার সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তারা উল্টা করে টাঙিয়ে মানুষ হত্যা করত। পরে তাদেরকে সেফ করার জন্য আহলেহাদীছের নেতা হিসাবে আমাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু সেই সন্ত্রাসীদের ও তাদের নেপথ্য নায়কদের আল্লাহ সেফ করেননি। তাদের মর্মান্তিক দুনিয়াবী পরিণতি সবাই দেখেছেন। আখেরাতের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এখনও বাকী আছে। তিনি বলেন, কেবল তখন থেকেই নয়, বরং ১৯৭৮ সালে জন্মলগ্ন থেকে বিগত ৪৩ বছরে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র বা 'আন্দোলনে'র কোন সদস্য বা সদস্যাকে সন্ত্রাসের অভিযোগে অভিযুক্ত করতে কোন সরকারই সক্ষম হয়নি। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।* অতঃপর তিনি এলাকাবাসীকে পূর্ণ তৎপরতার সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান।

অত্র অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, মাওলানা দুররুল হুদা, ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন তাহেরপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আবুল কালাম শেখ। সুধী সমাবেশ শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীগণ ডা. মনছুর আলীর বাসায় দুপুরের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন।

ভবানীগঞ্জ : দুপুর ৩-টায় আমীরে জামা'আত তাহেরপুর থেকে ২২.৪ কি.মি. দূরে হাটগাঙ্গোপাড়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আয়োজিত সুধী সমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা আলহাজ্জ আইয়ূব আলী সরকারের আমন্ত্রণে তিনি সাড়ে ৯ কি.মি. দূরে ভবানীগঞ্জের হেলিপ্যাড ময়দান সংলগ্ন 'আন্দোলন' অফিসে যাত্রা বিরতি করেন। অতঃপর সেখানে আয়োজিত স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে তিনি ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি বক্তব্য রাখেন। তিনি সেখানে উপস্থিত বিভিন্ন আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের মধ্যে তাঁর লিখিত 'মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে' বইটি হাদিয়া হিসাবে বিতরণ করেন।

উল্লেখ্য যে, বাদ আছর হাট গাঙ্গোপাড়া বাজার জামে মসজিদের প্রোগ্রামের জন্য সফরসঙ্গী অন্যান্যগণ আগেই চলে যান। এলাকা সভাপতি আবুল কালামের নেতৃত্বে ১০টি হোণ্ডা সহ একদল কর্মী আমীরে জামা'আতের সাথে রওয়ানা হন। উপদেষ্টা আলহাজ্জ আইয়ূব আলী আমীরে জামা'আতের একই গাড়ীতে সাথী হন।

মচমইল : ভবানীগঞ্জ থেকে রওয়ানা দিয়ে হাট গাঙ্গোপাড়া যাওয়ার পথে বিকাল সোয়া ৪-টায় তিনি মচমইল বাজারে নির্মাণাধীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যাত্রা বিরতি করেন। অতঃপর তিনি ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। সেখানে তিনি বলেন, মসজিদ পাকা করার চাইতে ঈমান পাকা করা অধিক যরূরী। তিনি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নেন।

হাট গাঙ্গোপাড়া : মচমইল থেকে রওয়ানা হয়ে বিকাল সাড়ে পাঁচ-টায় আমীরে জামা'আত সংগঠন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হাট গাঙ্গোপাড়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৌঁছেন। অতঃপর প্রথমে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, অতঃপর আমীরে জামা'আত মাগরিবের আগ পর্যন্ত প্রত্যেকে ১৫ মিনিট করে ভাষণ দেন। আমীরে জামা'আত তাঁর ভাষণে বলেন, আমাদের এক পা এই মসজিদে, আর এক পা জান্নাতে। মাঝখানে কুরআন-হাদীছ ভিত্তিক আমল। এই পুঁজি নিয়েই আমাদেরকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' চালিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, বিগত ৪৩ বছরের সাংগঠনিক জীবনে সিলেটের কানাইঘাট থেকে সুন্দরবনের কালাবগী পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ১২শ' মসজিদ প্রতিষ্ঠা ছাড়াও মাদ্রাসা, ওযূখানা, ইয়াতীমখানা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ইসলামিক সেন্টার, অগভীর ও গভীর নলকূপ, লবনাক্ত এলাকায় মিঠাপানির পুকুর আল্লাহপাক এই মিসকীনের হাত দিয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়ে নিয়েছেন। এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংসদীয় এলাকার বর্ষাপাড়া গ্রামেও আমাদের প্রতিষ্ঠিত মোজাইক করা জামে মসজিদ রয়েছে। এছাড়াও গরীবদের মধ্যে ইফতার ও কুরবানী বিতরণ করা হয়েছে। এমনকি গত করোনার মৌসুমেও অক্সিজেন সিলিণ্ডার সেবা এবং দক্ষিণের ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস' দুর্গত এলাকায় কুরবানী বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু এর বিনিময়ে আমরা কোনদিন দুনিয়া চাইনি। চেয়েছি কেবলই জান্নাত। অতঃপর তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করে বলেন, যদি আমরা ঈমান ও তাক্বওয়ার ভিত্তিতে জীবন গড়ি, তাহ'লে আল্লাহ আমাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতের দুয়ার সমূহ খুলে দিবেন' *(আ'রাফ ৭/৯৬)*। সবশেষে তিনি উপস্থিত মুছল্লীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন মসজিদের খতীব ও যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা আহমাদ আলী।

হাট দামনাশ : হাট গাঙ্গোপাড়া বাজার মসজিদে মাগরিবের ছালাত আদায় শেষে আমীরে জামা'আত হাট দামনাশ বাজার

আহলেহাদীছ জামে মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সেখানে গিয়ে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের সাবেক ছাত্র ও বর্তমান মোহনপুর সরকারী উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক স্থানীয় মুহাম্মাদ আতাউর রহমানের বাড়ীতে অবস্থান করেন। অতঃপর রাত সাড়ে ৭-টার দিকে তিনি মসজিদে পৌঁছেন ও সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। সেখানে তিনি বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাইতে নৈতিক উন্নয়ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, নারী ও পুরুষ কখনো এক নয়। তাই আমরা তথাকথিত লিঙ্গ সমতায় বিশ্বাসী নই। আমাদের নারী-পুরুষ কুরআন-হাদীছ মেনে চলবে। কারু বানোয়াট বিধান মেনে চলবেনা। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন সমাজ সংস্কারের আন্দোলন। সংস্কারকদের সাহসী হ'তে হয়। তাই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সাহসী মানুষের আন্দোলন। কোন ভীরু-কাপুরুষের আন্দোলন নয়। সমাজ ক্রমে কুসংস্কারে ছেয়ে যাচ্ছে। তাই বসে থাকার সুযোগ নেই। আহলেহাদীছের সারা জীবনটাই সংগ্রামের। লোকেরা বুলেট মেরে আপনার বুক ঝাঁঝরা করে দিতে পারে, কিন্তু আপনার ঈমানকে ছিনিয়ে নিতে পারবেনা। আহলেহাদীছরা কুরআন-হাদীছ ছাড়া কোন কিছুই মানে না। তারা জান্নাত ছাড়া কিছুই চায় না।

উল্লেখ্য যে, বাহরায়েন প্রবাসী বর্তমানে ঢাকার গুলশান নিবাসী পাবনার জনাব ইঞ্জিনিয়ার শাহজাহান ছাহেবের সৌজন্যে মসজিদটি ২০১৮ সালে বড় আকারে নতুনভাবে নির্মিত হয়। আমীরে জামা'আত তাঁর জন্য এবং স্থানীয় সহযোগীদের জন্য বিশেষভাবে দো'আ করেন। ভাষণ শেষে আমীরে জামা'আত সমাবেশে উপস্থিত বিভিন্ন আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের মধ্যে তাঁর লিখিত 'মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে' বইটি হাদিয়া হিসাবে বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন অত্র মসজিদের খতীব ও নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আফযাল হোসাইন।

এশার ছালাত শেষে আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীদের জনাব আতাউর রহমান তার বাড়ীতে আপ্যায়ন করেন। অতঃপর রাত পৌনে ১০-টায় রওয়ানা হয়ে পৌনে ১১-টায় তিনি ও তাঁর সফরসঙ্গীগণ রাজশাহী মারকাযে ফিরে আসেন।

দিনব্যাপী এই সফরে যেলা নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার এস.এম. সিরাজুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সুলতান মাহমূদ, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি বুলবুল আহমাদ, সাধারণ সম্পাদক মীযানুর রহমান, 'সোনামণি'র পরিচালক খায়রুল ইসলাম, নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম সহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধীবৃন্দ। সফরের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিল উপচে পড়া ভীড় এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

উল্লেখ্য যে, ২০১৪ সালের ১৪ই জুলাই মোতাবেক ১৫ই রামাযান সোমবার প্রথম ডা. মনছূর আলীর জামাতার মৃত্যুতে আমীরে জামা'আত তাহেরপুরে তার বাড়ীতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে তিনি হাট গাঙ্গোপাড়া বাজার মসজিদ ও কেশরহাট বাজার মসজিদে সফর করেন ও মুছল্লীদের সামনে বক্তব্য পেশ করেন।

দেশব্যাপী যেলা কমিটি সমূহ পুনর্গঠন

গত ১০ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ২০২১-২০২৩ সেশনের মজলিসে আমেলা ও মজলিসে শূরা পুনর্গঠন ও যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের মনোনয়নের পর গঠনতন্ত্রের ৮(৪-খ) ও ২২(৪) ধারা অনুযায়ী দেশব্যাপী পূর্ণাঙ্গ যেলা কমিটি গঠনের কাজ ধারাবাহিকভাবে চলছে। ইতিমধ্যে গঠনকৃত যেলা সমূহের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নে পেশ করা হ'ল।-

১. আনন্দনগর, নওগাঁ ১৫ই সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন আনন্দনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মাওলানা আব্দুস সাত্তারকে সভাপতি ও অধ্যাপক শহীদুল আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২. গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা-পশ্চিম ১৫ই সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন টিএন্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। সভা শেষে ডা. মুহাম্মাদ আওনুল মা'বূদকে সভাপতি ও মাওলানা আব্দুর রাযযাক সালাফীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩. সাঘাটা, গাইবান্ধা-পূর্ব ১৫ই সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সাঘাটা থানাধীন সাঘাটা ডিগ্রী কলেজ সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪. রংপুর-পশ্চিম ১৬ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৮-টায় যেলার সদর থানাধীন মুসলিম পাড়া শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুছতফা সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মুহাম্মাদ মুছতফা সালাফীকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আতীকুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫. পীরগাছা, রংপুর-পূর্ব ১৬ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার পীরগাছা থানাধীন দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রংপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ

শাহীন পারভেযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মুহাম্মাদ শাহীন পারভেযকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল মালেককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬. বিরামপুর, দিনাজপুর-পূর্ব ১৬ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বিরামপুর থানাধীন বিরামপুর-চাঁদপুর (গড়ের পাড়) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মুহাম্মাদ শহীদুল আলমকে সভাপতি ও অধ্যাপক যাকির হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৭. নীলফামারী-পশ্চিম ১৬ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন মুন্সীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে ডা. মুস্তাফীযুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৮. কালদিয়া, বাগেরহাট ১৬ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের পার্শ্ববর্তী কালদিয়া আল-মারকাযুল ইসলামী মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা সংলগ্ন জামে মসজিদে বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী রহমানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভা শেষে মাওলানা আহমাদ আলী রহমানীকে সভাপতি ও মাওলানা যুবায়ের ঢালীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৯. গোবরচাকা, খুলনা ১৭ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভা শেষে মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১০. জয়পুরহাট ১৭ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুছ ছবূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম। সভা শেষে মাওলানা আব্দুছ ছবূরকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল মুন'ইমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১১. ছোট বেলাইল, বগুড়া ১৭ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মশিউর রহমান বেলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মুহাম্মাদ মশিউর রহমান বেলালকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১২. সোহাগদল, পিরোজপুর ২৩শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার স্বরূপকাঠি থানাধীন সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহবূব আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভা শেষে মুহাম্মাদ মাহবূব আলমকে সভাপতি ও মাস্টার শাহ আলম বাহাদুরকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৩. উযীরপুর, বরিশাল-পশ্চিম ২৪শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৮-টায় যেলার উযীরপুর থানাধীন শোলক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইবরাহীম কাওছার সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভা শেষে মাওলানা ইবরাহীম কাওছার সালাফীকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম নাছিরকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৪. কুষ্টিয়া-পূর্ব ২৪শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের উপকণ্ঠে ১০০ ঝিনাইদহ রোডস্থ রিযিয়া-সা'দ ইসলামিক সেন্টারে কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আমীনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান। সভা শেষে আমীনুর রহমানকে সভাপতি ও সাইফুল্লাহ আল-খালিদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৫. চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ ২৪শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল। সভা শেষে মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৬. যশোর ২৪শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন আল্লাহ্র দান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয আব্দুল আলীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে হাফেয আব্দুল আলীমকে সভপতি ও মাওলানা মুনীরুয্যামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৭. বড়াইগ্রাম, নাটোর ২৫শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার বড়াইগ্রাম থানাধীন বনপাড়া পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের পশ্চিম মালিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান। সভা শেষে ড. মুহাম্মাদ আলীকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৮. লাখাই, হবিগঞ্জ ২৬শে সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার লাখাই থানাধীন লাখাই দারুল হুদা সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা সংলগ্ন জামে মসজিদে হবিগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জা'ফর আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। সভা শেষে মাওলানা জা'ফর আহমাদকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আরীফুল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৯. কুলাউলা, মৌলভীবাজার ২৭শে সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার কুলাউড়া থানাধীন মসজিদুত তাওহীদ-এ মৌলভীবাযার যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ছাদেকুন নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। সভা শেষে মুহাম্মাদ ছাদেকুন নূরকে সভাপতি ও আবু মুহাম্মাদ সোহেলকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২০. জৈন্তাপুর, সিলেট ২৮শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার জৈন্তাপুর থানাধীন সেনগ্রাম মুহাম্মাদিয়া সালাফিইয়াহ দাখিল মাদ্রাসার হলরুমে সিলেট যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ফায়যুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। সভা শেষে মাওলানা মুহাম্মাদ ফায়যুল ইসলামকে সভাপতি ও মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল কাবীরকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২১. নওদাপাড়া, রাজশাহী ৩০শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-সদর, পূর্ব ও পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা এবং শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ। সভা শেষে মাওলানা দুররুল হুদাকে সভাপতি ও মুস্তাকীম আহমাদকে সাধারণ সম্পাদক করে রাজশাহী-সদর, মাস্টার এস. এম. সিরাজুল ইসলামকে সভাপতি ও মাওলানা সুলতান মাহমূদকে সাধারণ সম্পাদক করে রাজশাহী-পূর্ব এবং অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদাকে সভাপতি ও অধ্যাপক তোফায্যল হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২২. রহনপুর ডাকবাংলা পাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর ১লা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গোমস্তাপুর উপযেলাধীন রহনপুর ডাকবাংলা পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা। সভা শেষে মাওলানা আব্দুল্লাহকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় মেহমান এদিন এখানে জুম'আর খুৎবা দেন।

২৩. ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ ১লা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সহকারী সাংগঠনিক

সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান। সভা শেষে মুহাম্মাদ মকবূল হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৪. পাবনা ১লা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ব্রজনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। সভা শেষে মুহাম্মাদ সোহরাব আলীকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শিরীন বিশ্বাসকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৫. আদিতমারী, লালমণিরহাট ১লা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোঁচা বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বেলাল হোসাইন। সভা শেষে মাওলানা শহীদুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৬. নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম-উত্তর ২রা অক্টোবর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার নাগেশ্বরী থানাধীন বোর্ডের হাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুড়িগ্রাম-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ লোকমান হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি গঠন করা হয়।

২৭. উলিপুর, কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ ২রা অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার উলিপুর থানাধীন পাঁচপীর মাস্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন এবং 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বেলাল হোসাইন। সভা শেষে মাওলানা সিরাজুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মাহফূযুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

আলোচনা সভা

গৌরনদী, বরিশাল ২৪শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার গৌরনদী থানাধীন বিজয়পুর জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

সোনামণি

লাখাই, হবিগঞ্জ ২৭শে সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ ফজর যেলার লাখাই থানাধীন লাখাই দারুল হুদা সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হাফেয মুহাম্মাদ সারোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

বুজরুককোলা, বাগমারা, রাজশাহী ৫ই অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বাগমারা উপযেলাধীন বুজরুককোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের খতীব মুহাম্মাদ ইমরান হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে হাফেয শহীদুল ইসলাম জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ ছাদিক।

আল-'আওন

'আল-আওন' ২০২১-২২ বর্ষের জন্য যেলা সমূহের কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ বিভিন্ন যেলা সফর করেন। পুনর্গঠিত যেলাগুলোর সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

যেলার নাম	সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক
ঢাকা-উত্তর	ডা. তাশরীফ আহমাদ	আমজাদ হোসাইন
গাইবান্ধা	দেলাওয়ার হোসাইন	মুস্তাফীযুর রহমান
নাটোর	আনীসুর রহমান	শাহাদত হোসাইন
দিনাজপুর-পূর্ব	ডা. আব্দুল মালেক	মুহাম্মাদ শু'আইব
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	এমদাদুল হক	মেছবাহুল হক সুজন
কুষ্টিয়া	আব্দুর রহমান	শাকীল আহমাদ
চুয়াডাঙ্গা	মুহাম্মাদ সানোয়ার	সাইফুল ইসলাম

উক্ত কমিটি গঠন উপলক্ষে যেলাসমূহে সফরকারী দায়িত্বশীলদের মধ্যে ছিলেন 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইন এবং তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

মারকায সংবাদ

৮ মাসে হিফয সম্পন্ন করল মারকাযের ছাত্র মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগের ছাত্র মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান মাত্র ৮ মাসে হিফয সম্পন্ন করার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। *ফালিল্লাহিল হামদ*। মারকাযের হিফয বিভাগের ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে কম সময়ে হিফয সম্পন্ন করার রেকর্ড। সে রাজশাহী যেলার গোদাগাড়ী থানার ভাজনপুর গ্রামের মুহাম্মাদ মুছতফার কনিষ্ঠ পুত্র। সে সকলের দো'আপ্রার্থী।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪১) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তাহাজ্জুদ ছালাতের রাক'আত সংখ্যা ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ ফারহান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : তাহাজ্জুদ ছালাত সর্বনিম্ন ২ রাক'আত পড়ার কথা রাসূল (ছাঃ) উল্লেখ করেছেন *(মুসলিম হা/৭৬৮; আবুদাঊদ হা/১৪২২; মিশকাত হা/১২৬৫)*। আর সর্বোচ্চ হ'ল ৮ রাক'আত *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১২৫৬; আবুদাঊদ হা/১৩৬২; মিশকাত হা/১২৬৪)*। তিনি কখনো এই ছালাত এত দীর্ঘ করতেন যে, কেবল সিজদায় ৫০ আয়াত পাঠের সময়কাল অবস্থান করতেন *(বুখারী হা/৯৪৪; মিশকাত হা/১১৮৮)*। এমনকি কখনও এত লম্বা করতেন যে তার পায়ের গোড়ালী ফুলে যেত *(বুখারী হা/১১৩০; মিশকাত হা/১২২০)*। কখনো তিনি একই রাক'আতে সূরা বাক্বারাহ, নিসা ও আলে ইমরান তেলাওয়াত করেছেন *(মুসলিম হা/৭৭২)*। সুতরাং তাহাজ্জুদ ছালাত সম্ভবপর দীর্ঘ করে পড়াই উত্তম।

প্রশ্ন (২/৪২) : টিউশনী করার ক্ষেত্রে মাসে ২/১ দিন কারণবশতঃ যাওয়া হয় না। কিন্তু বেতন দেওয়ার সময় পুরো বেতনই পাওয়া যায়। এক্ষণে আমার জন্য পুরো বেতন নেওয়া জায়েয হবে কি?

-আসাদুল হক, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

উত্তর : এটি মাসিক বেতন হিসাবে নির্ধারিত। সেজন্য কোন ওযরবশতঃ এক বা একাধিক দিন না পড়িয়েও পুরো মাসের বেতন নেওয়া যাবে। তবে এসব ক্ষেত্রে দাতার পক্ষ থেকে সম্মতি থাকতে হবে। নতুবা কেউ কেউ ওযর ছাড়াই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে *(যায়লাঈ, তাবঈনুল হাকায়েক ৫/১৩৪; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ১/২৬৭)*। উল্লেখ্য যে, চুক্তিবদ্ধ যে কোন কাজের ক্ষেত্রে কাজটি আন্তরিকতার সাথে যথাসাধ্য পালন করতে হবে। অন্যথায় ক্বিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে তার যথার্থ হকদারদের নিকট পৌঁছে দাও' *(নিসা ৪/৫৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমরা প্রত্যেকেই ক্বিয়ামতের দিন স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫, 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়)*। সেকারণ যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে দায়িত্বে অবহেলা করার কারণে বেতনের নির্ধারিত অংশ গ্রহণ না করে, সেটা হবে তাক্বওয়ার পরিচায়ক *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৫/১৫৩, ১৫৫-৫৬)*।

প্রশ্ন (৩/৪৩) : পিতা আমাকে আমার চাচাতো বোনকে বিবাহ করার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু আমার মা রাযী নয়। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-আবীর বিন আল-আমীন
সফিপুর, কালিয়াকৈর, গাযীপুর।

উত্তর : বিবাহ পিতা-মাতা, বর বা কনের সম্মতি বা পরামর্শ ক্রমে হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় পরিবারে অশান্তি বিরাজ করতে পারে। এক্ষণে চাচাতো বোন সচ্চরিত্র ও ধার্মিকা হ'লে মাকে বুঝিয়ে বিবাহ করা সমীচীন। রাসূল (ছাঃ) কুফূ বা সমতার ক্ষেত্রে 'দ্বীন'কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৮; ছহীহাহ হা/১০৬৭)*। এক্ষণে মা কোনভাবেই রাযী না হ'লেও মেয়ে ধার্মিক হ'লে তাকে বিবাহ করা যাবে। কারণ দু'টি মতামতের ক্ষেত্রে পিতার মতই অগ্রগণ্য। তবে সাধ্যমত মাকে খুশী করে বিবাহ করার চেষ্টা করবে *(বাহুতী, কাশশাফুল ক্বেনা' ৫/৮)*।

প্রশ্ন (৪/৪৪) : মসজিদের গ্রাউন্ড ফ্লোরে গোডাউন, নীচ তলায় ঔষধের দোকান এবং দ্বিতীয় তলা থেকে উপরের অংশে মসজিদ, মাদ্রাসা ও গবেষণা সেন্টার নির্মাণ করা যাবে কী? উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে দাতার কোন শর্ত ছিল না।

-শফীকুযযামান, লক্ষীপুর, রাজশাহী।

উত্তর : মসজিদের কল্যাণার্থে নীচে বা উপরে মার্কেট, বাসস্থান বা গবেষণা সেন্টার নির্মাণে কোন বাধা নেই *(ফাতাওয়া নাযীরিইয়াহ ৩/৩৬৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/২২০)*। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'মসজিদের নীচে দোকানপাট ও পানির হাউয তৈরী করা যায়। তাতে কোন ক্ষতি নেই' *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩১/২১৭-১৮, ২৬১)*। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) মসজিদের নীচে ও উপরে ভবন নির্মাণ জায়েযের পক্ষে মত দিয়েছেন, যা মসজিদের আওতাভুক্ত হবে না *(আল-হিদায়াহ ৩/২০; আল-ইনাইয়া ৬/২৩৪; আল-বেনাইয়া ৭/৪৫৪; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ১২/২৯৬)*।

প্রশ্ন (৫/৪৫) : জনৈক ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, কেউ যদি হাদীছ ব্যতীত কেবল কুরআনের অনুসরণ করে, সে কখনো কাফের হবে না। তাহ'লে শরী'আত অনুযায়ী তিনি কী হিসাবে গণ্য হবেন?

-মাহমূদুল হাসান, রংপুর।

উত্তর : হাদীছ ব্যতীত কুরআন অনুসরণের দাবী অবাস্তব। আল্লাহ ছালাত আদায় ফরয করেছেন। কিন্তু কিভাবে করবেন, তা কুরআনে নেই। তিনি যাকাত ও হজ্জ ফরয করেছেন। কিন্তু কিভাবে করবেন, তা কুরআনে নেই। তিনি বিবাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কিভাবে করবেন, তা কুরআনে নেই। আল্লাহ বলেন, 'রাসূল তোমাদেরকে যা (নির্দেশ) দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হ'তে বিরত থাক...' *(হাশর ৫৯/০৭)*। তিনি বলেন, 'তোমার

পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো (পূর্ণ) মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে তোমাকে ফায়ছালা দানকারী হিসাবে মেনে নিবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ না রাখবে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*। রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, 'জেনে রাখো! আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি ও তার ন্যায় আরেকটি বস্তু। সাবধান! এমন একটি সময় আসছে যখন বিলাসী মানুষ তার গদিতে বসে বলবে, তোমাদের জন্য এ কুরআনই যথেষ্ট। সেখানে যা হালাল পাবে, তাকেই হালাল জানবে এবং সেখানে যা হারাম পাবে, তাকেই হারাম জানবে। অথচ আল্লাহ্র রাসূল যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ কর্তৃক হারাম করার অনুরূপ' *(আবুদাঊদ হা/৪৬০৫ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৬২)*। এখানে 'কুরআন' হ'ল 'প্রকাশ্য অহি' এবং তার ন্যায় আরেকটি বস্তু হ'ল 'হাদীছ' যা 'অপ্রকাশ্য অহি'।

রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে বাস্তবে দেখা দেয়। এ সময় কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটে, যারা সুন্নাতকে অস্বীকার করে। ইমাম শাফেঈ এমন একজন হাদীছ অস্বীকারকারী ব্যক্তির সাথে তার মুনাযারার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তার দাবীর অসারতা প্রমাণ করেছেন *(কিতাবুল উম্ম ৭/২৮৭-২৯২)*। অতঃপর দীর্ঘ এগারো শত বছর যাবৎ হাদীছ অস্বীকারকারীদের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলেনি। বিগত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মিসর, ইরাক এবং ভারতে এই ফিৎনার পুনরাবির্ভাব ঘটে *(বিস্তারিত দ্র. হাফাবা প্রকাশিত 'হাদীছের প্রামাণিকতা' বই)*।

বর্তমানে বাংলাদেশে এই ভ্রান্ত আক্বীদার কিছু লোকের কথা শোনা যায়। যাদের থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যারা হাদীছকে অস্বীকার করে তারা মূলতঃ রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ প্রমাণ করতে চায়। কেননা হাদীছ ব্যতীত দ্বীনের উপর আমল করা অসম্ভব। অতএব তারা কাফের *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২/৩৮, ৩/১৯৪)*। ইসহাক বিন রাওয়াইহ বলেন, যার নিকট ছহীহ হাদীছ পৌঁছার পর তা প্রত্যাখ্যান করল সে কাফের *(আল-ইহকাম ১/৯৯)*। ইবনু হাযম বলেন 'যদি কোন ব্যক্তি বলে যে কুরআনে যা পাব তা ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করব না, তবে সে মুসলিম উম্মাহ্র সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাফের *(আল ইহকাম ২/৮০)*। ইমাম সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেন, 'তারা কাফের এবং ইসলাম হ'তে খারিজ। তাদের হাশর হবে ইহূদী ও নাছারা বা অন্যান্য ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের সাথে' *(মিফতাহুল জান্নাহ ৫ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৬/৪৬) : কেউ তওবা করলে সঙ্গে সঙ্গে কি তার আমলনামা থেকে গুনাহসমূহ মুছে ফেলা হবে?

-বারাকাতুল্লাহ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : তওবাকারীর তওবা যদি খাঁটি হয় এবং তা আল্লাহ্র কাছে কবুলযোগ্য হয়ে যায়, তবে তার আমলনামা থেকে গুনাহসমূহ মুছে ফেলা হবে *(তাহরীম ৬৬/৮)*। ফলে ব্যক্তির গুনাহের পাল্লা হালকা হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই সৎকর্মসমূহ মন্দ কর্মসমূহকে বিদূরিত করে *(হূদ ১১/১১৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পাপ থেকে তওবাকারী ব্যক্তি পাপমুক্ত ব্যক্তির ন্যায়' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫০; মিশকাত হা/২৩৬৩; ছহীহুল জামে' হা/৩০০৮)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত যার মাধ্যমে আল্লাহ সমস্ত পাপ ও ত্রুটি বিদূরিত করে দেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৫)*। তিনি আরো বলেন, 'তুমি যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং পাপের পরে পুণ্য কর, যা পাপকে মুছে ফেলবে' *(তিরমিযী হা/১৯৮৭; মিশকাত হা/৫০৮৩; ছহীহুল জামে' হা/৯৭)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, তওবা মানুষের গুনাহসমূহকে বিদূরিত করে *(মিনহাজুস সুন্নাহ ৬/২১১)*।

প্রশ্ন (৭/৪৭) : জায়গা সংকুলান না হওয়ার কারণে একই মসজিদে একাধিকবার জুম'আর ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-রবীউল ইসলাম
রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : একই মসজিদে একাধিক জুম'আ কায়েম করা যাবে না। ইসলামের ইতিহাসে এমন পদ্ধতি কোথাও চালু ছিল না। বরং মসজিদ সম্প্রসারণ করবে এবং একটি বড় জামা'আতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। জুম'আর জামা'আত না পেলে পরে যোহরের ছালাত জামা'আতে বা একাকী আদায় করবে। অতএব একই মসজিদে একাধিকবার জুম'আ আদায় করা জায়েয নয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/২৬২)*।

প্রশ্ন (৮/৪৮) : জনৈক ব্যক্তি ওযূর ধারাবাহিকতা এবং ফরয গোসলের ক্ষেত্রে বহুদিন যাবৎ বড় ধরণের ভুলের মধ্যে ছিল। এখন তা বুঝতে পারার পর তার পূর্বের আমলের অবস্থা কি হবে? এক্ষেত্রে তার করণীয় কি?

-আব্দুছ ছামাদ, ঢাকা।

উত্তর : পূর্বের ভুল পদ্ধতিতে করা ওযূ ও গোসলের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইবে এবং সঠিক নিয়মে ওযূ-গোসল করে ইবাদত করবে। এটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা ছালাতে ভুলকারী ব্যক্তিকে রাসূল (ছাঃ) চলমান ছালাতকে সঠিকভাবে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পূর্বের ভুল পদ্ধতিতে আদায়কৃত ছালাত পুনরায় আদায় করতে বলেননি *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯০; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৩/৩৭)*। আর নিয়তের বিশুদ্ধতার কারণে আল্লাহ তার আমলসমূহ কবুল করবেন এবং ক্ষমা প্রার্থনার কারণে কৃত ভুল ক্ষমা করবেন ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (৯/৪৯) : জয়ফলের মধ্যে অল্প মাত্রায় নেশাজাতীয় উপাদান থাকায় সঊদী আরব সহ কিছু দেশে তা আমদানী নিষিদ্ধ। অনেক আলেম এটিকে হারাম বলেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে এটা বিরিয়ানী, হালীম ইত্যাদির মশলা হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এক্ষণে এটি খাওয়া জায়েয হবে কি?

-আশিকুর রহমান, মাদারীপুর।

উত্তর : জয়ফল বহু প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত মশলা জাতীয়

খাদ্য। তবে খাদ্য হিসাবে এটি ব্যবহারের বৈধতা নিয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে দু'টি মত লক্ষ্য করা যায়। একদল এটি হারাম বলেছেন। আরেকদল খাদ্য-দ্রব্যের সঙ্গে মিশ্রিতভাবে স্বল্প পরিমাণ জায়েয বলেছেন। ইবনু দাক্বীকুল ঈদ, ইবনু হাজার হায়তামী প্রমুখ হাশীশের মত নেশাদার দ্রব্য সাব্যস্ত করে এই ফল খাওয়াকে হারাম বলেছেন *(ইবনু হাজার হায়তামী, আয-যাওয়াজের ১/৩৫৫)*। তবে আধুনিক বিদ্বানগণ ঔষধে বা খাদ্যের সাথে মিশ্রিতভাবে এর স্বল্প পরিমাণ ব্যবহারে বাধা নেই বলেছেন, যাতে মাদকতা আসে না। তবে কোন অবস্থাতেই একে পৃথকভাবে নেশাদার বস্তু হিসাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করা যাবে না *(নাদওয়া ফিক্বহিয়া ত্বিব্বিয়াহ ছামেনাহ (কুয়েত, মে ১৯৯৫)*।

প্রশ্ন (১০/৫০) : আমার এক আত্মীয় তার অধিকাংশ জমি ছেলেদের নামে রেজিষ্ট্রি করে দিয়েছে, অথচ মেয়েদের কিছুই দেননি। এক্ষণে পরকালে বাঁচার জন্য পিতার করণীয় কি?

-সুমাইয়া আখতার, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : মেয়েদেরকে তাদের প্রাপ্য হক থেকে মাহরূম করা নিঃসন্দেহে কাবীরা গুনাহ এবং তা অন্যের হক আত্মসাতের শামিল। তারা ক্ষমা না করলে আল্লাহ তা'আলা উক্ত পাপ ক্ষমা করবেন না *(বুখারী হা/২৪৪৯ 'অত্যাচার ও আত্মসাত' অধ্যায় ৪৬, ১০ অনুচ্ছেদ)*। এক্ষণে পরকালীন মুক্তির জন্য পিতার করণীয় হ'ল- ছেলেদের যে পরিমাণ সম্পত্তি রেজিষ্ট্রি করে দিয়েছেন, তার অর্ধেক পরিমাণ সম্পত্তি মেয়েদের রেজিষ্ট্রি করে দিবেন *(নিসা ৪/১১,১৪)*। পিতা জীবিত অবস্থায় সন্তানদের কোন সম্পত্তি দান করতে চাইলে তাকে বণ্টন নীতি অনুযায়ী 'ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা অর্ধেক' ভিত্তিতে অংশ দিতে হবে *(ইবনু হাজার হায়তামী, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৪/০৩; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৯/৪৮৩)*।

প্রশ্ন (১১/৫১) : সদ্যজাত শিশুর নাভী মসজিদের পাশে মাটি চাপা দিলে এবং তার নখ, বুকের ও মাথার একটি পশম আগুনে পোড়ালে বাচ্চাকে কেউ পাগল বানাতে পারবে না। একথার কোন সত্যতা আছে কি? এছাড়া চুল ও নখের কর্তিত অংশ মাটি চাপা দেওয়ার কোন বিধান আছে কি?

-সামিরা আখতার, রামপুরা, ঢাকা।

উত্তর : ইসলামী শরী'আতে উপরোক্ত ধারণার কোন ভিত্তি নেই। অতএব এরূপ ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে প্রত্যেক মুসলিমের বিরত থাকা আবশ্যক। আর চুল ও নখের কর্তিত অংশ মাটি চাপা দেওয়ার পক্ষে কোন কোন বিদ্বান মত পেশ করেছেন *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১৩২)*। তবে এ মর্মে বর্ণিত হাদীছ সবগুলিই যঈফ' *(বায়হাক্বী শু'আব হা/৬০৬৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৩৫৭)*।

প্রশ্ন (১২/৫২) : রাসূল (ছাঃ) কি একদিন তাহাজ্জুদের পুরো ছালাতে সূরা মায়েদার ১১৮ নং আয়াতটি বার বার তেলাওয়াত করেছিলেন?

- মুহাম্মাদ দলীল, রামনগর, দিনাজপুর।

উত্তর : উক্ত মর্মে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) এক রাতে ছালাতে সূরা মায়েদার ১১৮ আয়াতটি বারবার তেলাওয়াত করছিলেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৩৫০; তিরমিযী হা/৪৪৮; আহমাদ হা/১১৬১১; মিশকাত হা/১২০৫)*। আয়াতটির অনুবাদ হ'ল- 'যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তাহ'লে তারা আপনার বান্দা। আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন, তাহ'লে আপনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়'। আয়াতের গুরুত্ব ও মর্ম বিবেচনায় তিনি উক্ত আমলটি করেছেন। উক্ত হাদীছ দ্বারা একই আয়াত দ্বারা পুরো ছালাত আদায় করা জায়েয হওয়ার দলীল পাওয়া যায়। তবে এটি নিয়মিত করা যাবেনা। কেননা রাসূল (ছাঃ) থেকে নিয়মিত এরূপ আমল করার দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (১৩/৫৩) : মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুকে স্মরণ করার জন্য কবর খনন করে রাখা যাবে কি?

-আবুল বাশার, দিনাজপুর।

উত্তর : নিজের মালিকানাধীন জায়গায় নিজের জন্য কবরের জায়গা নির্ধারণ করায় কোন দোষ নেই। যেমন আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর পাশে তার কবরের স্থান নির্ধারণ করেছিলেন, যা তিনি পরবর্তীতে ওমর (রাঃ)-কে প্রদান করেন *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/৭৮)*। তবে মৃত্যুকে স্মরণ করার জন্য কবর খনন করে রাখা নিতান্তই বাড়াবাড়ি। কেননা কে কোথায় কিভাবে মরবে ও কোন স্থানে তার দাফন হবে, সেটি আল্লাহ্র ইলমে আছে *(লোকমান ৩১/৩৪)*। তাছাড়া ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এরূপ কোন আমলের নিদর্শন পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (১৪/৫৪) : এ্যালকোহলযুক্ত লোশন মাখা অবস্থায় ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-ক্বামারুন নাহার, নোয়াখালী।

উত্তর : লোশনে বা সেন্টে ব্যবহৃত এ্যালকোহল খাদ্য বা পানীয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। এতে সামান্য পরিমাণ পরিশোধিত এ্যালকোহল ব্যবহার করা হয় তা সংরক্ষণের জন্য। অতএব এসব লোশন ব্যবহার করা অপছন্দনীয়, তবে হারাম নয়। এতে ছালাত আদায়ও শুদ্ধ হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৩/৫৪; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৩৭০, ফৎওয়া নং ২৮৭)*।

প্রশ্ন (১৫/৫৫) : স্বপ্নদোষ হ'লে অলসতা বা ঠাণ্ডার কারণে ফজরের পূর্বে গোসল না করে যোহরের ওয়াক্তে ক্বাযা আদায় করলে গুনাহগার হ'তে হবে কি?

-শুকরুদ্দীন, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : গুনাহগার হ'তে হবে। বরং কষ্টসাধ্য হ'লে গরম পানি করে গোসল করবে এবং সময়ের মধ্যে ফজরের ছালাত আদায় করবে। আর অসুস্থতার ভয় থাকলে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করবে *(আবুদাঊদ হা/৩৩৪, ৩৩৬; মিশকাত হা/৫৩১; ছহীহুল জামে' হা/৪৩৬২; ইবনু কুদামা, মুগনী ১/১৮৯-৯০)*।

প্রশ্ন (১৬/৫৬) : ঘরের মধ্যে মাঝে মাঝে নিজের অজান্তে ছবিযুক্ত পণ্য থেকে যায়। এমন ঘরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-সুমাইয়া ইছমাত, রাজশাহী।

উত্তর : এমন ঘরে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত হয়ে যাবে। কারণ এটি ছালাত ভঙ্গের কারণ নয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/২৫৪; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/২৯৪)*। তবে এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। কারণ যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না *(বুখারী হা/৩২২৫; মুসলিম হা/২১০৪; মিশকাত হা/৪৪৯০)*। এছাড়া ক্বিবলার দিকে সম্মানের উদ্দেশ্যে কোন ছবি টাঙানো থাকলে সেখানে ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/১৮৫; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২২/১৬২; বাহুতী, কাশশাফুল কেনা' ১/৩৭০)*।

প্রশ্ন (১৭/৫৭) : আমি বহুদিন যাবৎ পিতা-মাতার সাথে কথা বলি না। তাদের কোন একটি আচরণ আমাকে ভীষণভাবে কষ্ট দিয়েছে। তবে তাদের মাসিক খরচ নিয়মিতভাবে বহন করি। এতে আমি গুনাহগার হবো কি?

-শরীফ আলী, সালালা, ওমান।

উত্তর : এতে গুনাহগার হ'তে হবে। কারণ পিতা-মাতার সাথে কথা না বলা তাদের অসন্তুষ্টির কারণ। আর আল্লাহ সে ব্যক্তির উপর অসন্তুষ্ট থাকেন যে ব্যক্তির উপর তার পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট থাকেন *(তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭; ছহীহাহ হা/৫১৬)*। এছাড়া কেবল পিতা-মাতা নয় বরং কোন মুসলিমের সাথেই তিনদিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখা জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন মুসলিমের জন্য তার অপর ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনদিনের বেশী থাকা হালাল নয়। অতঃপর যে ব্যক্তি তিনদিনের বেশী সময় সম্পর্ক ছিন্ন রাখা অবস্থায় মারা গেল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল *(আবূদাঊদ হা/৪৯১৪, মিশকাত হা/৫০৩৫)*। শায়খ বিন বায বলেন, পিতা-মাতা ভুল করলেও তাদের পরিহার করা যাবে না। বরং তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে, কথা বলতে হবে এবং নম্র ভাষায় নছীহত করতে হবে। কারণ সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অবদান এতো বেশী যে, আল্লাহ তাঁর শুকরিয়া আদায় করার পরপর পিতা-মাতার শুকরিয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন *(লোক্বমান ৩১/১৪; ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ১৮/৩৬৭)*। অতএব কোন অবস্থাতেই পিতা-মাতার সাথে কথা বন্ধ করা যাবে না।

প্রশ্ন (১৮/৫৮) : পিতার মৃত্যুর পর স্ত্রী এবং মেয়েরা পিতার মূল বসতভিটার অংশ পাবে কি?

-শফীকুর রহমান, শাজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তর : হ্যাঁ পাবে। পিতার স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তির মালিক হবে তার জীবিত ওয়ারিছগণ। তারা কে কতটুকু পাবে তা স্বয়ং আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাই এখানে কমবেশী করার কোন সুযোগ নেই *(নিসা ৪/৭, ১১-১২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৬/৪৯৫)*। উল্লেখ্য যে, কোন কোন এলাকায় এমন ধারণা বিদ্যমান যে, মেয়েরা পিতার বসতবাড়ির অংশীদার হবে না, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তবে প্রতিটি স্থানে সবাই সমানভাবে ভাগ না নিয়ে আপোষে একে অপরের প্রতি ইহসান করে এবং সমঝোতার ভিত্তিতে বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন জন নিতে পারে। অর্থাৎ কেউ বসতভিটা, কেউ মাঠের জমি, কেউ অন্যান্য স্থান থেকে ভাগ করে নিতে পারে, যা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষায় অধিক ভূমিকা রাখবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৬/৪৮৬)*।

প্রশ্ন (১৯/৫৯) : ছালাতের মধ্যে ক্বিরাআতে ভুল হ'লে সহো সিজদা দিতে হবে কি?

-শহীদুল্লাহ, নাচোল, রাজশাহী।

উত্তর : সূরা ফাতিহায় বিস্মৃতিজনিত ভুল হ'লে তা শুদ্ধ করে পাঠ করতে হবে এবং সহো সিজদা দিতে হবে। কারণ এটা ছালাতের অন্যতম রুকন। আর সূরা ফাতিহার পরে অন্য ক্বিরাআতে ভুল করলে সহো সিজদা দিতে হবে না। বরং ইমাম বা মুক্তাদী ছালাত আদায়কালে সূরা ফাতিহা শেষে তার নিকট সর্বাধিক সহজ সূরা বা আয়াত পাঠ করবে। আর জামা'আতে ছালাত আদায়কারী মুক্তাদীর সূরা ফাতিহায় ভুল হ'লে সহো সিজদা দিতে হবে না *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/৩৯৪; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২/৭৮৩; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৮/০২)*।

প্রশ্ন (২০/৬০) : আমরা ৫ ভাই-বোন। পিতা তার সমস্ত সম্পদ সহ পৃথকভাবে ১০ বিঘা জমি ক্রয় করে আমার নামে লিখে দিয়ে মারা গেছেন। এক্ষণে এর দায় আমার না পিতার উপর বর্তাবে। এ দায় থেকে মুক্তির উপায় কি?

-আরীফুয্যামান, পারুলিয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সন্তানের সহায়তায় ও সম্মতিতে পিতা এরূপ অন্যায় কাজ করেছেন। সেজন্য পিতা ও সন্তান উভয়ে দায়ী হবে। আর সন্তান দায়ী হৌক বা না হৌক তার জন্য আবশ্যক হ'ল যাবতীয় সম্পদ শরী'আত নির্ধারিত অংশ হিসাবে ৫ ভাই-বোনের মাঝে বণ্টন করে নেওয়া এবং আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা *(নিসা ৪/১১-১২; মুসলিম হা/১৬২৩; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৯/২৩৪)*। তাহ'লে উক্ত গুনাহ থেকে পিতা-সন্তান উভয়েই মুক্তি পাবেন ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (২১/৬১) : একাকী ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে নারীরা সরবে ক্বিরাআত করতে পারবে কি?

-সুমাইয়া খাতুন, সাতক্ষীরা।

উত্তর : পুরুষের ন্যায় নারীরাও একাকী জেহরী ছালাতে তথা মাগরিব, এশা ও ফজরে সরবে ক্বিরাআত করবে। কারণ ছালাতের বিধানে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে পাশে গায়ের মাহরাম পুরুষ থাকলে নীরবে পাঠ করবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/১০০; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৯/৩৫; আহকাম ওয়া ফাতাওয়া মারআতিল মুসলিমাহ ১৮০ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২২/৬২) : আমি শিশু অবস্থায় একটি অসহায় ছেলেকে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করি। তার পিতা জন্মের আগেই মাকে ছেড়ে যায়। বর্তমানে নথিপত্রে শিশুটির পিতা-মাতার নাম লেখার প্রয়োজন পড়ছে। সাধ্যমত চেষ্টা করার পরও তার পিতার কোন খোঁজ না পাওয়ায় পালক পিতা বা অভিভাবক

হিসাবে আমার এবং আমার স্ত্রীর নাম ব্যবহার করতে পারব কি? উল্লেখ্য যে, আমার নিজের কোন সন্তান না থাকায় এবং আমার স্ত্রী মানসিক রোগগ্রস্ত হওয়ায় উক্ত ছেলের মায়ের স্থলে তার নাম না লিখলে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছে। অনেক বুঝিয়েও কাজ হয়নি। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-মনযূরুল ইসলাম,
ইবনে সীনা ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স, ঢাকা।

উত্তর: পরিত্যক্ত সন্তান লালন-পালন করা ইয়াতীম পালন অপেক্ষা অধিক ছওয়াবের কাজ। কিন্তু পালিত সন্তান পালক পিতা-মাতার পরিচয়ে পরিচিত হ'তে পারবে না যদিও তাদের পিতৃপরিচয় জানা না যায় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/২৫৫)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকো। সেটাই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জানো, তাহ'লে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধু *(আহযাব ৩৩/৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জেনেশুনে অন্যকে পিতা-মাতা বলে, তার জন্য জান্নাত হারাম' *(বুখারী হা/৪৩২৬; মুসলিম হা/৬৩; মিশকাত হা/৩৩১৪)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যের সাথে যে নিজেকে সম্পৃক্ত করবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ *(তিরমিযী হা/২১২১; ছহীহুত তারগীব হা/১৯৮৬)*। তবে অভিভাবক হিসাবে পালক পিতা-মাতার নাম দিতে পারে এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে।

প্রশ্ন (২৩/৬৩) : আমাদের বাড়ির সাথে অন্য মানুষের মালিকানাধীন ডোবা আছে। যেখানে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো কৈ, টাকি, শোল ইত্যাদি মাছ পাওয়া যায়। এসব মাছ তাদের না জানিয়ে ধরা যাবে কি?

-ছাকিব, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

উত্তর : মাছ যেভাবেই জন্মলাভ করুক না কেন, পুকুরের মালিক বা লীজ গ্রহীতার অনুমতি ব্যতীত এসব মাছ শিকার করা যাবে না। শিকার করলে তা চুরি হিসাবে গণ্য হবে। তবে সরকারী বিল অথবা কারো পুকুর বা ডোবায় যদি কোন বিধি-নিষেধ না থাকে, তবে সেখান থেকে মাছ শিকার করা যাবে *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪১)*।

প্রশ্ন (২৪/৬৪) : স্মরণ করানো বা সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য দেয়াল ঘড়ি সহ বিভিন্ন শোপিসে কুরআনের আয়াত ক্যালিগ্রাফি করে বা সাধারণভাবে লিখে টাঙিয়ে রাখা যাবে কি? এসব পণ্যের ব্যবসা করা যাবে কি?

-ইব্রাহীম সরদার, নাটোর।

উত্তর : এভাবে টাঙিয়ে রাখা সমীচীন নয়। কারণ (১) অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর উদ্দেশ্য থাকে সৌন্দর্য বর্ধন। অথচ কুরআন নাযিল হয়েছে মানুষকে হেদায়াতের জন্য, সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য নয়। (২) এতে অনেক সময় কুরআনের অমর্যাদা ঘটে, যা তার অপব্যবহারের শামিল। (৩) কেউ তা ঝুলিয়ে রাখে বরকত হাছিলের নিয়তে, যা স্পষ্ট বিদ'আত। এজন্য বিগত যুগের নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরাম পিলারে বা দেওয়ালে এগুলো লেখাকে অপসন্দ করতেন *(হাশিয়া ইবনুল আবেদীন ১/১৭৯; নববী, আত-তিবইয়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন ৮৯, ৯৭ পৃ.; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৫/৬৬)*। হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) তাঁর এক সন্তানকে দেওয়ালে কুরআনের আয়াত লিখতে দেখে প্রহার করেন *(তাফসীর কুরতুবী, মুক্বাদ্দামা ১/৩০)*। শায়খ উছায়মীন এ ধরনের কর্মকে বিদ'আত বলে সতর্ক করেছেন *(লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১৩/১৯৭)*। শায়খ বিন বায এধরনের কাজকে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আদর্শ বিরোধী বলেছেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৪/৫৬-৫৮)*। সুতরাং কুরআনের সম্মানার্থে এ ধরনের কার্যক্রম হ'তে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন (২৫/৬৫) : তাহিইয়াতুল মসজিদ ছালাত সংক্ষিপ্ত হবে নাকি দীর্ঘ হবে?

-আব্দুল হাই, শালবাগান, রাজশাহী।

উত্তর : ছাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে বুঝা যায় যে, তারা তাহিইয়াতুল মসজিদ সাধারণতঃ সংক্ষিপ্ত করতেন *(মুসলিম হা/২৪৮৪)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর খুৎবা চলাকালীন জনৈক ছাহাবী মসজিদে প্রবেশ করে তাহিয়াতুল মসজিদ না পড়ে বসে পড়লে রাসূল (ছাঃ) তাকে সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার নির্দেশ দেন *(বুখারী হা/১১৬৬; মুসলিম হা/৮৭৫; মিশকাত হা/১৪১১)*। তবে সময় থাকলে তাহিয়াতুল মসজিদ দীর্ঘ করেও আদায় করা যায়।

প্রশ্ন (২৬/৬৬) : বাম হাত দ্বারা জিনিসপত্র আদান প্রদান করায় দোষ আছে কি?

-শাহাদত হোসাইন, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : বাম হাত দ্বারা কোন কিছু আদান-প্রদান করা ইসলামী শিষ্টাচারের বিপরীত এবং তা শয়তানের কাজ। সুতরাং শয়তানের কর্ম অনুসরণ করা থেকে প্রত্যেক মুসলিমের বিরত থাকা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের প্রত্যেকে যেন ডান হাতে আহার করে, ডান হাতে পান করে, ডান হাতে গ্রহণ করে এবং ডান হাতে দান করে। কারণ শয়তান বাম হাতে খায়, বাম হাতে পান করে, বাম হাতে দেয় এবং বাম হাতে গ্রহণ করে *(ইবনু মাজাহ হা/৩২৬৬; ছহীহাহ হা/১২৩৬)*। তাছাড়া বাম হাতে কিছু গ্রহণ করা বা প্রদান করা অহংকারের বহিঃপ্রকাশ, যা থেকে মুসলমানদের বিরত থাকা আবশ্যক *(মুসলিম হা/২০২১; মিশকাত হা/৫৯০৪)*। অতএব শারঈ ওযর ব্যতীত কোন কিছু বাম হাতে গ্রহণ করা বা প্রদান করা জায়েয নয়।

প্রশ্ন (২৭/৬৭) : দাহিয়াতুল কালবী নামক বিখ্যাত ছাহাবীর নামের অর্থ কি? ছাহাবীদের নামে নাম রাখার কোন ফযীলত আছে কি?

-আহমাদ, পরশুরাম, ফেনী।

উত্তর : দাহিয়াতুন অর্থ সেনাপ্রধান *(আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব)*। 'কালব' একটি গোত্রের নাম *(আল-ইস্তী'আব, ক্রমিক ৭০১)*। ছাহাবায়ে কেরাম ও সৎকর্মশীল মুমিনদের নামে নাম রাখা

যাবে। আশারায়ে মুবাশশারাহ্র অন্যতম বিখ্যাত ছাহাবী হযরত যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (রাঃ) বলেন, ত্বালহা (রাঃ) তার সন্তানদের নাম নবীদের নামে রেখেছেন। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরে আর কোন নবী নেই। অতএব আমি আমার পুত্রদের নাম শহীদদের নামে রাখব। ফলে তিনি তাঁর নয়জন পুত্রের নাম নয়জন শহীদের নামে রেখেছিলেন। যেন তারা তাদের মত আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হয় *(ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৩/১০১ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২৮/৬৮) : সূরা ফাতিহা পড়া হয়েছি কি-হয়নি সন্দেহ হ'লে সহো সিজদা বা ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, নরসিংদী।

উত্তর : একাকী বা ইমাম অবস্থায় এমন সন্দেহ হ'লে এক রাক'আত ছালাত আদায়ের শেষ বৈঠকে সহো সিজদা দিয়ে সালাম ফিরাবে। কারণ সূরা ফাতিহা ছালাতের অন্যতম রুকন। তবে মুক্তাদী অবস্থায় এমন সন্দেহ হ'লে তার কিছুই করতে হবেনা, স্রেফ ইমামের অনুসরণ করবে *(বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪; মিশকাত হা/৮২২; বুখারী হা/৭৮৩; মিশকাত হা/১১১০; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/২৭৬)*।

প্রশ্ন (২৯/৬৯) : আমরা হানাফী মসজিদে ছালাত আদায় করতাম। সেখানে ছালাত আদায়ে সুন্নাতী আমল করতে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়। এক্ষণে সাময়িকভাবে জনৈক ব্যক্তির অনুমতিক্রমে তার জমিতে জুম'আ ও অন্যান্য ছালাত আদায় করা যাবে কী?

-আব্দুল্লাহ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

উত্তর : কারু ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা কারু জন্য বৈধ নয়। একত্রে বাজার-ঘাটে কেউ কাউকে বাধা দেন না, অথচ মসজিদে একত্রে ছালাত আদায় করতে গেলে হানাফী ভাইয়েরা আহলেহাদীছ ভাইদের বাধা দিবেন, এটি কখনই সঙ্গত নয়। তবুও যদি তারা আহলেহাদীছদের মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরিবেশ তৈরী করেন, তাহ'লে বাধ্যগত অবস্থায় সাময়িকভাবে কারু অনুমতিক্রমে তার জমিতে জুম'আ ও অন্যান্য ছালাত আদায় করা যাবে। মনে রাখতে হবে যে, মদীনায় বসবাসকারী মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও সকলে মসজিদে নববীতেই ছালাত আদায় করতেন, আলাদা জুম'আ মসজিদ কায়েম করতেন না। আজও দুই হারামে হানাফী-আহলেহাদীছ সবাই একত্রে ছালাত আদায় করেন। দুই হারামের ইমাম আহলেহাদীছের নিয়ম মতে ছালাত আদায় করেন। হানাফী ভাইয়েরা বিনা দ্বিধায় তাদের ইকতেদা করেন। অথচ দেশে এসে তারা আহলেহাদীছদের হিংসা করেন। এগুলি বন্ধ করা উচিৎ। হানাফী আলেমদেরও কর্তব্য তাদের অনুসারীদের এসব থেকে বিরত রাখা।

ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, বিনা প্রয়োজনে একাধিক জুম'আ কায়েম করা জায়েয নয়। মুছল্লীদের জন্য একটি জুম'আর মসজিদ যথেষ্ট হ'লে দ্বিতীয়টি কায়েম করা জায়েয হবে না, দু'টি যথেষ্ট হ'লে তৃতীয়টি কায়েম করা জায়েয হবে না *(মুগনী ২/২৪৮)*। তবে বিরোধীদের যুলুম চূড়ান্ত হ'লে বাধ্যগত অবস্থায় জুম'আর ফযীলত হাছিল করার উদ্দেশ্যে কোথাও সাময়িকভাবে জুম'আ কায়েম করা যেতে পারে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৩৭৭)*।

প্রশ্ন (৩০/৭০) : আমি ও চালক দু'জনে শেয়ারে একটি গাড়ী ক্রয় করি। চালকের সাথে আমার চুক্তি হয়েছে যে, সে মাসে যত টাকা আয় করুক, সে প্রতি মাসে আমাকে ৪ হাযার টাকা ভাড়া দিবে। এরূপ চুক্তি জায়েয হবে কি?

-কায়ছার হানীফ, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : উক্ত চুক্তি শরী'আত সম্মত হয়নি। কেননা এমন চুক্তিতে ব্যবসায় লোকসান হ'লে চালককে দু'দিক থেকে দায়িত্ব নিতে হয়। প্রথমতঃ সে ব্যবসা পরিচালনা করে, আবার লোকসানেরও ভাগ বহন করে, যা সুস্পষ্ট যুলুম। সুতরাং উভয়ের সম্মতি থাকলেও এরূপ চুক্তি জায়েয হবে না *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ৩৮/৬৩-৬৪, ৪৪/৬ পৃ.)*। অতএব মুশারাকা ব্যবসা হিসাবে প্রথমতঃ লাভ-লোকসান উভয়ের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী ভাগ হবে। অতঃপর পৃথক চুক্তিতে ইজারা বা ভাড়া হিসাবে মাসিক নির্দিষ্ট চার হাযার টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে। রাফে' বিন খাদীজ (রাঃ) বলেন, আমার দুই চাচা নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে জমি বর্গা দিতেন এভাবে যে, নালার পার্শ্বস্থ ফসলের শর্তে কিংবা এমন কিছু শর্তে ভাগে জমি ইজারা দিত, যা ক্ষেতের মালিক নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত। নবী করীম (ছাঃ) এরূপ করতে নিষেধ করলেন। হানযালা (রহঃ) বলেন, আমি রাফে' বিন খাদীজ (রাঃ)-কে বললাম, স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে জমি ভাড়া দেয়া যাবে কি? তিনি বললেন, এতে কোন বাধা নেই *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৯৭৪)*।

প্রশ্ন (৩১/৭১) : স্বামীর উপর অভিযোগ এনে স্ত্রী তার স্বামীকে বিছানা থেকে পৃথক করে দিয়েছে। শরী'আত অনুযায়ী স্ত্রী কি এরূপ করতে পারে? এক্ষেত্রে স্বামীর করণীয় কী?

-মশীউর রহমান, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : স্ত্রী স্বামীকে আলাদা করার কোন অধিকার রাখে না। বরং স্বামী যালেম হ'লে স্ত্রী 'খোলা' করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় স্বামী সর্বদা স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণ করবে এবং স্ত্রীও স্বামীর আনুগত্য করে চলবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর' *(নিসা ৪/১৯)*। আল্লাহ আরো বলেন, 'স্ত্রীদের জন্য স্বামীদের উপর ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের উপর স্বামীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে। তবে স্বামীদের জন্য স্ত্রীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*। এক্ষণে স্বামীর উপর স্ত্রীর অভিযোগ যদি সঙ্গত হয়, তাহ'লে স্বামীকে অবশ্যই সংযত হ'তে হবে এবং স্ত্রীর অভিযোগটি দূর করার চেষ্টা করতে হবে। কেননা সঙ্গত কারণ ব্যতীত স্বামী-স্ত্রী কেউ কারু থেকে পৃথক থাকতে পারে না।

প্রশ্ন (৩২/৭২) : পাশ্চাত্যের দেশ সমূহে যেসব হালাল পশুর গোশত পাওয়া যায়, তা হয়তো আল্লাহ বা কারু নামে যবেহ করা হয় না। বরং ইলেক্ট্রিক শক বা গুলি করে হত্যা করা হয়। যেহেতু এখানকার অধিকাংশ আহলে কিতাব। তাই এই গোশত খাওয়া যাবে কি?

-আব্দুর রহমান, আলাস্কা, যুক্তরাষ্ট্র।

উত্তর : আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করা ব্যতীত কোন হালাল পশুর গোশত খাওয়া হালাল নয় *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*। অতএব এ ব্যাপারে স্পষ্ট জানা না থাকলে ঐ গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এ যুগে আহলে কিতাব বলে কেউ নেই। যারা ইহূদী-খৃষ্টান বলে দাবী করে, তারা দ্বিত্ববাদী বা ত্রিত্ববাদী মুশরিক। তারা আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করে কি-না সন্দেহ থাকলে তা খাওয়া যাবে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২; তিরমিযী হা/২৫১৮; নাসাঈ হা/৫৭১১; মিশকাত হা/২৭৭৩)*। উল্লেখ্য যে, শেষনবী আগমনের পর পৃথিবীর সকল মানুষ শেষনবীর উম্মত। এখন আর কোন নবী নেই। অতএব ইহূদী হৌক বা নাছারা হৌক যদি সে ইসলাম কবুল না করে, তাহ'লে সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে *(মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০)*। দ্বিতীয়তঃ কোন প্রাণীকে যদি কারেন্টে শক দেয়া হয় বা গুলি করে হত্যা করা হয়, আর জীবিত অবস্থায় তাকে 'বিসমিল্লাহ' বলে যবেহ করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে তার গোশত খাওয়া যাবে না। কারণ আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব... কিন্তু তোমরা যাকে জীবিত অবস্থায় যবেহ করেছ তা ব্যতীত' *(মায়েদা ৫/৩)*।

প্রশ্ন (৩৩/৭৩) : গ্রামের মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে বাইরে কবর ছিল। মসজিদ সম্প্রসারণ করার সময় কবরটি মসজিদের মধ্যে এসে যায়। পরে কিছু মানুষের বিরোধিতার মুখে কমিটি কবরস্থান বরাবর ছাদ পর্যন্ত পৃথক প্রাচীর দেয় এবং মসজিদের বাইরের দেওয়াল কবর বরাবর ভেঙ্গে দেয়। এক্ষণে সেখানে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-শাহীন, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : মসজিদের দেওয়াল ও কবরস্থানের মধ্যে আলাদা প্রাচীর থাকলে উক্ত মসজিদে ছালাত শুদ্ধ হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১২/৩১; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ২/২৫৪; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৩৫৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা কবরের দিকে ফিরে এবং কবরের উপরে ছালাত আদায় করো না' *(ছহীহাহ হা/১০১৬)*। অতএব কোন মসজিদ ও কবরস্থানের মাঝে যদি আলাদা প্রাচীর থাকে বা রাস্তা থাকে, যা কবরকে মসজিদ থেকে আলাদা করে, তাহ'লে উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয *(ইবনু তায়মিয়াহ, আর-রাদ্দু আলাল আখনাঈ ৩১১ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৪/৭৪) : মহিলারা ফরয ছালাত একাকী বা ক্বাযা আদায়ের সময় আযান বা ইক্বামত দিতে পারে কি?

-ওমর ফারূক, বনশ্রী, ঢাকা।

উত্তর : নারী হৌক বা পুরুষ হৌক ক্বাযা ছালাত বা একাকী ছালাত আদায়কালে কেবল ইক্বামত দিবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯১ 'আযান' অধ্যায়; মুসলিম হা/৬৮০; মিশকাত হা/৬৮৪)*। তবে জামা'আতের ক্ষেত্রে আযান দিতে পারে। আয়েশা (রাঃ) আযান ও ইক্বামত দিয়ে মহিলাদের জামা'আতে ইমামতি করেছেন *(বায়হাক্বী ১/৪০৮ পৃ. হা/১৯৯৮; তামামুল মিন্নাহ পৃঃ ১৫৩, সনদ ছহীহ)*। এমতাবস্থায় মহিলারা আযান ও ইক্বামত উভয়টিই নিম্নস্বরে দিবে *(ভূপালী, আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/৩২২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৫/৭৫) : প্রথম স্বামীর কন্যা যদি দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে লালিত-পালিত না হয়, বিদেশে অথবা অন্য কোথাও লালিত পালিত হয়। তাহ'লে কি সে দ্বিতীয় স্বামীর জন্য মাহরাম হবে অথবা তাকে কি বিবাহ করা যাবে?

-বুরহানুদ্দীন, দিনাজপুর।

উত্তর : স্ত্রীর সন্তান যেখানেই লালিত-পালিত হৌক সে দ্বিতীয় স্বামীর জন্য মাহরাম এবং তাকে বিবাহ করা হারাম। আল্লাহ বলেন, তোমাদের জন্য হারাম করা হ'ল-... সহবাসকৃত স্ত্রীদের (অন্য স্বামীর) কন্যা, যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি ঐ স্ত্রীদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে (ঐ মেয়েদের সাথে বিবাহে) কোন দোষ নেই *(নিসা ৪/২৩)*। এক্ষণে 'যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে' বলার কারণ হ'ল সমাজে প্রচলিত প্রথার বর্ণনা দেওয়া। অর্থাৎ সাধারণতঃ স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর সন্তানেরা দ্বিতীয় স্বামীর নিকট লালিত পালিত হয়। এর প্রমাণ হ'ল আয়াতের পরবর্তী অংশ যাতে বলা হয়েছে, 'যদি ঐ স্ত্রীদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে (ঐ মেয়েদের সাথে বিবাহে) কোন দোষ নেই'। অতএব স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর দ্বারা জন্ম নেওয়া কন্যা বর্তমান স্বামীর মাহরাম এবং তার সাথে বিবাহ চিরকালের জন্য হারাম *(ইবনু কাছীর, অত্র আয়াতের তাফসীর; বাহুতী, কাশশাফুল কেনা' ৫/৭১; উছায়মীন,আশ-শারহুল মুমতে' ১২/১২২)*।

প্রশ্ন (৩৬/৭৬) : হাদীছে বলা হয়েছে, এক আসমান থেকে অপর আসমানের দূরত্ব ৫০০ বছর। এক্ষণে ৫০০ বছর দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

-আসীফুল ইসলাম, চট্টগ্রাম।

উত্তর : উক্ত মর্মে যতগুলি বর্ণনা এসেছে সবগুলিই যঈফ *(তিরমিযী হা/৩২৯৪, ৩২৯৮; আহমাদ হা/১৭৭০, ৮৮২৮; বাযযার হা/৪০৭৫, সনদ যঈফ)*। সেজন্য এক আসমান থেকে অপর আসমানের দূরত্বের বিষয়টি একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। এটি অদৃশ্যের বিষয়। যার উপর ঈমান আনা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য *(ফাতাওয়া আশ-শাবকাতুল ইসলামিয়া ৩/১১৪৯)*।

প্রশ্ন (৩৭/৭৭) : কেউ যদি অসুস্থতা থেকে সুস্থ হওয়ার কারণে আড়াই চাঁদের ছিয়াম তথা ঈদের দিন ব্যতীত রামাযান ও আরো দেড় মাস মানতের ছিয়াম পালন করে, তাহ'লে উক্ত ছিয়াম পালন করা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন, ময়মনসিংহ।

উত্তর : আড়াই চাঁদের ছিয়াম বলে শরী'আতে কিছু নেই। বরং এটি স্পষ্ট বিদ'আত। সুতরাং এই মানত পূরণ করা নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র

আনুগত্যের মানত করে, তাহ'লে সে যেন তা পূরণ করে। আর কোন ব্যক্তি যদি নাফরমানীর মানত করে, সে যেন তা পূরণ না করে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৪২৭)*। তবে সাধারণভাবে যে কোন মানতের ছিয়াম পালন করা ওয়াজিব। আর এটি ধারাবাহিকভাবে পালন করার নিয়ত করে থাকলে ধারাবাহিক ভাবেই পালন করবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৪০/১৬৭)*।

প্রশ্ন (৩৮/৭৮) : রাসূল (ছাঃ)-এর আমলে কোন ওয়াক্তিয়া মসজিদ ছিল কি? জনৈক ব্যক্তি বলেন, ওয়াক্তিয়া মসজিদে দান করলে কোন ছওয়াব পাওয়া যাবে না। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-নূরুল ইসলাম, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আমলে জুম'আ মসজিদ ব্যতীত ওয়াক্তিয়া মসজিদ ছিল। যেমন মসজিদে বনূ যুরায়েক্ব *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৮৭০)*। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) প্রতিটি মহল্লায় মহল্লায় ওয়াক্তিয়া মসজিদ নির্মাণ করার আদেশ দিয়েছিলেন *(আবুদাঊদ হা/৪৫৫; তিরমিযী হা/৫৯৪-৯৬; মিশকাত হা/৭১৭; ছহীহাহ হা/২৭২৪)*। ওমর (রাঃ) প্রত্যেক গভর্নরের নিকট পত্র লিখে বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করার জন্য প্রত্যেক গোত্রের জন্য স্বতন্ত্র মসজিদ নির্মাণ করবে এবং শহরের প্রাণকেন্দ্রে জুম'আ মসজিদ নির্মাণ করবে। জুম'আর দিনে সকলেই উক্ত মসজিদে সমবেত হবে *(আত্বিইয়া মুহাম্মাদ সালেম, শরহ বুলূগুল মারাম ৩/৫২)*। রাসূল (ছাঃ) মসজিদে নববী ও কা'বায় ছালাত আদায়ের যে ফযীলত বর্ণনা করেছেন সেটাও প্রমাণ করে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর আমলে অন্যান্য ওয়াক্তিয়া মসজিদ ছিল *(বুখারী হা/১১৯০; মিশকাত হা/৬৯২)*। আর ওয়াক্তিয়া মসজিদে দান করলে ছওয়াব হবে না এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওয়াস্তে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করবেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৭)*। অত্র হাদীছে ওয়াক্তিয়া বা জুম'আ মসজিদের কথা উল্লেখ নেই। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি পাখির ডিম পাড়ার বাসার ন্যায় একটি মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন' *(আহমাদ হা/২১৫৭; ছহীহুত তারগীব হা/২৭২)*। সুতরাং যে ব্যক্তি ছওয়াবের আশায় একটি ছোট মসজিদও নির্মাণ করবে, এমনকি নির্মাণকাজে স্বল্প অর্থ বা শ্রম দিয়েও সহযোগিতা করবে, সেও উক্ত মর্যাদা লাভ করবে ইনশাআল্লাহ *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/২৩৭)*।

প্রশ্ন (৩৯/৭৯) : স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তালাক ব্যতীত অন্য শব্দ যেমন তুমি আমার জন্য হারাম, আমি তোমার জন্য হারাম ইত্যাদি বললে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে কি?

-নযরুল ইসলাম খান, বরিশাল।

উত্তর : তালাকের নিয়তে প্রশ্নে উল্লেখিত বাক্য সমূহ বললে এক তালাক হবে। তালাকের নিয়তে ইঙ্গিতবহ কোন কথা বললে তাকে 'কেনায়া তালাক' বলা হয় *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/৩০২)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, জাওনের কন্যাকে (اَلْجَوْنِ ابْنَةُ) যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট একটি ঘরে পাঠানো হ'ল আর তিনি তার নিকটবর্তী হ'লেন, তখন সে বলল, আমি আপনার থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তুমি তো এক মহামহিমের কাছে পানাহ চেয়েছ। তুমি তোমার পরিবারের কাছে ফিরে যাও' *(বুখারী হা/৫২৫৪; ইবনু মাজাহ হা/২০৫০)*। বস্তুতঃ এটাই ছিল তার জন্য তালাক। অতএব তালাকের নিয়তসহ কেউ স্ত্রীর হারাম হওয়ার কথা বললে তা তালাক হিসাবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন (৪০/৮০) : ঈসা (আঃ)-কে 'কালিমাতুল্লাহ' বলা হয়েছে কেন? অথচ আমরা জানি আল্লাহ্র কালাম মাখলূক না যেমন কুরআন। তাহলে কি ঈসা (আঃ) মাখলূক না বরং স্রষ্টার অংশ?

-আহমাদ, সিংড়া, নাটোর।

উত্তর : উক্ত বুঝ পুরোপুরি ভুল। কারণ 'কালিমাতুল্লাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ্র আদেশ বাচক শব্দ 'কুন' যার অর্থ 'হও' আর তাতেই হয়ে যায়। অর্থাৎ ঈসা (আঃ) যেহেতু পিতা বিহীন এই পৃথিবীতে এসেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এই 'কুন' শব্দ ব্যবহার করেন, আর তাতেই তিনি মাতৃগর্ভে চলে আসেন। ফলে তাকে 'কালিমাতুল্লাহ' বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'মারিয়াম বলল, হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে আমার সন্তান হবে, অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি। তিনি বললেন, এভাবেই আল্লাহ সৃষ্টি করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন। যখন তিনি কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন সে বিষয়ে শুধু বলেন 'হও'। অমনি তা হয়ে যায় *(আলে ইমরান ৩/৪৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ। তাকে তিনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেন। অতঃপর বলেন, হও। তখন হয়ে গেল *(আলে ইমরান ৩/৫৯)*। এখানে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ বলা হয়েছে। কেননা আল্লাহ আদমকে বিনা পিতা-মাতায় সৃষ্টি করেছেন। হাওয়াকে কোন নারী ছাড়াই কেবল আদমের দেহ থেকে সৃষ্টি করেছেন। ঈসাকে কোন পুরুষ ছাড়াই কেবল নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। বাকী প্রাণীজগতকে তিনি নারী ও পুরুষের মাধ্যমে সৃষ্টি করেন। তিনি যেভাবে খুশী সৃষ্টি করতে পারেন। এসব আল্লাহ্র অসীম কুদরতের নিদর্শন। সুতরাং এই শব্দ দ্বারা কখনই উদ্দেশ্যে নয় যে, তিনি আল্লাহ্র অংশ, যেমনটি খৃষ্টান সম্প্রদায় ধারণা করে।

সংশোধনী

গত অক্টোবর ২০২১ সংখ্যার ১৮/১৮ নং প্রশ্নে বলা হয়েছে যে, কারো পক্ষ থেকে ওমরা করার ক্ষেত্রে নিজে ওমরা করা শর্ত নয়। কিন্তু এ বিষয়ে সঠিক বক্তব্য হ'ল, অন্য কারো পক্ষ থেকে ওমরা করতে হ'লে তাকে হজ্জের ন্যায় পূর্বেই নিজের ওমরা করতে হবে। বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত *(নববী, আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ৭/১১৮; উছায়মীন, মাজমূউ'ল ফাতাওয়া ২২/৪১)*। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত *-সম্পাদক*।

‘সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **‘সর্বোত্তম আমল হ’ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’** *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২১ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ নভেম্বর	২৪ রবীঃ আউঃ	১৬ কার্তিক	সোমবার	০৪:৪৮	০৬:০৪	১১:৪২	০২:৫৫	০৫:১৯	০৬:৩৬
০৩ নভেম্বর	২৬ রবীঃ আউঃ	১৮ কার্তিক	বুধবার	০৪:৪৯	০৬:০৫	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৮	০৬:৩৫
০৫ নভেম্বর	২৮ রবীঃ আউঃ	২০ কার্তিক	শুক্রবার	০৪:৫০	০৬:০৬	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৭	০৬:৩৪
০৭ নভেম্বর	৩০ রবীঃ আউঃ	২২ কার্তিক	রবিবার	০৪:৫১	০৬:০৮	১১:৪২	০২:৫৩	০৫:১৬	০৬:৩৩
০৯ নভেম্বর	০২ রবীঃ আখের	২৪ কার্তিক	মঙ্গলবার	০৪:৫২	০৬:০৯	১১:৪২	০২:৫২	০৫:১৬	০৬:৩৩
১১ নভেম্বর	০৪ রবীঃ আখের	২৬ কার্তিক	বৃহস্পতি	০৪:৫৩	০৬:১০	১১:৪২	০২:৫২	০৫:১৫	০৬:৩২
১৩ নভেম্বর	০৬ রবীঃ আখের	২৮ কার্তিক	শনিবার	০৪:৫৪	০৬:১১	১১:৪৩	০২:৫১	০৫:১৪	০৬:৩১
১৫ নভেম্বর	০৮ রবীঃ আখের	৩০ কার্তিক	সোমবার	০৪:৫৫	০৬:১৩	১১:৪৩	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৩১
১৭ নভেম্বর	১০ রবীঃ আখের	০২ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৪:৫৬	০৬:১৪	১১:৪৩	০২:৫০	০৫:১৩	০৬:৩১
১৯ নভেম্বর	১২ রবীঃ আখের	০৪ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	০৪:৫৭	০৬:১৫	১১:৪৪	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৩০
২১ নভেম্বর	১৪ রবীঃ আখের	০৬ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৪:৫৮	০৬:১৭	১১:৪৪	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৩০
২৩ নভেম্বর	১৬ রবীঃ আখের	০৮ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	০৫:০০	০৬:১৮	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
২৫ নভেম্বর	১৮ রবীঃ আখের	১০ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতি	০৫:০১	০৬:২০	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
২৭ নভেম্বর	২০ রবীঃ আখের	১২ অগ্রহায়ণ	শনিবার	০৫:০২	০৬:২১	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১০	০৬:৩০
২৯ নভেম্বর	২২ রবীঃ আখের	১৪ অগ্রহায়ণ	সোমবার	০৫:০৩	০৬:২২	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১০	০৬:৩০
০১ ডিসেম্বর	২৪ রবীঃ আখের	১৬ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৫:০৪	০৬:২৪	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
০৩ ডিসেম্বর	২৬ রবীঃ আখের	১৮ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	০৫:০৬	০৬:২৫	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
০৫ ডিসেম্বর	২৮ রবীঃ আখের	২০ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৫:০৭	০৬:২৬	১১:৪৯	০২:৫১	০৫:১১	০৬:৩১
০৭ ডিসেম্বর	০১ জুমাঃ উলাঃ	২২ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	০৫:০৮	০৬:২৮	১১:৫০	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩২
০৯ ডিসেম্বর	০৩ জুমাঃ উলাঃ	২৪ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতি	০৫:০৯	০৬:২৯	১১:৫১	০২:৫২	০৫:১২	০৬:৩২
১১ ডিসেম্বর	০৫ জুমাঃ উলাঃ	২৬ অগ্রহায়ণ	শনিবার	০৫:১০	০৬:৩০	১১:৫২	০২:৫২	০৫:১৩	০৬:৩৩
১৩ ডিসেম্বর	০৭ জুমাঃ উলাঃ	২৮ অগ্রহায়ণ	সোমবার	০৫:১১	০৬:৩২	১১:৫৩	০২:৫৩	০৫:১৩	০৬:৩৪
১৫ ডিসেম্বর	০৯ জুমাঃ উলাঃ	৩০ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৫:১৩	০৬:৩৩	১১:৫৪	০২:৫৪	০৫:১৪	০৬:৩৫

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)] — **আরবী তারিখ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল**

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−১	−১	−২	−২	−১
গাযীপুর	০	০	−১	−১	০
শরীয়তপুর	০	০	+১	+১	+১
নারায়ণগঞ্জ	−১	০	০	০	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+১	+১	+২
কিশোরগঞ্জ	−১	−২	−৩	−৩	−২
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+১	+১	+২
মুন্সিগঞ্জ	−১	০	০	০	০
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	০	+১	+১	+২	+১
গোপালগঞ্জ	+২	+২	+৩	+৩	+৩
ফরিদপুর	+২	+২	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+৩	+২	০	−১	০
ময়মনসিংহ	+১	০	−২	−২	−১
জামালপুর	+৩	+২	০	০	+১
নেত্রকোণা	০	−১	−৩	−৩	−২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৪	+৫	+৫	+৬	+৬
সাতক্ষীরা	+৪	+৫	+৬	+৭	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৩	+৪	+৪	+৪	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৩	+৩	+৪	+৫	+৪
বাগেরহাট	+১	+৩	+৪	+৪	+৪
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	০	+১	+২	+১	+২
পটুয়াখালী	−১	০	+২	+১	+২
পিরোজপুর	+১	+২	+৩	+২	+৩
বরিশাল	+১	০	+১	০	+১
ভোলা	−২	−১	০	+১	০
বরগুনা	−১	+১	+৩	+২	+৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৪	+৩	+২	+১	+২
পাবনা	+৫	+৫	+৪	+৪	+৪
বগুড়া	+৫	+৪	+৩	+২	+৩
রাজশাহী	+৮	+৭	+৬	+৬	+৭
নাটোর	+৬	+৬	+৫	+৪	+৫
জয়পুরহাট	+৭	+৬	+৪	+৩	+৪
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+১০	+৯	+৮	+৭	+৮
নওগা	+৭	+৬	+৪	+৪	+৫

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+১০	+৭	+৪	+৩	+৫
দিনাজপুর	+৯	+৭	+৪	+৪	+৫
লালমণিরহাট	+৬	+৪	+১	০	+২
নীলফামারী	+৮	+৬	+৩	+৩	+৪
গাইবান্ধা	+৫	+৩	+১	+১	+২
ঠাকুরগাঁও	+১০	+৮	+৫	+৪	+৬
রংপুর	+৬	+৫	+২	+১	+৩
কুড়িগ্রাম	+৫	+৩	০	−১	+১

চট্টগাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−৩	−৩	−৩	−৩	−৩
ফেনী	−৫	−৪	−৩	−৩	−৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−৩	−৩	−৩	−৩
রাঙ্গামাটি	−৮	−৭	−৬	−৫	−৬
নোয়াখালী	−৪	−৩	−২	−১	−২
চাঁদপুর	−২	−১	−১	−১	০
লক্ষ্মীপুর	−৩	−২	−১	−১	−১
চট্টগ্রাম	−৭	−৬	−৪	−৩	−৪
কক্সবাজার	−৯	−৬	−৪	−২	− ৪
খাগড়াছড়ি	−৭	−৬	−৬	−৬	−৬
বান্দরবান	−৯	−৭	−৫	−৫	−৬

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৫	−৬	−৮	−৮	−৭
মৌলভীবাযার	−৫	−৫	−৭	−৭	−৬
হবিগঞ্জ	−৩	−৪	−৫	−৪	−৫
সুনামগঞ্জ	−৩	−৪	−৬	−৬	−৫

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

আল্লাহকে দর্শন

সদ্য প্রকাশিত বই

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

অনলাইনে অর্ডার করুন

www.hadeethfoundationbd.com

বইটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

- আল্লাহকে দর্শন সম্পর্কিত কুরআনী দলীল
- আল্লাহকে দর্শন সম্পর্কিত হাদীছের দলীল
- স্বপ্নে আল্লাহকে দর্শন
- স্বপ্নে রাসূল (ছাঃ)-কে দর্শন
- আল্লাহ্র দীদার লাভের উপায় সমূহ
- জান্নাতে আল্লাহ্র সম্ভাষণ
- বান্দার সাথে আল্লাহ্র কথোপকথন

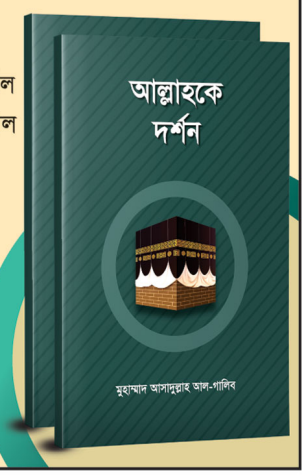

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 25, Issue 2, November 2021

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর হ'তে ৩০শে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষা : ১লা জানুয়ারী ২০২২, শনিবার, সকাল ৯-টা।

ক্লাস শুরু
৮ই জানুয়ারী
২০২২, শনিবার

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মক্তব ও হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক)

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- মেধাবী ছাত্রদের জন্য ছানাবিয়াহ (আলিম) পাশের পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থা।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

শর্তাবলী

- প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণবিধি পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভর্তি হ'তে হবে।
- প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত বোর্ডিং, ব্যবস্থাপনা ও মাসিক বেতন পরিশোধ করতে হবে।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, থানা : শাহ মখদুম, রাজশাহী। ফোন : ০২৫৮-৮৮৬২৬৭৮, ০১৭৩৫-৯৫৯০২৯, ০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩

শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাঠ্য বই

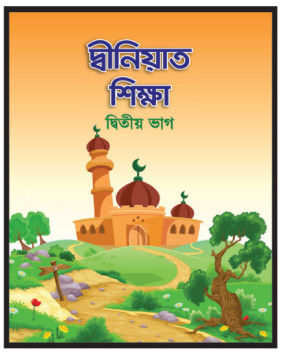

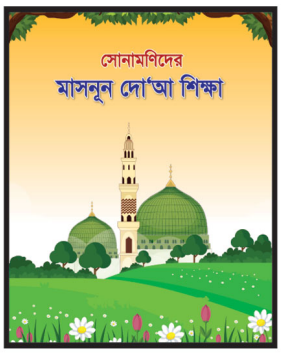

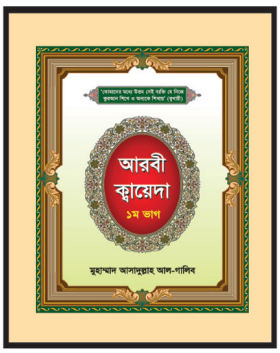

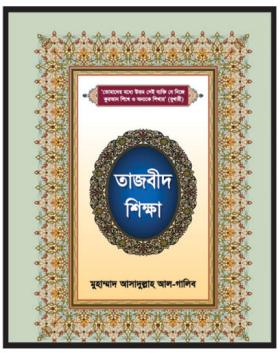

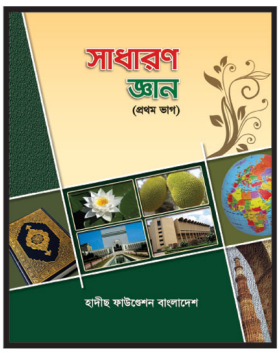

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০; ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১